প্রসন্নরাঘব নাটক

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ

আরও,

নাভিপদ্মে বিরাজিত ব্রহ্মার শুনিয়া স্তুতি,
প্রীতিবিস্ফারিত যাঁর নয়ন-কমলদল ;
মধুকৈটভের প্রতি ক্রোধে বহ্নি-সম-দ্যুতি ;
কমলার পানে স্নিগ্ধ করুণায় ঢল ঢল ;
প্রণয়-কৌতুক রসে দীপ্ত পদ্মাসনে হেরি ;
তোমাদের সবে রক্ষা করুন সদা সে হরি।

(নান্দ্যন্তে) সূত্রধার। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া সহর্ষে) অহো ! এই যে, গিরিনন্দিনীর নয়নখঞ্জন যাঁহার বদনসরোজে নিয়ত নৃত্য করে, যাঁহার দর্শনে নিখিল মুনিজনের হৃদয় আনন্দিত হয়, যাঁহার মুকুট সন্নিহিত নবোদিত ইন্দুকলা মন্দাকিনীর ললাটচন্দনস্বরূপ বিরাজিত, যিনি ত্রিভুবননলিনের নির্ম্মল বিসাঙ্কুরসদৃশ, সেই ভগবান শঙ্করের যাত্রায় পারিষদগণ সম্মিলিত হইয়াছেন। তবে আমি উঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের নাট্যকলাদর্শনপ্রসাদ প্রার্থনা করি। (চিন্তা করিয়া) অথবা প্রার্থনারই বা প্রয়োজন কি ?—

আকার দেখিয়া শুধু সুচতুরগণ,
অপরের অভিপ্রায় অবগত হন ;
কোরকের গর্ভস্থিত কেতকীর ফুল,
আমোদেই চিনে যথা ভ্রমরের কুল।

(অবলোকন করিয়া সহর্ষে) নিশ্চয় সেই নিমিত্তই সভ্যমণ্ডলীর নিকট হইতে আমার সখা রঙ্গতরঙ্গ এই দিকে আসিতেছেন।

(নটের প্রবেশ)

নট। ভাব ! সভ্যমণ্ডলী আমার মুখেই আপনাকে এইরূপ আদেশ করিতেছেন যে,—“হে ভরতাধিরাজ !” (অর্দ্ধোক্তি মাত্রেই)

সূত্রধার। (কর্ণদ্বয় আবৃত করিয়া) ছি! ছি! অসঙ্গত! অসঙ্গত! তথাপি কার্য্যটা কি শুনি।

নট। ভাব! এক্ষণে আপনার কাছেই আমি শুনিতে চাহি, কথাটা অসঙ্গত কিসে হইল?

সূত্রধার। এইজন্য যে জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে কনিষ্ঠের প্রতি 'রাজ' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। আমি কেবল 'ভরত' মাত্র। আমার অগ্রজ গুণারামই 'রাজ' পদভাজন।

নট। গুণারামের গুণ কীদৃশ?

সূত্রধার। নামেই তাহার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।

নট। কেবল নামে কি গুণের পরিচয় হয়?

সূত্রধার। হাঁ—

নামেতেই সপ্রকাশ সদ্‌গুণনিকর
মহাত্মগণের, কভু অন্যথা না হয়;—
স্বর্ণ, শ্রীখণ্ড, রত্নাকর, সুধাকর,
ইহাদের গুণ দেখ নামে ব্যক্ত রয়।

আর গুণারামের গুণপরিচয় কেবল নামেই বা বলিতেছি কেন? তিনি যে রতিজনক রাজার সভায় 'হরচাপারোপণ' নামক রূপক অভিনয় করিয়া, উক্ত রাজাকে পরিতুষ্ট করিয়া 'রঙ্গবিদ্যাধর' আখ্যা পত্রীস্বরূপ লাভ করিয়াছেন।

নট। তিনি এক্ষণে কোন্ দেশকে আনন্দিত করিতেছেন?

সূত্রধার। দাক্ষিণাত্যে কোন নটকুলাঙ্গার আমারই নাম গুণারাম, এইরূপ প্রকাশ করিয়া 'রঙ্গবিদ্যাধর' উপাধি অপহরণ করিয়াছে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি সেই দিকে গিয়াছেন। সম্প্রতি শুনিয়াছি,

তিনি সুকণ্ঠ নামক গায়কের সহিত সখ্যস্থাপন করিয়া দাক্ষিণাত্যের রাজগণের সভায়, উক্ত নটের সহিত রঙ্গযুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন।

নট। অহো! এ বড় মহৎ উদ্যম।

সূত্রধার। এ উচিত কার্য্য, কারণ—

মৃণাল-কোমল-ভুজা, পূর্ণশশি-বদনা,
স্মিত-সরোরুহনেত্রা, হাসি যেন জোছনা;
হেন কীর্ত্তি অপহৃতা হলে, কে না তাহারে,
আপন দয়িতা সম সযতনে উদ্ধারে?

এখন সভামণ্ডলীর আদেশ বল।

নট। এই যে—"আমরা এমন বস্তু তোমাদ্বারা অভিনীত হইতে দেখিব—

প্রতি অঙ্কে যাহে অঙ্কুরিত,
সর্ব্বরস মূর্ত্তিধর, ক্রমো-
ন্নত, যথা স্তবকে স্তবকে
রাজে তরুশাখে পুষ্পরাজি;
ঘনবদ্ধ পরস্পর সহ;
বক্রভাব হেতু রম্যতর;
নাটক প্রবন্ধ কোন হেন,
মঞ্জুলবিধানে সুগ্রথিত।"

সূত্রধার। তবে কিরূপে সে নাটকের নাম অবধারণ করি? (চিন্তা করিয়া সহর্ষে) একি? নিজের শিরোদেশস্থ নীলোৎপল রত্নাকরের বীচিমালাসঙ্কুল বেলাভূমিতে অন্বেষণ করিতেছি? উক্ত অষ্ট পঙ্‌ক্তি শ্লোকেই ত প্রতিচ্ছত্রে ক্রমান্বয়ে নাটকের নাম পরিস্ফুট রহিয়াছে।

নট। (উক্ত শ্লোক পাঠ করিয়া সহর্ষে) কবিকুলকুমুদবিকাশিনী

চন্দ্রিকাস্বরূপ দেবী সরস্বতীর কি প্রসাদ-মহিমা! যাঁহার প্রসাদে কবিগণের এরূপ বিচিত্রমধুর সূক্তিগুলি ফুটিয়া উঠে?

সূত্রধার। তাহাই বটে। এই কবিই বলিয়াছেন—

বাণি! তব চরণকমলরজরেণু,
যে চিতে পতিত হয়, পরিণামে পুষ্পময়,
কবিতাবল্লরী তথা প্রসারয়ে তনু;—
যার নব কিসলয় তোমারি শ্রবণে,
স্থান পায় অবশেষে, সূক্তি-মুকুতার বেশে,
শিরঃকম্পভ্রষ্ট পারিজাতগুচ্ছ সনে।

(পুনরায় চিন্তা করিয়া) আমার মন কিন্তু কবিকমলাকর বাল্মীকি মুনির প্রতি ধাবিত হইতেছে, যাঁহার একমাত্র মুখকমলে ভারতী নামক রাজহংসী চতুর্মুখকমলবিহারের সমস্ত সুখই অনুভব করে।

নট। এইরূপই বটে। সমস্ত ত্রিভুবনে—

সূর্য্যবংশকীর্ত্তিরঙ্গপ্রসঙ্গ ঘোষণে,
বাদ্যের প্রথম ধ্বনি বাল্মীকির জয়!
যাঁর মুখবিগলিত সুধানিধি পানে,
চিরপুষ্ট নবকবিজলদ বর্ষয়!

(চিন্তা করিয়া) কিন্তু আমার চিত্ত রামচন্দ্রেই অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছে, যাঁহার কীর্ত্তিচন্দ্রিকাচুম্বিত হইয়াই, বাল্মীকির সারস্বত সাগর উদ্বেলিত হইয়াছিল।

সূত্রধার। তাহাই বটে।

চন্দ্রে, রামচন্দ্রে, কান্তালোচন-অঞ্চলে,
আর প্রভাকরে, চিত্ত কাহার না ভুলে?

আরও—

ব্রহ্মলোক হ'তে, আসিতে জগতে,
দ্রুত দীর্ঘপথে চলিতে বাণীর,
হইল যে শ্রম কোমল গায় ;
সে শ্রমলাঘব, করিতে রাঘব-
গুণ-গ্রাম-শ্লাঘা-বাপী-সুধা-নীরে,
নিমজ্জন বিনা নাহি উপায়।

নট। আচ্ছা, কবিরা সকলেই রামচন্দ্রের বর্ণনা করেন কেন ?

সূত্রধার। এটা কবিগণের দোষ নহে, কারণ—
কবিদের কিবা দোষ, রামগুণগানে,
গুণগণ অপরাধী, দেখ সূক্ষ্ম জ্ঞানে ;—
তাহারাই করি' ষড়, রামেতে হয়েছে জড়',
একত্র করিতে বাস সজাতির সনে।

আরও শুন—

বীজ যার চিরার্জ্জিত সুচরিতচয় ;
নবীন অঙ্কুর যার প্রজ্ঞা নাম হয় ;
কাণ্ড যার পণ্ডিতমণ্ডলী-পরিচয় ;
কাব্য নামে অভিহিত নবকিসলয় ;
কীর্ত্তি যার প্রফুল্ল কুসুম শত শত ;
কবিত্বের মহাদ্রুমে হ'য়ে পরিণত,
নিষ্ফল হইবে সে যে, নাহি যদি ধরে.
রঘুকুলপতিস্তুতি ফল স্তরে স্তরে।

নট। এ নাটকের কবি কে ?

সূত্রধার। (প্রণয়কোপের সহিত)

অতি সুললিত যাঁর বচনবিলাসে,
অনুপম মধুরস অবিরত ঝরে,
কুরঙ্গাক্ষী-বিম্বাধর-মাধুরী প্রকাশে,
আসে নাই কভু তব শ্রুতির গোচরে,
সে মহা কবির নাম—মহাদেব-সুত
কৌণ্ডিন্য শ্রীজয়দেব ? এ বড় অদ্ভুত !

আরও—

সুমিত্রার গর্ভজাত লক্ষ্মণের মত,
রামপদাম্বুজে যাঁর চিত্ত অলি-রত।

নট। কি আশ্চর্য্য ! আমি চন্দ্রের সহিত অপরিচিত চকোরশিশুর বৃত্তি অনুসরণ করিতেছি ? তিনিই যে স্বয়ং আমার হস্তে নিজ নাটক সমর্পণ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে এই সূক্তিরত্ন চোরদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে। আমিও তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—

শ্রবণে ধরিয়া, কণ্ঠে আবরিয়া,
মস্তকে রাখিয়া, হৃদয়ে করিয়া,
পাছে চোরে লয়, সদা ভয়ে ভয়ে,
যতনে রাখিব সূক্তিমুক্তাচয়ে।

সূত্রধার। সেই কবির এরূপ অলীক আশঙ্কা কেন হইল ?

ললিত-বদনা উদার-প্রকৃতি,
হরিয়া পরের যুবতি বা কৃতি,
সাগরের পর পারেতেও গিয়া,
কার কবে সুখে ভরিয়াছে হিয়া ?

নট। তাইত। শুনিয়াছি তিনি প্রমাণশাস্ত্রেও সুবিজ্ঞ। চন্দ্রিকা ও চণ্ডাতপের ন্যায় কবিত্ব ও তার্কিকতা একপাত্রগত দেখিয়া, আমি বিস্মিত হইয়াছি।

সূত্রধার। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি?—

কবিত্বকৌশলময়ী মৃদু যার বাণী,
কেন সে কর্কশ বক্র তর্কে হবে হীন?
কান্তাকুচে নখারোপ করে যার পাণি,
করিকুম্ভে শরারোপ তার কি কঠিন?

নট। কবিতাকোবিদ পারিষদগণ ইঁহার সূক্তিশ্রবণে স্বতঃই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই।

সূত্রধার। এই কবিই বলিয়াছেন—

আপনার সুললিত বচন বিলাসে,
যদিও হরষে ভরে আপন অন্তর;
তথাপি সজ্জনগণ মহান উল্লাসে
অপরের ভণিতির করেন আদর;
নিজ ঘন মকরন্দে পূর্ণ আলবাল,
তথাপি কি বারিসেক চাহেনা রসাল?

নট। অহো! এই কবির সূক্তিগুলির কি সরলতা ও কোমলতা?

সূত্রধার। কোথায়ও বা বক্রতা ও কঠিনতা।

নট। তাহাও কি রমণীয়?

সূত্রধার। হাঁ—

নিন্দা যদি করে যত মন্দমতিজন,
বক্র বলি' কবিদের ভাষার কৌশল;

স্তুতি যদি নাহি করে অরসিকগণ,
মৃগাক্ষীগণের বক্র কটাক্ষ কোমল ;
রসজ্ঞ সজ্জন তবু ইচ্ছা কি না করে
হেরিবারে বক্রতার চিত্তহরা খেলা ?
শঙ্কর কি না ধরেন কিরীটশিখরে,
যতন করিয়া বক্র শিশুশশিকলা ?

আরও—

বার বার পান করি, ভরিয়া উদর,
অমৃতশীতলবারি, যদি পয়োধর,
স্ফটিক অবনীপরে বর্ষে তার পর,
তারাকারা করকার ধারা নিরন্তর ;
তবে তুলনীয় হয় প্রতিভার বাণী,
ক্ষণেক কঠিন, সদা সুধা-উদ্গারিণী ।

নট । এই কবির অন্তঃকরণ নিশ্চয় কৌতুকপ্রমোদপূর্ণ, নতুবা এরূপ সরসশীতল সূক্তি কিরূপে নিঃসৃত হইবে ?

সূত্রধার । ঠিকই বলিয়াছ—

চোর যার চিকুরনিকর ;
ময়ূর যাহার কর্ণপূর ;
ভাস যার সুকোমল হাস ;
কালিদাস যাহার বিলাস ;
হর্ষ যার হর্ষ ; আর **বাণ**
যার চিত্তবাসী পঞ্চবাণ ;
কবিতাকামিনী হেন কার
কৌতুক না জনয়ে অপার ?

আরও—

ব্রহ্মবিদ্যা, রাজলক্ষ্মী, কিছুতেই এত,
আনন্দিত নাহি করে মানবের চিত ;—
কবির কবিতা যথা, অথবা তনয়া
লোকোত্তর নরবরে বদ্ধপরিণয়া।

(নেপথ্যে। সাধু, নটকুলচূড়ামণি, সাধু !)

সূত্রধার। একি! ভগবান যাজ্ঞবল্ক্যের প্রিয় শিষ্য দাল্‌ভ্যায়ন যে এদিকে আসিতেছেন? উঁহার শূদ্রদর্শন নিষিদ্ধ, সুতরাং এস্থানে আমাদের থাকা উচিত নয়। তবে চল, আমরা অন্য দিকে যাই। (উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

(ইতি প্রস্তাবনা)

(দাল্‌ভ্যায়নের প্রবেশ)

দাল্‌ভ্যায়ন। (উক্ত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া) ঠিক। এই জনক রাজা সকললোচনারবিন্দের মার্ত্তণ্ডস্বরূপ কোনও মহাপুরুষের হস্তে নিজ কন্যা সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া, আমাদের গুরূপদিষ্টা ব্রহ্মবিদ্যা ও কুলক্রমাগত রাজলক্ষ্মীর প্রতি শিথিলাদর হইয়াছেন।

(পুনরায় কর্ণদান করিয়া)

একি ! আকাশে বীণাধ্বনি শুনা যাইতেছে যে ! নিশ্চয়ই আমাদের গুরুর নিকট দেবর্ষি নারদ আগমন করিতেছেন। সমীরসংঘর্ষণে তাঁহারই বীণাতন্ত্রের কলনিক্কণ শ্রুত হইতেছে। (অবলোকন করিয়া) একি ধ্বনিসাদৃশ্যে প্রতারিত হইয়াছি ! (পুনরায় কর্ণ দিয়া সহর্ষবিস্ময়ে) ভগবান যোগীশ্বরের কি প্রসাদমহিমা ! যাহাদ্বারা আমি হংসদিগেরও ভাষা বুঝিতে পারি, এরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। তবে ইহারা কি আলাপ করিতেছে শুনি। (কর্ণ দান করিয়া) একজন কি বলিতেছে ?

"সখে কলালাপ? কোথা হইতে আসিতেছ?"

অপর জন কি বলিতেছে?—

"বয়স্য মধুরপ্রিয়! আমি চন্দ্রমৌলি-মন্দাকিনীর সতত বিকাশশীল কুমুদকানন হইতে আসিতেছি।"

অহো! ইহাদের চতুরালাপের কি কোমলতা! (পুনর্ব্বার কর্ণ দিয়া) মধুরপ্রিয় কি বলিতেছে?

"কোন নূতন সংবাদ আছে?"

কলালাপ কি বলিতেছে?—

"আছে। অনতিদীর্ঘকাল পূর্ব্বে বলিনন্দন বাণাসুর একদা কমলমালা দিয়া ভগবান ইন্দুমৌলিকে অর্চ্চনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে ভগবন্!

কৈলাসের চেয়ে কোন্ বস্তু মহীতলে,
কঠিন অধিকতর, দাও প্রভু বলে;
যাহে মম শক্তিধর দোর্দ্দণ্ড মণ্ডল,
পরীক্ষা করিয়া পারি করিতে সফল।

তখন ভগবান্ ইন্দুমৌলি হাসিয়া বলিলেন,—

জনক নৃপতি-করে আছে ন্যস্ত মোর,
দিব্য ধনু, যার বাণ হুতাশনে ঘোর,
পুরত্রয় হয়েছিল ভস্মে পরিণত,
অগ্নিমাঝে নিপতিত পতঙ্গের মত।

এই কথা শুনিয়া সেই কার্ম্মুক দেখিবার জন্য তথায় গমন করিল, আমিও এখানে আসিলাম। তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ বল, ও সেখানেই বা কি নূতন ঘটনা হইয়াছে বল।"

দাল্‌ভ্যায়ন। মধুরপ্রিয় কি বলিতেছে?

"আমি নন্দনবন হইতে আসিতেছি। আমি সেখানে লঙ্কেশ্বরানুচরের গর্জ্জন শুনিলাম—

'আঃ! রে নন্দনবনরক্ষিগণ! নিশাচরচক্রবর্ত্তীর এখনও চন্দ্রচূড়পূজা হয় নাই, ইহার মধ্যেই নন্দনবনের সমস্ত কুসুম কে তুলিয়া লইল?'

তখন তাহারা নিশাচরকে বলিল—

'এ অপরাধ ক্ষমা করুন। অদ্য জনকরাজকন্যার বীরস্বয়ম্বর দর্শনাভিলাষী সমস্ত দেবতাদের বিমানমণ্ডনের জন্য অসংখ্য কুসুম সংগ্রহ হইয়াছে।'

এই কথা শুনিয়া উক্ত নিশাচর 'এই সংবাদই লঙ্কেশ্বরকে উপহার দিব' বলিয়া চলিয়া গেল। আমিও সকৌতুকে এখানে আসিলাম।"

দাল্‌ভ্যায়ন। (সবিষাদে—) অহো! সীতাস্বয়ম্বরের সংবাদ যে বাণ রাবণের কর্ণপর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, ইহা হইতে মহান্ অনর্থের অঙ্কুর উদ্ভিন্ন হইল। অথবা অধিক কাতর হইবারই বা প্রয়োজন কি? ভ্রমরোক্তি ভ্রমাত্মকও ত হইতে পারে। (চিন্তা করিয়া) ভ্রমেরই বা সম্ভাবনা কোথায়?

মকরন্দরসগন্ধ উদ্গিরণকারী,
বন্দিসম এরা দুটী শ্রুতিমনোহারী।

(নেপথ্যে—ঠিক বুঝিয়াছেন ভগবন্! আমরা দুইজন বন্দীই বটি। নানাদিগন্ত হইতে সমাগত নৃপতিচক্র বর্ণনা করিবার জন্য জনক কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি।)

দাল্‌ভ্যায়ন। অহো! একেই বলে ঘুণাক্ষরন্যায়! ভ্রমরদ্বয়ের প্রতি মদুক্ত বচন বন্দিদ্বয়ের প্রতি ফলিত হইল। হউক, এখন তবে এই বৃত্তান্ত আমাদের গুরুর নিকট গিয়া নিবেদন করি।

(নিষ্ক্রান্ত)

(ইতি বিষ্কম্ভক)

(অতঃপর বন্দিদ্বয়ের প্রবেশ)

একজন বন্দী। বয়স্য মঞ্জীরক! দেখ দেখ গজদন্তের স্নিগ্ধ শলাকা-সহস্রনির্ম্মিত মঞ্চে আসীন এই কুঙ্কুমরাগরঞ্জিত রাজগণ, অমলস্ফটিক-প্রাসাদশিখরনিবদ্ধ কনকসিংহাবলীর ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। বিক্ষুব্ধ-দুগ্ধসাগরলহরীশিখরাবলম্বী নবোদ্গত নিশাকরবিম্বের প্রতিবিম্বমালার ন্যায় শোভা পাইতেছেন।

মঞ্জীরক। সখে নূপুরক! দেখ দেখ,—

নিজ নিজ অধিকৃত দিকে মঞ্চাসনে,
চক্রাকারে উপবিষ্ট নরেন্দ্রনিকর;
দিক্‌চক্রবাল যেন মিলি একমনে,
উপস্থিত হেরিবারে সীতা-স্বয়ম্বর।

আরও —

গজদন্তমঞ্চে ওই নাচিছে পুত্তলী,
নরকরধৃতসূত্রপ্রান্তবিলম্বিত;
হরচাপ আরোপণে অতি কুতূহলী,
নৃপতিগণের চিত্ত করিছে সূচিত।

নূপুরক। বয়স্য মঞ্জীরক! সীতার পাণিগ্রহবাসনা রূপ বসন্তলক্ষ্মীর সমাগমে পুলকরূপ মুকুলজালমণ্ডিত নিজ বাহুদ্বয়রূপ সহকার-শাখিযুগলকে নিরীক্ষণ করিতেছেন উনি কে?

মঞ্জীরক। উনি ভূপতিগণের কুন্তলভূষণস্বরূপ মল্লিকাপীড়, যাঁহার যশঃপরিমলে প্রমোদিত চারণ-চঞ্চরীকগণ দিক্‌চক্রবালকে কোলাহলে মুখরিত করিতেছে।

নূপুরক। আর, ঐ যে দূরাপসারিতবলয়, অতএব প্রকটিতধনুর্গুণ-কষণকিণাঙ্ক নিজ ভুজদণ্ড দর্শনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, উনি কে?

মঞ্জীরক। উনি সেই কুবেরদিগঙ্গনাললাটতটবিলাসলম্পট কাশ্মীর-তিলক।

নূপুরক। আর, ঐ যে নিজপ্রতাপসূর্য্যের উদয়গিরি শিখরসদৃশ দক্ষিণ ভুজদণ্ড উন্নমিত করিয়া রহিয়াছেন উনি কে?

মঞ্জীরক। উনি কাঞ্চীমণ্ডন বীরমাণিক্য নামক ভূপতি, যাঁহার প্রতাপ-প্রভাপটলে মলয়পর্ব্বতের নিতম্বদেশ পিঞ্জরিত হইয়া রহিয়াছে।

নূপুরক। আর, হর্ষোল্লাসজনিত-পুলক-প্রফুল্ল কপোলস্থলে চলিত-কুণ্ডল যথাস্থানে নিবেশচ্ছলে যিনি হরশরাসনকে কর্ণপূর করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিতেছেন, উনি কে?

মঞ্জীরক। উনি অসমরণমহার্ণবের একমাত্র মকর মৎস্যরাজ।

নূপুরক। আর, উনি কে, যাহার মলয়জরসধবলিত ভুজদণ্ড ভুজঙ্গ-রাজশ্রীকে বিড়ম্বিত করিতেছে, এবং যিনি শিরীষকুসুম-সুকুমার মাররিপু-শরাসনদর্শনে স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইতেছেন?

মঞ্জীরক। উনি সেই বিমলমুক্তাবলীশোভিতবক্ষস্তট তুঙ্গভুজতরঙ্গ সিন্ধুরাজ। আর কথায় কাজ নাই। এইবার প্রকৃত কার্য্যোদ্যোগ করা যাউক।

(পরিক্রমণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে—)

অহে রাজগণ শুনুন,—

কর্ণান্ত পর্য্যন্ত মৌর্ব্বী হরশরাসনে,
আকর্ষণ করিবারে পারিবেন যিনি,
তাঁরি শ্রোত্রনেত্রোৎসব তরে, সভাস্থানে,
আসিছেন রাজকন্যা করি' কাঞ্চীধ্বনি।

(পুনরায় সকৌতুকে—)

সখে! দেখ দেখ,

কামারির কার্ম্মুককর্ষণ কুতূহলে,

রোমাঞ্চে দ্বিগুণস্ফীত রাজবাহুচয়;

সীতা পাণিগ্রহ আশে আগ্রহেতে ফুলে

পরিধিবিস্তার লাভ করিছে হৃদয়।

(পুনরায় সহর্ষে—)

অহো! রাজগণ সকলেই এককালে উঠিয়া অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে পরস্পরের কপোলতল মিলিত হওয়ায় মণিকুণ্ডলগুলির সঙ্ঘট্টে মধুর ধ্বনি উৎপন্ন হইতেছে।

নূপুরক। দেখ দেখ, ইঁহাদের কেয়ূরগুলির পরস্পর সঙ্ঘট্টোৎক্ষিপ্ত কনককণাচয় ইঁহাদের প্রতাপাগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায় দেখাইতেছে।

মঞ্জীরক। (হাসিয়া—)

দেখ দেখ, বীরদের কি বিচিত্র ভাব!

শক্তি পরিবর্ত্তে হ'ল ভক্তি আবির্ভাব!

মুষ্টি পরিবর্ত্তে করে অঞ্জলি বন্ধন!

চাপ পরিবর্ত্তে করে মৌলির নমন!

নূপুরক। ইঁহাদের উদ্যোগ কি কেবল আরম্ভেই রমণীয় হইল?

(সবিষাদে)

দূর দ্বীপ দেশান্তর হ'তে নৃপগণ,

সকলেই করেছেন হেথা আগমন;

কন্যা ধরে সুকোমল কলধৌত রুচি;

অর্জ্জন করিতে কে না চাহে কীর্ত্তি শুচি?

তথাপি কেহ না করে, ধনু আকর্ষণ,
টঙ্কার, নমন, কিম্বা স্থানসঞ্চালন ;
এ বড় বিচিত্র দেখি, সবে হীনবল ;
এবে কি নির্ব্বীর হ'ল এই উর্ব্বীতল ?

(নেপথ্যে। আঃ কোন্ অলীক বৈতালিক এই সামান্য চাপনমন কার্য্যে "নির্ব্বীর হ'ল এই উর্ব্বীতল" বলিয়া মিথ্যা উক্তি করিতেছে ?)

নূপুরক। বয়স্য ! কাহার এই মহীতলে চলিত রাহুরথচক্রের ন্যায় কর্কশধ্বনি শ্রুত হইতেছে ?

মঞ্জীরক। ইনি আমারও অপরিচিত। তবে ইঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি। (পরিক্রমণ করিয়া) আপনি কে মহাশয় ! যিনি সকলদেশদর্শী মাদৃশ ব্যক্তির নিকটও অপরিচিত ?

(পুরুষের প্রবেশ)

পুরুষ। (সক্রোধে ও সাহঙ্কারে পরিক্রমণ করিয়া—) আঃ পাপ বৈতালিকাপসদ ! কতিপয় গ্রাম মাত্র পর্য্যটনে গর্ব্বিত হইয়া কি দশা— (এই অর্দ্ধোক্তি করিয়া স্বগত) একি ! গোপনীয় কথাটা প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি ! হউক, ঐ কথাই শেষ করি। (প্রকাশ্যে) দশদিগ্বিলাসিনী-গণের কর্ণপূরস্বরূপ যাঁহার কীর্ত্তিপল্লব সেই ত্রিভুবন-বীরনামধারী আমাকেও অবিখ্যাত বলিয়া মিথ্যোক্তি করিতেছিস্, যেমন কূপমণ্ডুক সাগরকে অপরিচিত বলে ? তবে এখন বল্, সেই কর্ণান্তগ্রাহ্যগুণ রমণীরত্ন ও কার্ম্মুক কোথায় ?

মঞ্জীরক। এই সেই কার্ম্মুক। কন্যাটী পরে নয়নপথে অবতীর্ণা হইবেন !

পুরুষ। (সক্রোধে) ধিক্ মূর্খ ! রাশিনক্ষত্রপাঠকদিগের সভা কখনও দেখিস্ নাই ? তাহারা প্রথমে কন্যা, পরে ধনু প্রকটিত করিয়া থাকে।

মঞ্জীরক। (স্বগত) এ খুব বাচালতা দেখাইতেছে যে! তদ্দ্বারাই ইহাকে নিবারণ করিতেছি। (প্রকাশ্যে) অহো! এত বড় বীরমণ্ডলীর মধ্যে আপনিই দেখিতেছি, নক্ষত্রবিদ্যাকুশল!

পুরুষ। (সক্রোধে) আঃ! বলিতেছিস্ আমি ক্ষত্রবিদ্যায় অকুশল.?

মঞ্জীরক। নতুবা কার্ম্মুক ছাড়িয়া কন্যা দেখিবার জন্যই উৎকণ্ঠিত হইতেছেন কেন?

পুরুষ। (সাহঙ্কারে পরিক্রমণ করিয়া) কি আমার চাপারোপণেও সংশয়?

মঞ্জীরক। তাহা নহে ত কি?

পুরুষ। আমার বিষয়ে এরূপ সংশয় হইতে পারে, যদি—

বিনা মেঘে, চন্দ্রকরপ্লাবিত আকাশে,
স্বর্ণের রেখা সম তড়িৎ প্রকাশে।

অথবা, যদি—

নভঃস্থলে ক্রীড়াশীল সফরীর সনে,
নীলোৎপলবন শোভে স্বর্গঙ্গা বিহনে।

(অবলোকন করিয়া সবিষাদে—)

একি! আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গের জন্যই কি বিধাতা বিপরীত সৃষ্টিনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন? সেই প্রকারই দেখিতেছি বটে। (চিন্তা করিয়া—) অথবা আমার বিরুদ্ধে বিধাতাই বা কে?—

ক্ষীরোদ সাগরে রক্ষিত নিভৃতে,
মুরারির নাভিপদ্ম, যবে চিতে
করিনু মানস, তুলিয়া রোপিতে,
আমার সুন্দর বিলাসবাপীতে;

তখন বিধাতা পদভ্রংশ ভয়ে,
চতুর্ম্মুখে মোরে তোষে অনুনয়ে।

(পুনরায় ভাল করিয়া দেখিয়া—)

অহো ! সাদৃশ্যে প্রতারিত হইয়াছি।
এত নহে তড়িল্লেখা, এ যে সৌধশিরে,
কামিনীর হেমকান্তি শরীরবল্লরী !
এত নহে মীন সহ কুবলয় বন,
এ যে তারি নয়নের আলোকলহরী।

(চিন্তা করিয়া) নিশ্চয় এই সেই সীতানামক কন্যারত্ন।

(পুনরায় সহর্ষে—)

রাজীব ! জীবন তব বৃথা ; সুধাকর !
পদনখ-সমতুল নহ এ বালার,—
কোথা মুখ ?—থাকিতে এ নেত্র মনোহর,
কুরঙ্গ, খঞ্জন ! চিত্ত রঞ্জিবে কাহার ?

(পুনরায় সাবেগে—)

কদলী, কদলী মাত্র ; করভ, করভ ;
করিরাজকর, সেও করিরাজকর ;
ত্রিভুবনে কোথা আছে, বলনা বল না,
চমূরুনেত্রার উরুযুগের তুলনা ?

মঞ্জীরক। সখে নূপুরক ! অন্তঃপুরিকাজন কাহার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া, এ কি এত আনন্দসহকারে দর্শন করিতেছেন ?

নূপুরক। আমি অনুমান করিতেছি, বোধ হয় গুরুভবন হইতে আগতা চন্দনিকা কর্ত্তৃক সমর্পিত চিত্রপট দর্শন করিতেছেন।

মঞ্জীরক। সে চিত্রপট তুমি দেখিয়াছ ?

নূপুরক। ভর্ত্তৃদারিকা, ও অন্য কে একজন নীলোৎপলদামশ্যামল কুসুমশরসদৃশ রাজকুমার, যিনি হরচাপকে কুণ্ডলীকৃত করিয়াছেন।

মঞ্জীরক। আহা! অবলাজন বড়ই নির্ব্বোধ। এরূপ কঠোর-প্রতিজ্ঞ রাজার নিকটও কিশোরবয়স্ক জামাতালাভের আশা করিতেছেন? সখে! এ চিত্র কে অঙ্কিত করিয়াছেন জান কি?

নূপুরক। জানি। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের ধর্ম্মচারিণী দুহিতা।

মঞ্জীরক। এক্ষণে আমার মনোরথাঙ্কুর উদ্ভিন্ন হইল। দেবী মৈত্রেয়ী সিদ্ধযোগিনী কালত্রয়দর্শিনী। তিনি অলীক চিত্র লিখেন না।

নূপুরক। সকলই সম্ভব হইতে পারে, যদি এই জরঠাঙ্গ এখান হইতে অপসৃত হয়।

মঞ্জীরক। আঃ এ কে? একে অপসারিত করিতেছি তার আর কি? অহে! ইতস্ততঃ কি দেখিতেছ? এই যে এখানে হরধনু, এই দিকেই দৃষ্টিদান কর না?

পুরুষ। আঃ কি দৃষ্টি দৃষ্টি করে? দৃষ্টি কেন, মুষ্টিও দিতেছি।

(পরিক্রমণ করিয়া শেখরভ্রংশ অভিনয়পূর্ব্বক সবিষাদে অবলোকন।)

মঞ্জীরক —

ওহে লঙ্কেশ্বর! স্রস্ত মস্তকভূষণ,
বার বার কেন এত কর বিলোকন?
এদিকে যে বহে যায় কালপ্রস্রবণ,
শীঘ্র হরধনু কর করেতে গ্রহণ।

পুরুষ। (স্বগত) আমাকে চিনিতে পারিয়াছে নাকি? (চিন্তা করিয়া) অথবা ঘুণাক্ষরন্যায়গত শব্দসাদৃশ্যমাত্র। (প্রকাশ্যে সক্রোধে—)

সগর্ব্বসুন্দর এই হরশরাসন,
উঠাইয়া জ্যারোপণ নিমেষে করিব;

কিন্তু এই অভিলাষ জাগিতেছে মনে,

ইন্দীবর-নয়নার হৃদয় হেরিব।

(ধনুকে হস্তার্পণ করিয়া স্বগত) একি! নড়ে না কেন?

(প্রকাশ্যে) অহো! ধনু বলিয়া ইহার পথও বক্র। তবে সরল করবালধারাপথেই সীতাকে আনয়ন করি।

মঞ্জীরক। এত প্রগল্‌ভতা কেন? দেখিতেছ না?—

রোষারুণ বিলোচন ছটা,

ভীষণ ভ্রূকুটীভঙ্গ ঘটা,

নিষ্কোষিত লোল করবাল,

মহাভুজ নৃবীরমণ্ডল।

পুরুষ। (কৃপাণ তুলিয়া চতুর্দ্দিকে বিলোকন করত) দেখ দেখ,—

বৈরি-করি-কুম্ভ ভেদি' মুক্তাবলী চয়ি',

অম্বর যে করেছিল তারা-শোভমান,—

কালরাত্রি সম রণে, এই মম সেই,

রে রে নৃপগণ, কৃপাকৃপণ কৃপাণ।

(আকাশে কর্ণ দিয়া—) কি বলিতেছ?—

বহুবীর সনে একা লড়িব কেমনে?

সে আশঙ্কা স্থান যেন নাহি পায় মনে।

সামান্য ভাবিছ যারে, এস তারি সনে,

সমানে সমানে, যথা, যুঝ প্রাণপণে।

(স্বগত) অহো! মনুষ্যকীটগণের কি ধৃষ্টতা? তবে ইহাদিগকে নিজমূর্ত্তিতেই ভয়প্রদর্শন করি। (সগর্ব্বে নিষ্ক্রান্ত)

(নেপথ্যে।

যে ভুজনিকর মম শৈশবের কালে,
গঙ্গার সুবর্ণপদ্মবিসাঙ্কুরদলে,
উন্মূলিত, দিগ্‌গজের দন্তাঙ্কুর আর,
সেই ভুজ প্রকটিত হউক এবার।)

(নিজরূপে দশকণ্ঠের প্রবেশ)

নূপুরক। বয়স্য দেখ দেখ, কি আশ্চর্য্য! একজন মানুষের দশটা মস্তক।

মঞ্জীরক। ইনি মানুষ নহেন, নিশ্চয় রাক্ষসরাজ দশকণ্ঠ।

নূপুরক। তবে আমাকে রক্ষা কর। রাক্ষসমাত্রেই সম্মুখে মানুষ পতিত হইলে, তাহাকে ভক্ষণ করে, ইনি আবার রাক্ষসরাজ।

মঞ্জীরক। কাতর হইও না। বন্দিজাতি সকল বীরগণের বন্দনীয়। তবে আমাদের মত লোকের প্রতি সকলভুবনৈকবীর দশকণ্ঠ কেন বিপরীত আচরণ করিবেন?

নূপুরক। যদি এরূপ হয়, তবে ইহাঁকে নিঃশঙ্কে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করি। (উপসর্পণ করিয়া—) অহে! একি! এতগুলি মস্তক কেন বহন করিতেছ? একটীকে রাখিয়া অপরগুলিকে যেখানেই হউক কোথায়ও ফেলিয়াই বা দিতেছ না কেন?

রাবণ। আঃ পাপ! অস্থানে শিরশ্ছেদবার্ত্তাদ্বারা অমঙ্গল সূচনা করিতেছিস্? তবে এ ব্যক্তি বৈতালিক বলিয়া উপেক্ষার যোগ্য।

মঞ্জীরক। তবে স্থানে শিরশ্ছেদ বার্ত্তা কি আপনার মঙ্গলজনক ?

রাবণ। হাঁ রে হাঁ,—

বিদ্যাধর-প্রণয়িনী-করাগ্রবর্ষিত
পুষ্পচয় সমাকীর্ণ শম্ভুর চরণে,
কিংবা রণে, ছিন্ন যদি হয় নিপতিত
মস্তকনিকর মম, মঙ্গল মরণে।

নূপুরক। তুমি যদি এমন, তবে নিজরূপ গোপন করিয়া প্রবেশ করিলে কেন ?

রাবণ। ধিক্ মূর্খ! জানিস্ না রে,—

চন্দ্রচূড়াচল মম যে ভুজনিকর,
বহনে চতুর বলে জগতে পূজিত ;
সেই ভুজে চাপারোপ অতি হীনতর,
ভাবিয়া হৃদয় কেন না হবে লজ্জিত ?

তবে এখন বল্, জানকী কোথায় ?

মঞ্জীরক। (সবিষাদে—)

কুলগুরু যাঁর যাজ্ঞবল্ক্য মহামতি,
পিতা যাঁর জনক, জননী বসুমতী ;
সেই তুমি অহো বৎসে! দুর্ব্বিধির বশে,
নিশাচর-অঙ্কগত হইবে কি শেষে ?

নূপুরক। (জনান্তিকে) কাতর হইও না। এত বড় বীরমণ্ডলীর মধ্যে কি এমন কেহ নাই যিনি এই হঠকারীর সম্মুখীন হইতে পারেন ?

মঞ্জীরক। সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্য ব্যতীত কুপিত দশকণ্ঠের সম্মুখে কে আর দাঁড়াইতে পারে ?

নূপুরক। (সহর্ষে) বাঁচিলাম; এই দেখ সহস্রবাহু কৃতবীর্য্যপুত্রই আসিয়া উপস্থিত।

মঞ্জীরক। ধিক্ মূর্খ! জামদগ্ন্যের কুঠারধারাজলনিমগ্ন কার্ত্তবীর্য্য এক্ষণে কোথায়? তবে নিশ্চয়ই এ বাণাসুর হইবে! এ আবার দ্বিতীয় অনর্থ আসিয়া উপস্থিত। (চিন্তা করিয়া) অথবা বিষস্য বিষমৌষধম্।

(তৎপরে বাণাসুরের প্রবেশ)

বাণ। (পরিক্রমণ করিয়া সগর্ব্বে—)

কৈলাস শিখর চেয়ে কাঠিন্য যাহার,
অতিশয় ভারি সেই হর-শরাসন,
পুষ্প সম তুলি করপল্লবে আমার,
সফল করিব আজি ভুজদ্রুম বন।

রাবণ। (কর্ণপাত না করিয়া) এখনও জানকীকে আনা হইতেছে না কেন?

বাণ। (অবলোকন করিয়া স্বগত) একি! এখানে দশকণ্ঠও আসিয়াছেন যে। (প্রকাশ্যে) অহো! এত বীর থাকিতেও কেহ হরচাপে জ্যা-রোপণ করিলেন না?

নূপুরক। করিবেনও না।

রাবণ। এখনও সীতাকে আনা হইতেছে না কেন? তবে আমার এই চন্দ্রহাসই তাহাকে সবলে আনয়ন করিতেছে।

বাণ। (হাসিয়া) যদি এতই বীরের ঘটা, তবে হরচাপারোপণ দ্বারাই কেন সীতাকে আনা হইতেছে না?

রাবণ। আঃ কে এই অলীক পণ্ডিত?—

প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড বলে হেলায় যে জন,
চালিত করিয়াছিল চন্দ্রচূড়াচল;

মৃণালের দণ্ড সম কোদণ্ড কর্ষণ,
কি যশঃ অধুনা তার বাড়াইবে বল ?

বাণ। এ অসামর্থ্যেরই প্রকার ভেদ।

রাবণ। আঃ! দশাননের প্রতিও অশক্তির আরোপ ?

বাণ। অহে! বহুমুখতা বহুপ্রলাপেরই কারণ, আর বহুবাহুতাই বিক্রমের কারণ।

রাবণ। আঃ! পলালভার সদৃশ নিঃসার বাহু ভারেই কি আপনাকে বীর মনে করিতেছ ?

বাণ। অহে সমরানভিজ্ঞ দশকণ্ঠ! আমার ভুজভারকেও নিঃসার বলিয়া মিথ্যোক্তি করিতেছ ? জান না কি যে এইখানেই,—

পিতৃপাদপদ্মে করিয়া প্রণতি, প্রগাঢ় ভকতিভরে,
প্রবেশি' পাতালে, করিয়া ধারণ, প্রসারি' সহস্রকরে,
বলয়ের মত, সমস্ত ধরার বিপুল ভূমির ভার,
করেছি উদ্বেল বাসুকীর শিরে ফণামালা কত বার।

রাবণ। অরে! তুই চলিতেনয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিস্, তাই আমার ন্যায় সত্যবিক্রম ব্যক্তির নিকট আপনার অলীক বিক্রম বর্ণনা করিয়া আত্মবিড়ম্বনা করিতেছিস্।

বাণ। তুমিই কি কেবল সত্যবিক্রম ?

রাবণ। হাঁ,—

মম ভুজনিকরের পদবী না জান,
যাহে বীর-লক্ষ্মীর মন্দির অধিষ্ঠিত;
করপল্লবাঙ্কে যার কৈলাস শয়ান
শোভেছিল শিরে যেন কুম্ভ প্রতিষ্ঠিত।

বাণ। অলীক বাক্‌যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। এই ধনুই আমাদের তারতম্য নিরূপণ করিবে।

মঞ্জীরক। অহে বাণ রাবণ! কেবল নরবীরকে সমর্পণীয়া সীতার পরিণয় বাসনা পোষণ করিয়া হৃদয়কে বৃথা ক্লেশ দিতেছ কেন?

বাণ। তাহাতেই বা কি?

ত্রিপুরারিচাপারোপে উৎকণ্ঠিত চিত,
নহে জানকীর পাণিপদ্মগ্রহ তরে;—
কিন্তু দেখাইতে চাহি করি তাণ্ডবিত,
এই বাহুব্যূহ মম কত বল ধরে।

রাবণ। উন্মূলিয়া হরাচলশিখর সবলে,
পূর্ব্বেই হয়েছে মম ভুজের পরীক্ষা,
বৈদেহীর কুচকুম্ভকেলিকুতূহলে,
হরধনু আরোপণে এবে মোর দীক্ষা।

(নেপথ্যে। অসুর, অথবা সুর, কিম্বা নিশাচর,
উরগ, কিন্নর, সিদ্ধ, চারণ কি নর;
যে পারিবে নমাইতে এই শরাসন,
সেই মম কন্যাকর করিবে গ্রহণ।)

রাবণ। কর ধবলিত, রে রে মম ভুজগণ!
হরধনু আকর্ষণ যশে ত্রিভুবন;
অচিরে চন্দনরজঃ করিয়া হরণ,
সীতাস্তন হ'তে, ধর ধূসর বরণ।

(ধনু দেখিয়া স্বগত) অহো! এ অতি দুর্ব্বিসহ। ইহাতে কাজ নাই। (প্রকাশ্যে) বাণ! তুমিই অগ্রে ধনু আরোপণ কর। তুমি শেষে আসিয়াছ সুতরাং আমাদেরও মাননীয়।

বাণ। তাহাই হউক। (পরিক্রমণ)

রাবণ। রে হৃদয়! কাতর হইও না। দশকণ্ঠ স্বয়ং যখন হরকার্ম্মুকের নিকট পরাস্ত হইল, তখন এ কে?

অন্য কোন বীর যদি এ চাপ নমায়ে,
জানকীরে করে লাভ বিবাহ বিধানে;
সীতারে লঙ্কায় লয়ে বচনে ভুলায়ে,
শীঘ্র নিজ বশে আনি রাখিব সেখানে।

মঞ্জীরক। সখে, দেখ দেখ,—
বাণের সহস্রকরপীড়নে ও তনু,
নাড়িল না বিন্দুমাত্র ইন্দুমৌলি-ধনু;
যথা কামুকের শত বিনয় বচন,
বিচলিত নাহি করে সতীদের মন।

রাবণ। (সবিষাদে স্বগত) আমার সীতানয়নের বিঘ্নসূচক এ কি অরূপশ্রুতি শুনিলাম? (প্রকাশ্যে) অহে বাণ! সত্যই তোমার ভুজভার পলালভারের ন্যায় নিঃসার না কি?

বাণ। আমার এই ভুজমণ্ডল দর্শন করিয়াও কটূক্তি ত্যাগ করিতেছ না?

রাবণ। ইহাদ্বারা এখন কি করিবে?

বাণ। হৈহয়রাজ যাহা করিয়াছিলেন।

রাবণ। তোমার ঐ ভুজবন আমি নিজ প্রতাপানলে দগ্ধ করিতেছি।

বাণ। এই আমি তোমার প্রতাপানল আমার এই বহুচাপধারী বাহুবলাহকনিবহমুক্ত নারাচধারাবর্ষণদ্বারা নির্ব্বাপিত করিতেছি।

রাবণ। রে বাণ! নিক্ষেপ কর পঞ্চশত বাণ,

নাহি ভয়, করে মম করবাললতা ;

রে মদন! ছাড় তুমি যত পার বাণ,

নাহি ভয়, সম্মুখে রমণীমণি সীতা।

নূপুরক। অহো! বাণ ও রাবণ নিজগুণ বর্ণনা করিতে লজ্জাবোধ করিতেছে না!

রাবণ। ধিক্ মূর্খ! দশকণ্ঠ কি কেবল আপনারই প্রশংসার বিষয়? অরে,—

মন্দোদরীকেশপাশ কুটিল কোমল,

তাহে পিয়া মকরন্দ মন্দার মালার ;

বীণাসম মধুর গুঞ্জনে অলিদল,

গাহে মম বিক্রমগৌরব অনিবার।

বাণ। এ ব্যক্তি মন্দারদামকমনীয় কামিনীজনোপভোগ সৌভাগ্যকে বিড়ম্বিত করিতেছে কেন? তবে এখন—

হরশৈলচূড়া সম দোর্দ্দণ্ড আমার,

বজ্রধারী দেবেন্দ্রের চূর্ণি' অহঙ্কার,

করুক ত্রিদশবন করি উন্মূলন,

মন্দার-শোভিত মম ক্রীড়া-উপবন।

(নিষ্ক্রান্ত)

রাবণ। এ ব্যক্তি চলিয়া গেল যে! আমি কিন্তু,

নাহি পারি অন্যস্থানে করিতে গমন,

সবলে সীতারে নাহি করি আহরণ ;—

যাইতে হইবে, যদি করিরে শ্রবণ,

অধীন জনের মম কাতর ক্রন্দন।

মঞ্জীরক। বৎসে জানকি ! এখন কেবল দৈবেরই রক্ষণীয়া হইলে !

রাবণ। (কর্ণ দান করিয়া) অহো ! আকাশে কাহার ক্রন্দনধ্বনি শুনিতেছি ? (উত্তমরূপে নিরূপণ করিয়া) এ নিশ্চয়ই কাহারও নারাচপীড়িত গগনচারী মারীচের আর্ত্তনাদ হইবে। তবে এখন গিয়া উহাকে আশ্বস্ত করি। (নিষ্ক্রান্ত)

নূপুরক। বয়স্য ! ভাগ্যক্রমে ব্যাঘ্রমুখ হইতে কুরঙ্গীর ন্যায় সীতা ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল !

মঞ্জীরক। সখে ! সেইরূপই বটে। তবে চল, জনক রাজার নিকট এই বৃত্তান্ত নিবেদন করি।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

দ্বিতীয় অঙ্ক

(তাপসের প্রবেশ)

তাপস। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) অহো! এই স্থানটী কি রমণীয়! এখানে বহু শুকশাবকসমাগমে লতাপল্লবের হরিদ্বর্ণ বর্দ্ধিত হইয়া কাননের কি মনোরম শোভা হইয়াছে! (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এ কি ভিক্ষু না কি ?

ভিক্ষু মহাশয়! এদিকে, এদিকে!

(ভিক্ষুর প্রবেশ)

ভিক্ষু। তাপস মহাশয়ের মঙ্গল ত ?

তাপস। আমার মঙ্গল। আপনার কুশল ত ?

ভিক্ষু। এক্ষণে বিশেষতঃ আপনার দর্শনলাভে।

তাপস। (পুনরায় প্রীতিসহকারে) কীটের মত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া নিশ্চয়ই শ্রান্ত হইয়াছেন, অতএব এই মিথিলাতে পঞ্চরাত্রি বাস করিয়া শ্রমাপনোদন করুন। প্রসঙ্গক্রমে রাজা জনকেরও দর্শনলাভ করুন!

ভিক্ষু। আমরা বৈরাগী মানুষ আমাদের রাজদর্শনের প্রয়োজন কি ?

তাপস। এই সীরধ্বজ ব্রহ্মবিদ্যাকুশল, সুতরাং আপনার মত লোকেরও দ্রষ্টব্য।

ভিক্ষু। রাজা হইয়াও ব্রহ্মবিদ্যাবান্ ? একথা সত্য না কি ?

তাপস। একথা সত্য। প্রভু দশ—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া) প্রভু শিতিকণ্ঠের আজ্ঞা।

ভিক্ষু। (হাসিয়া) মিথ্যাকথার প্রয়োজন নাই। বুঝিয়াছি আপনি রাক্ষস।

তাপস। তবে বিশ্বাস করিয়া বলুন আপনি কে?

ভিক্ষু। আমিও আপনার মত একজন রাক্ষস।

তাপস। তবে শুনুন। আমি মন্ত্রিগণের মুকুটমাল্য স্বরূপ মাল্যবান্ কর্ত্তৃক তাটকাবনে প্রেরিত হইয়াছি। তিনি শুনিয়াছেন কৌশিক নামে কে একজন মুনি অযোধ্যার রাজার নিকট নিজ যজ্ঞ রক্ষার জন্য রাম নামক পুত্রকে অনুজ সহ ভিক্ষা করেন, রাজাও মুনির আদেশ মাননীয় বলিয়া নিজ নয়নদ্বয় অপেক্ষাও প্রিয়তর পুত্রদ্বয়কে উক্ত মুনির হস্তে সমর্পণ করেন।

ভিক্ষু। তারপর, তারপর?

তাপস। তারপর সেই মুনি রাজাকে পারিতোষিক স্বরূপ দুইটী তাটঙ্ক অর্পণ করেন, এবং বলেন রাজন্! এই তাটঙ্কযুগল দিব্য অলঙ্কার;—

"বীরপ্রসবিনীকর্ণে
কর সন্নিবেশ
এই অলঙ্কার",—
রত্নগুলি বর্ণে বর্ণে
যেন এ আদেশ
করিছে প্রচার!

অতএব কৌশল্যার কর্ণেই এই তাটঙ্কযুগল পরাইয়া দিবেন। রাজা সম্মত হইলেন। মুনিও রাজকুমারদ্বয়কে লইয়া নিজ আশ্রম অভিমুখে গমন করিলেন।

ভিক্ষু। তারপর, তারপর?

তাপস। এই কথা শুনিয়া মাল্যবান্ ভাবিলেন ঐ তাটঙ্কযুগল লঙ্কেশ্বর জননী নিকষার কর্ণেই সন্নিবেশযোগ্য। এইজন্য ইতঃপূর্ব্বেই উক্ত অলঙ্কার আহরণের নিমিত্ত তাটকার নিকট নিজের একজন অনুচরকে

প্রেরণ করেন। এক্ষণে তাটকা নিশ্চয়ই উক্ত তাটঙ্কদ্বয় হস্তগত করিয়াছে এই ভাবিয়া তাহা আনয়ন করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন।

ভিক্ষু। এই সকল বৃত্তান্ত মাল্যবান্ কিরূপে জানিতে পারিলেন ?

তাপস। বারতা কৌতুকবতী, শাস্ত্র সুবিমল,
কুরঙ্গনাভির লোকোত্তর পরিমল,
এই বস্তুত্রয় হয় আপনি বিস্তৃত,
ভুবন মাঝারে, জলে তৈলবিন্দুমত।

বিশেষতঃ মাল্যবানের বহুতর চর আছে।

ভিক্ষু। আপনি তবে মিথিলার উপবনে কেন ?

তাপস। শুনিলাম লঙ্কেশ্বর মিথিলায় আসিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহাকে দর্শন করিতে এখানে আসিলাম। আপনি কে তবে বলুন।

ভিক্ষু। তাটকার নিকট প্রথম যে প্রেরিত হয় আমি সেই। আমাদের উভয়ের মিথিলার উপবনে আগমনের কারণ একই।

তাপস। (সহর্ষে) তবে এখন বল, তাটকাবনে তাটঙ্ক আছে কি না ?

ভিক্ষু। তাটকা আছে কি না জিজ্ঞাসা কর।

তাপস। তাটকা এখন আবার কোথায় ?

ভিক্ষু। পুরী প্রবেশ করিয়াছে।

তাপস। কি, দশরথের পুরী ?

ভিক্ষু। না না, যমের পুরী।

তাপস। কে প্রতিহারী হইয়া তাহাকে যমপুরীতে প্রবেশ করাইল ?

ভিক্ষু। রামের বাণ।

তাপস। কে এই রাম ? (চিন্তা করিয়া) দশরথের পুত্রদ্বয়ের মধ্যে অগ্রজই বোধ হয়। তবে তাটকাতনয়দ্বয় এখন কোথায় বল।

ভিক্ষু। সুবাহু তাটকারই অনুগমন করিয়াছে। মারীচ শিশুক্রীড়োচিত রামবাণে আহত হইয়া মৃতবৎ দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

তাপস। এখনও এ সংবাদ কি কেহ লঙ্কেশ্বরকে দেয় নাই?

ভিক্ষু। স্বয়ং মারীচই আর্ত্তনাদ দ্বারা জানাইয়াছে।

তাপস। লঙ্কেশ্বর কি তবে শুনিয়াও কুপিত হন নাই?

ভিক্ষু। সীতা লাভ বাসনায় শীতল চিত্তে ক্রোধ স্থান পায় নাই।

তাপস। রামলক্ষ্মণ এখন কোথায়?

ভিক্ষু। শুনিয়াছি কৌশিকের সহিত তদীয় আশ্রম হইতে মিথিলার দিকেই আসিয়াছে। (অবলোকন করিয়া সত্রাসে) এ কি, উহারা এই দিকেই আসিতেছে যে! নিশাচরদিগের শত্রু রামের সম্মুখে আমাদের থাকা উচিত নহে!

(নিষ্ক্রান্ত)

বিষ্কম্ভক

(অনন্তর রামলক্ষ্মণের প্রবেশ)

রাম। বৎস লক্ষ্মণ! দেখ দেখ, এই উপবন কি রমণীয়!

লক্ষ্মণ। আর্য্য! এই কানন স্বভাবরমণীয়। এক্ষণে মধুমাস আরম্ভ হওয়ায় অধিকতর রমণীয় হইয়াছে।

রাম (সহর্ষে) মধুমাসলক্ষ্মী অবতীর্ণ হইয়াছেন নাকি? (চিন্তা করিয়া) তাইত বটে। সেইজন্য,—

মল্লীমধু করি পান মধুকরীগণ,
হেথা কি মধুর ঢালে ধারা কাকলীর,
বঞ্জুলমঞ্জরী করে লীলায় নর্ত্তন,
পদে পদে শিক্ষা দেয় দক্ষিণ সমীর।

আরও—

মদন আদেশে বসন্ত বাতাস,
ত্যজিয়া মলয়শিখর নিবাস
কৈলাস অবধি ভুবনবলয়,
মনে আশা করি' করিবারে জয় ;
সহসা বুঝি সে হইল শঙ্কিত,
স্মরিয়া শিবেরে ভুজঙ্গভূষিত,
কৈলাসশিখরে যাঁহার নিবাস,
তাই মন্দ মন্দ বহিছে সত্রাস।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! আমি কিন্তু এইরূপ ভাবিতেছি,—

পথে পথে চঞ্চলাক্ষী লতাবালাদেরি,
মধুস্রাবি-পুষ্প-পূজা করিয়া গ্রহণ ;
মধুকরবধূগীতমুগ্ধ মৃগ হেরি,
মন্দ মন্দ বহিতেছে মধুসমীরণ।

রাম। বৎস! ইহাতে আর কাজ নাই। যতক্ষণ ভগবান বিশ্বামিত্র যাজ্ঞবল্ক্যের সমাগমসুখ ভোগ করিতেছেন, ততক্ষণ আইস আমরা তাঁহার সায়ংকালীন পূজোচিত কুসুম চয়ন করি।

লক্ষ্মণ। আচ্ছা। (লতাবিটপমধ্যস্থিত কুসুমচয়ন অভিনয়)

রাম। এ কি! এখানে চণ্ডিকামূর্ত্তি রহিয়াছে যে। (অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া—) মাতঃ—

করুণাতরঙ্গিণি গিরিতনয়ে!
অমৃত-উরমি তব নয়নে বহে!
হিম-কর-শেখর-রমণি!
তব পদে প্রণাম জননি!

(পুনরায় অন্য দিকে দেখিয়া) অহো ! এই সকল কলহংস-শোভিত শ্বেত পদ্মপূর্ণ সরসী আমার চিত্তকে সরস করিতেছে। (পুনরায় সকৌতুকে) এ কি ! নলিনীবনবিহারিণী সহচরীকে পরিত্যাগ করিয়া এই কলহংসশাবক আম্রবৃক্ষের শাখান্তরাল অনুসরণ করিতেছে কেন ? (কর্ণদান করিয়া) মদকল করীর কনকশৃঙ্খলের মণিধ্বনির ন্যায় কি এক মনোহর শব্দ শুনা যাইতেছে যে ! (চিন্তা করিয়া) নিশ্চয়ই এ রাজহংসের শিঞ্জিতাপহারী মঞ্জীরের গুঞ্জনধ্বনি। অবশ্যই কোন পুরাঙ্গনা চণ্ডিকামূর্ত্তি দর্শন করিতে আসিতেছেন। তবে আমাদের ওদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত নহে। পরস্ত্রী হইতে পারে এরূপ আশঙ্কাও রঘুগণের সঙ্কোচের কারণ।

(নেপথ্যে। ভর্তৃদারিকে ! এদিকে, এদিকে।)

রাম। এ কি ! রাজকুমারী না কি ? তবে আমি দেখি।

(অবলোকন করিয়া সহর্ষকৌতুকে)

কি সুন্দর তনুখানি যাইতেছে দেখা,
নিকষে কষিত যেন কাঞ্চনের রেখা !
কনককদলীপ্রায়, অঙ্গুলি তাহে ভায় ;
দ্রবহরিদ্রার বর্ণ, কান্তিতৈলে পরিপূর্ণ,
কে এ বালা জ্বলে যেন কামের ভবনে,
ক্রীড়াসৌধশিরে দীপ, হেন হয় মনে।

(সীতা ও সখীর প্রবেশ)

সীতা। ওলো ! দেখ্, দেখ্, আজ মন্মথ যেন স্বয়ং এসে এই উদ্যানটী অলঙ্কৃত করেছেন তাই এত অধিক সুন্দর দেখাচ্ছে।

সখী। তাই বটে, অনিন্দ্যাঙ্গি !

রাম। সর্ব্বানিন্দ্যাঙ্গী বলা উচিত। ইঁহার—

অধর বাঁধুলী সম ভায় ;
আঁখি শ্বেতকেতকীর প্রায় ;
গণ্ডদ্বয় মধূকের কলি ;
দাড়িমের বীজ দন্তাবলি ;
কি কহিব এ বালার আস্য
বিকচপঙ্কজে দিল দাস্য।

(পুনরায় নিরীক্ষণ করিয়া)

অহো! এই সুন্দরীর প্রকৃতির সুন্দর বস্তুগুলির প্রতি কি উচিত ব্যবহার চাতুরী! এ—

চরণের তলে দলে রক্তপদ্মশোভা ;
করে ধরে অরুণিম নবপত্র আভা ;
প্রবালের কান্তি পান করে ওষ্ঠাধরে ;
হাস্য-জোছনায় উপহাসে শশধরে।

সখী। ভর্তৃদারিকে! এই সেই চণ্ডিকামূর্ত্তি।

সীতা। (অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া) দেবি! ইন্দুমৌলির দেহার্দ্ধধারিণি! ত্রিভুবনগৃহবাসিনি! তোমাকে নমস্কার।

সখী। প্রণামবাক্যগুলি উপযুক্ত হইয়াছে।

সীতা। (প্রণয়কোপের সহিত) মিছা বকিস্ নি!

সখি। (অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া)

ইন্দুমণিদাম সম কোমল-অঙ্গিনি!
ইন্দুমুকুটের অঙ্কপর্য্যঙ্কশায়িনি!
ইন্দুমুখী মম সখী যেন গো অচিরে,
ইন্দুসম চারুবরে মাল্যদান করে।

রাম। একি! ইহার সখীটি যে ইহার বিবাহের জন্য উৎসুক হইয়াছে। তাহা উচিতই বটে, কারণ কন্যাটী বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হইয়াছে,—

বাল্য অতিক্রান্ত, এই আসে তরুণিমা ;
মুগ্ধভাব গেল, এই এল চতুরিমা,
এখনো যৌবন স্পর্শ করেনি শরীর ;
ধন্য মদনের এই রহস্য গভীর।

সখী। অয়ি দেবি! আমার সখীর মনোরথ সত্বর পূর্ণ করুন। ইনি যেন উৎকণ্ঠিত হইবার অবসর না পান।

সীতা। (প্রণয়কোপের সহিত) উৎকণ্ঠিত হইব কেন ?

লক্ষ্মণ। অয়ি রাজহংসকন্যে! উৎকণ্ঠিত হইতেছ কেন? তোমার কান্ত ঐ আম্রবৃক্ষের অন্তরালে।

সীতা। ওলো! করিশাবকের কণ্ঠধ্বনির মত এ কাহার কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে? আয় নিরূপণ করি।

রাম। (সবিষাদে) এ যে লতার অন্তরালে গেল!
(লতার প্রতি)

অয়ি লতে, লজ্জা নাহি হল তোর চিতে,
তরলনয়নাটীরে গোপন করিতে ?
স্তন যার জিনিয়াছে স্তবকের শোভা,
অধর জিনেছে তোর কিসলয় আভা।

(পুনরায় সহর্ষে)

শ্যামকান্তি কদলীদলের অন্তরালে,
দেখা দিয়া এই বালা মোহিছে আমারে,
নবমেঘ অন্তরালে চন্দ্রকলা যথা
মুগ্ধ করে সুধা ঢালি ক্ষুধিত চকোরে।

(পুনরায় কদলীর প্রতি)—

হে হেমকদলীলতে ! ইচ্ছা তব আছে,
মৃগাক্ষীর উরুশোভা করিতে সঞ্চয় ;
রাখ তবে ধরে এরে কিছুক্ষণ কাছে,
পরিচয়ে নারীকলা চিরস্থায়ী হয়।

সীতা। ওলো ঐ যে ছেলেটী দেখা যাইতেছে ও কে ? সোণার মত বর্ণ, কর্ণপূরে ময়ূর পুচ্ছ, শিশুর মত সরল চাহনি। ওকে দেখে বাৎসল্যে আমার হৃদয় সিক্ত হইতেছে, যেন ও আমার নিজের ছেলে।

লক্ষ্মণ। অহো ! ইনি কে ? ইঁহার প্রতি আমার মন যেন জননী সুমিত্রারই প্রতি ধাবিত হইতেছে।

সীতা। ওলো ! একে দেখিয়া আমার বাছা উর্ম্মিলাকে মনে পড়িতেছে।

সখী। (হাসিয়া) এ নিশ্চয়ই এমন কোন ব্যক্তির "বৎস" সম্বোধনের পাত্র, যাহাকে দেখিয়া আমার তোমাকে মনে পড়িবে। তবে একেই জিজ্ঞাসা করি। (পরিক্রমণ করিয়া) ওগো রাজকুমার ! তুমি কে, ছেলে মানুষ একাকী এই বনভূমিতে বিচরণ করিতেছ ?

লক্ষ্মণ। ধিক্ মূর্খ ! আমার অগ্রজ রামচন্দ্র আমার রক্ষাকর্ত্তা হইয়া নিকটে বর্ত্তমান রহিয়াছেন তবু তুমি আমাকে একাকী বলিতেছ ?

সখী। (সহর্ষে) তবে এখন মনোরথ বৃক্ষে ফুল ফুটিল।

সীতা। ওলো ! আমাদের আর এখানে থাকিয়া কাজ নাই। চল্ ঘরে যাই। (কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া) ওলো ! একটা কথা ভুলিয়া গিয়াছি। যে আম গাছটার সঙ্গে আমার জননীরা বাসন্তী-লতার বিবাহ দিবেন মনে করিয়াছেন, সেটীকে দেখিতে হইবে যে।

রাম। (সহর্ষে)—

মম চিত্তকুমুদের পূরণিমা রাতি,
এই যে আসিছে পুনঃ প্রকাশিয়া ভাতি।

(নিরীক্ষণ করিয়া)

নেত্রদ্বয় যেন বিকশিত নীলোৎপল,
পূর্ণচন্দ্রমার দ্যুতি বদন প্রকাশে ;
কুচদ্বয় যেন অর্দ্ধমীলিত কমল,
অন্ধকার-শোভা ধরে ঘন কৃষ্ণকেশে।

সখী। এই সেই আম্রবৃক্ষ আর এই সেই বাসন্তী লতা। (তন্নিকট গমন)

রাম। এরা নিকটেই আসিতেছে যে, তবে একটু সরিয়া যাই।

সীতা। (সহকার শাখা হস্তে লইয়া সকৌতুকে) ওলো! দেখ, দেখ, রেখা আঁকা এই কোমল পাতাগুলি দেখিয়া মনে হইতেছে কোন রসিকপুরুষ নিজের হস্তদ্বারা চূতলতাটিকে সম্ভাবিত করিয়াছেন, অথবা যেন স্বয়ং মন্মথই আপনার চপলতায় আশঙ্কিত হইয়া এইরূপ করিয়াছেন।

রাম। আপনি এইরূপ ভাবিতেছেন কিন্তু আমি অন্যরূপ ভাবিতেছি।

নিজ চাপ ভাবি' কাম তব তনুলতা,
মুঠায় ধরিয়াছিল কটিখানি ক্ষীণ ;
ত্রিবলিতে অঙ্গুলির সন্ধিরেখা তাই,
ত্রিভুবন বিজয়ের চিহ্ন যেন তিন।

সখী। ভর্তৃদারিকে! এই বাসন্তীলতা। ইহাও দেখ,—

বাসন্তীর রসবিন্দু করিতেছে পান,
হেথা ইন্দিন্দিরগণ পূরি' নিজ আশ ;

মন্দ মন্দ ধায় ছাড়ি' অরবিন্দদলে,
চিরদিন যার মাঝে করেছিল বাস।

সীতা। (উক্ত শ্লোক পাঠ)

রাম। এখন লতান্তর বর্ণনার প্রয়োজন কি? ইনিই ত—

ছাড়িয়া শৈশব দশা শীতের জড়তা,
উপনীতা যৌবনের বসন্তে এখন;
রম্যতম এবে এণাক্ষীর তনুলতা,
যাহে স্তন পুষ্পগুচ্ছ হৃদয়রঞ্জন।

সখী। ভর্ত্তৃদারিকে! দেখ এই বাসন্তীলতা স্বয়ং আমের চারাটীকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইয়াছে।

সীতা। (প্রণয়কোপের সহিত) মিথ্যা কি বকিতেছিস্? এই আমি তোর নিকট হইতে অন্যত্র চলিলাম।

রাম। অমলমৃণাল নাল সুন্দর কপোল,
সলীল-নলিননীল নয়ন বিলোল;
বিকসিত অশোকের মত বাহুশোভা,
মদচঞ্চলতা এর বড় মনোলোভা।

সীতা। (অবলোকন করিয়া সকৌতুকে) ওমা!
বিকসিত পদ্মপলাশ সম শ্যামল,
মহেশমৌলিশোভী সোম সম কোমল;
লতাগৃহে কে ইনি কামরূপখণ্ডন,
ভুলালেন আঁখি মম শিখণ্ডমণ্ডন!

সখী। ভর্ত্তৃদারিকে! লতা অবলোকন হইতে বিরত হইলে কেন বল দেখি?

সীতা। (পুনরায় পূর্ব্বোক্ত গাথা পাঠ।)

সখী। ভর্ত্তৃদারিকে! দেখ,

বিকসিত কমলপলাশপুষ্পভ্রমে,

এই অলি তব আঁখি সন্নিকটে ভ্রমে।

সীতা। (সহর্ষে আত্মগত) চোখে ভ্রমর বসিলেও কথাটী শুভসূচক।

রাম। (আশঙ্কার সহিত)

তরলাক্ষী স্নাত মোরে করে নেত্রপাতে,

সুধাসাগরের যেন উরমি আঘাতে;

এ মুহূর্ত্ত হ'ক নিত্য,—

(চিন্তা করিয়া সবিষাদে)

তা কি কভু হয়?

মধুরবিধুরমিশ্র বিধি-সৃষ্টি চয়।

[চেটীর প্রবেশ]

চেটী। ভর্ত্তৃদারিকে! ভগীঠাকুরাণীরা বল্লেন যে জানকীকে শীঘ্র গৃহে আনিয়া বিচিত্র আভরণে সাজাইয়া দাও, আমরা আনন্দের সহিত তাহার বদনারবিন্দ দর্শন করিব।

সীতা। আমার জননীরা স্নেহে জ্ঞান হারাইলেন নাকি?

চেটিকা। ভর্ত্তৃদারিকে! তোমার মায়েরা জ্ঞান হারাইয়াছেনই বটে।

সীতা। কেন, আমার জননীরা জ্ঞান হারাইয়াছেন কি রকম?

চেটিকা। তাঁহারা তোমার সহজ লাবণ্যকে আবার বেশভূষায় অলঙ্কৃত করিতে চাহেন। তাই বলি,—

ওলো তোর মুখছাঁদ

যেন পূর্ণিমার চাঁদ;

দশন কিরণ রাশি

যেন জোছনার হাসি;

পদ্মপত্রে দুগ্ধধারা,

তোর নয়নের পারা ;—

তেমনি তরল মিষ্টি

তোর সুকোমল দৃষ্টি।

তবে এস এখন ঘরে যাই।

রাম। (সবিষাদে) সুন্দরী আমার নয়ন পথ অতিক্রম করিলেন নাকি? (পুনরায় আশার সহিত)

আবার আমার নেত্রে যেন আবির্ভূতা

হন এই নারী অপরূপরূপযুতা;

দিবসে বিলুপ্ত যথা চাঁদের কিরণ,

রাত্রিতে চকোরে পুনঃ দেয় দরশন।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! ইনি দেখা দিতেছেন।

রাম। (সহর্ষে স্বগত) কি প্রেয়সী পুনরায় আসিলেন নাকি? (অবলোকন করিয়া) না, তবে নিশ্চয় অন্য কোন বস্তু লক্ষ্য করিয়া বৎস একথা বলিয়াছেন। (উচ্চৈঃস্বরে) কে দেখা দিতেছেন?

লক্ষ্মণ। স্মরচাপযষ্টিজয়ী সুধাকর শোভা,

প্রকাশি আকাশে, সহ তারকার মালা,

রাগগরিমায় সন্ধ্যা ধরি রক্ত আভা,

দেখা দেন যেন কোন পতিরতা বালা।

রাম। বৎস! এইরূপই বটে। যেন—

ফুটাইয়া নিখিল কমল ত্রিভুবনে,

জলধির গর্ভে এবে পশিছেন রবি;

হরিনাভিসুপ্ত কমলের জাগরণে

কুতূহলী হয়েছেন, মনে এই ভাবি।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! দেখুন, গগনাভোগ যেন কিঞ্চিৎ মুকুলিতরাগ হইয়া গেল।

রাম। হাঁ। এখন—

বন্ধকীগণের প্রিয় অন্ধকারচয়,
পূর্ব্বদিক এইবার করেছে আশ্রয়;
স্বৈরিণীগণের বৈরী শশিকরগুলি,
পশ্চিমের দিকে এবে ছুটিয়াছে মিলি';
তাই অর্দ্ধশ্যামোপল, অর্দ্ধেক স্ফটিক,
দেখা যায় মধ্যাকাশ, মনে হয় ঠিক;
যেন দুই জলরাশি গঙ্গা যমুনার,
মিলিয়াছে পরস্পর গগনমাঝার।

(পুনরায় সহর্ষে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক)

জয় জয় সুধাংশুর বপু মনোহর,—
চক্রবাকী হৃদয়ের কণ্টকনিকর;
চকোরললনাচঞ্চুকপাটকুঞ্চিকা;
দগ্ধস্মরবিটপীর নবীনকলিকা;
আর্দ্র অপরাধীদের প্রেয়সীর মান
ভাঙ্গিতে উদ্দাম গজ-অঙ্কুশ সমান।

লক্ষ্মণ। ত্রিপুরারিশীর্ষশোভি গঙ্গার মৃণাল,
মদনবধূর সীধু-ভৃঙ্গারের নাল,
কর্পূরের চূর্ণচয়; ক্ষীরাব্ধির বন্ধু,
গগনকমলপত্রস্থিত বারিবিন্দু,
চন্দ্রমার খণ্ড করে জগৎ মণ্ডন;
কাহার না হবে ইহা হৃদয়নন্দন?

রাম। বৎস! আর অধিক কথায় কাজ নাই, চল ভগবান গাধিনন্দনের সায়ংকালীন দেবার্চ্চনার উপযুক্ত কুসুম উপহার লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হই।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

তৃতীয় অঙ্ক

(বামনকের প্রবেশ)

বামনক। (নিজদেহ দর্শনপূর্ব্বক সবিস্ময়ে—) অহো! আমার দেহ কি উন্নত! এরূপ উন্নত শরীর লইয়া সঞ্চরণ করিলে দ্বারশিখর ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা। অতএব কুব্জ হইয়া গমন করি।

(কুব্জকের প্রবেশ)

কুব্জক। বয়স্য বামনক! এক্ষণে তুমি সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলে।

বামনক। কিরূপে?

কুব্জক। প্রথমে কেবল বামন ছিলে, এক্ষণে কুব্জত্বও লাভ করিলে।

বামনক। আরে মূর্খ! আপনার কুব্জত্ব অপরে আরোপ করিতেছ? তুমিই ত কুব্জ। আমি কেবল দ্বারশিখর ভাঙ্গিবার ভয়ে কুব্জত্ব স্বীকার করিয়াছি।

কুব্জক। তোমার দেহের পরিমাণ ত এক বিতস্তি মাত্র। দ্বার-শিখরভঙ্গের সম্ভাবনা কোথায়? অরে অলীক বাচাল! কে তোমাকে বলিল আমি কুব্জ?

বামনক। দৃপ্তবৃষভককুতের ন্যায় তোমার পৃষ্ঠস্থিত মাংসস্তূপই বলিয়া দিতেছে।

কুব্জক। (হাসিয়া—) ওরে নির্ব্বোধ! এই মাংসস্তূপই যে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর উপাধানগেন্দুক।

বামনক। (সভয়ে—) অরে! আস্তে কথা কও। আমরা অন্তঃপুরচারী, আমাদের সৌভাগ্যবৃত্তান্ত শুনিলে প্রভু রাগ করিবেন!

কুব্জক। ভয় নাই! প্রভু এক্ষণে ধ্যানগৃহে।

বামনক। না না। অদ্য একজন মহর্ষি অতিথির আগমন হওয়ায়, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বাহ্যমণ্ডপেই অবস্থান করিতেছেন।

কুব্জক। হা হতোঽস্মি!

বামনক। ব্যাপার কি?

কুব্জক। প্রথমেই একজন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশে রাজা অক্ষিমীলন করিয়াই রাত্রি যাপন করিতেছিলেন। এক্ষণে আবার ইহাঁর উপদেশে অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিবেন। তাহা হইলে ক্ষপণকের কর্পট-পেটকের ন্যায় আমাদের আর প্রয়োজনই থাকিবে না।

বামনক। এ কথা সত্য বটে, যদি এই মহর্ষি আমাদের রাজাকে উপদেশ দিবার জন্য আসিয়া থাকেন। কিন্তু ইনি হরধনু দর্শন করিবার জন্যই আসিয়াছেন।

কুব্জক। এই মহর্ষির নয়ন ত হোমাগ্নির ধূমেই শ্যামলিত, ইহাঁর আবার হরধনু দর্শনের প্রয়োজন কি? ইহাতে আমি অনুমান করিতেছি ইনি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ।

বামনক। (হাসিয়া—) তোমার দেহের ন্যায় মনটী ও বক্র না কি? যে ইহাঁকে সত্যই ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ মনে করিতেছ।

কুব্জক। তাহাতে আমার মনে এক অনর্থের আশঙ্কা হইতেছে যে দীর্ঘকাল তপস্যায় কর্ষিত এই তীব্রদৃষ্টি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ আমাদের সরল প্রকৃতি রাজার রাজ্যটী লইতে আসিয়াছেন।

বামনক। পাপ শান্ত হউক! এরূপ জল্পনা করিও না। ইনি চির-তপস্যায় পরিতুষ্ট ব্রহ্মার কথায় ক্ষত্রিয়ত্ব পরিহার পূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন!

কুব্জক। দেহের ন্যায় তোমার বুদ্ধিটী ও বামন না কি ? যে এরূপ জনরবে প্রত্যয় জন্মে। যদি কাহারও কথায় ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইতে পারে, তবে তুমিও আমার কথায় ব্রাহ্মণ হইতে পার।

বামনক। অরে মূর্খ! তুমি গোমুখ, তোমার সহিত ভগবান চতুর্ম্মুখের কোন প্রভেদ নাই নাকি ?

কুব্জক। ইনি যদি শুদ্ধ ব্রাহ্মণই হইবেন তবে ইঁহার আবার চাপ-চিন্তা কেন ?

বামনক। কারণ আছে। ইঁহার পার্শ্বে দুইজন ধনুর্দ্ধারী ক্ষত্রিয়কুমার রহিয়াছেন তাঁহাদের চাপটী দেখাইবেন।

কুব্জক। তবে ইনি শুদ্ধাশয় ?

বামনক। হাঁ!

কুব্জক। তবে বল দেখি, ইহাঁর অলীক নিন্দাবাদে আমার পাপ উৎপন্ন হইয়াছে কি না ?

বামনক। পাপ বল কি ? মহাপাপ উৎপন্ন হইয়াছে।

কুব্জক। আরে মূর্খ! ধর্ম্মের তত্ত্ব জান না ? বৈবাহিকজনের প্রতি পরিহাস বচন পাপের কারণ হয় না।

বামনক। উনি তোমার বৈবাহিক আবার কিরূপে হইলেন ?

কুব্জক। আরে তা জান না ? ইঁহার ও দুই কুমার, আমাদেরও দুই কুমারী। তাহাতেই আমি ভাবিতেছি ইনি আমাদের বৈবাহিক হইবেন।

বামনক। (হাসিয়া—) আমাদের কি এমন পুণ্য ?

(নেপথ্যে।—

তাটঙ্কভূষণ, তাটকানাশন, কমললোচন রাম ,
অনুজ লক্ষ্মণ, শিখণ্ডমণ্ডন, দুইটি সুধার ধাম ;
সঙ্গে লয়ে এই যে আপনি,
আসিছেন বিশ্বামিত্র মুনি।)

বামনক। (সহর্ষবিস্ময়ে) অহো! সকল-লোক-ভীষণা বলিয়া বিশ্রুতা তাটকারাক্ষসীকে যদি ইনি বিনাশ করিয়া থাকেন, তবে ইঁহাদ্বারা হরচাপারোপণও সম্ভব। তবে কর্ণসুধারস ভর্ত্রীদের নিকট সমর্পণ করি।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

প্রবেশক

(রামলক্ষ্মণ সহ বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বামিত্র। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক.) রামভদ্র!—

দিতে চক্রবাকেরে আশ্বাস,
তারাগণে করিবারে গ্রাস,
ইন্দুরে করিতে পরিহাস,
দেখ রবি হতেছে প্রকাশ ;—
দিগ্বধূরা যাহে করে ন্যাস,
কুচকুম্ভ কুঙ্কুম নির্য্যাস ;
হেরি যারে পদ্মের উল্লাস,
কুমুদগণের হ'ল ত্রাস।

রাম। অরবিন্দগণ যাঁহার লালিত,
ত্রিভুবন যিনি করেন ক্ষালিত,
কোককুল সদা যাঁহার পালিত,
সেই সূর্য্যদেবে নতি শত শত।

বিশ্বামিত্র। (স্বগত) মৎকর্ত্তৃক উপনীয়মান রামচন্দ্রকে তিনি অচিরে জানকীদ্বারা সম্ভাবিত করিবেন কি ?

লক্ষ্মণ। আর্য্য! দেখুন—

নীরনিধি হতে উত্তোলন করি,
ত্রিলোকমণিরে প্রভাত যেমনি,

অম্বরের হাটে দেখাইল ধরি ;
ফুল্ল পদ্ম হস্ত প্রসারি অমনি,
পদ্মাকর ধরে লক্ষ্মীরে আপন,
দেখাতে তাহারে সমুচিত পণ।

বিশ্বামিত্র। (সহর্ষে স্বগত) অহো! বৎস লক্ষ্মণই আমার প্রশ্নের উত্তর দিল। বালকদিগের বচনে নিশ্চয়ই দেবতা অধিষ্ঠিত থাকেন।

রাম। (মুনির প্রতি) ভগবন্! বহু নরকরিতুরঙ্গম-তরঙ্গিত, এই রাজধানী তপোবনের ন্যায় প্রশান্ত ও পবিত্র বোধ হইতেছে কেন?

বিশ্বামিত্র। ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কি? এখানে যে জনক বাস করিতেছেন, ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য যাঁহার গুরু।

রাম। ইঁহাদের গুরু কি সেই ভগবান যিনি 'যোগীশ্বর' বলিয়া খ্যাত?

বিশ্বামিত্র। বৎস! তিনিই বটে,—

ভাস্কর কিরণ মাত্র করিয়া সেবন,
প্রবুদ্ধ হলেন যিনি কমল যেমন ;
যোগীশ্বর আখ্যা তাঁরে করিল আশ্রয়,
লক্ষ্মী যথা খুঁজে লন কমল আলয়।

তবে এস আমরা রাজভবনে যাই।

(নেপথ্যে। কুঙ্কুম রঞ্জিত বারি করুক সিঞ্চন ;
ভ্রমরমিলিত পুষ্প করুক বর্ষণ,
মুক্তামালা সুশোভিত রচুক অঙ্গন ;
নগরের পথে পথে পুরাঙ্গনাগণ।)

বিশ্বামিত্র। নিশ্চয়ই আমাদের অভ্যাগমনে আনন্দিত শতানন্দের এই বাক্যস্ফূর্তি। (অবলোকন করিয়া—) অহো! ইহার আহ্লাদের

মাত্রাতিশয্য দেখিতেছি। নগর পরিষ্কার কার্য্য পূর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়াছে, পুনরায় তাহারই আদেশ দিতেছে।

(শতানন্দের প্রবেশ)

শতানন্দ। ভগবন্! নমস্কার।

বিশ্বামিত্র। সৌম্য! আয়ুষ্মান হও।

শতানন্দ। ভগবন্! ঐ জনক রাজা আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

বিশ্বামিত্র। (অবলোকন করিয়া) উনি সেই জনক?—

অঙ্গে অঙ্গীভূত যাঁর দেহে তিনে মিলি,
বেদ, রাজ্যলক্ষ্মী, যোগবিদ্যা, করে কেলি—
ষড়ঙ্গ, সপ্তাঙ্গ, আর অষ্টাঙ্গ যা বলি।

(জনকের প্রবেশ)

কাঞ্চনের মত পশি' তপোবনে যিনি,
বর্ণোৎকর্ষ লভিলেন, সে কৌশিক ইনি?

(নিকটে আসিয়া) ভগবন্! আপনাকে এই প্রণাম, যে প্রণামে সমীহিত সম্পল্লতা সমুদ্গত হয়।

বিশ্বামিত্র। রাজর্ষি পৃথ্বীন্দ্র সীরধ্বজ! আপনার সমস্ত মনোরথ অপ্রতিহত হউক।

(যথাস্থানে উপবেশন)

জনক। ভগবন্! এক্ষণে ইন্দ্রের সহিত তুলনা করিলেও আমার অপমান করা হয়।

বিশ্বামিত্র। কেন?

জনক। এক্ষণে তাঁহার পদবী অতিক্রম করিয়াছি।—

নন্দনকাননজাত হে গাধিনন্দন!
হরিচন্দনের তরু কি আনন্দ দেয়?

মম হৃদে, বন্দি তব কমল চরণ,
তদধিক শতগুণে হ'ল সুখোদয়।

বিশ্বামিত্র। অহো! আপনার কি প্রণয়াতিশয্য! সহজ সুখ-সাগরে নিমগ্ন থাকিয়াও আমার সমাগমজনিত সুখশীকরের আদর করিতেছেন।

জনক। আমাদিগের ন্যায় রাজ্যানুরাগরতচিত্ত ব্যক্তির সহজানন্দ কোথা হইতে হইবে?

বিশ্বামিত্র। তা নয় রাজন্,—

কার্ম্মুকের জ্যাঘর্ষণ যাঁর করতলে;
কণ্ঠেতে ওঙ্কারধ্বনি হয়;
তেজঃ যাঁর প্রচণ্ডপ্রতাপ ভূমণ্ডলে,
জ্যোতিঃ যাঁর অন্তর আত্মায়;
সিংহাসনে হয় যাঁর রাজশ্রীপ্রকাশ,
পদ্মাসনে শান্তির বিকাশ;
নিমিকুলকুমুদ-নয়নানন্দচন্দ্র,
আপনি সে জনক নরেন্দ্র।

শতানন্দ। একথা সত্য। ইনি—

রাজহংস, সুখক্রীড়ারত, রাজ্যসরোবরে;
বিকসিত শতপত্র, যাহে শ্বেত আতপত্র;
ঊর্ম্মি যার চামরতরঙ্গ, বারাঙ্গনা করে;—
অথচ সতত ধীর, আত্ম মনোরথে,
চরেন যোগীন্দ্রচন্দ্রগম্য ঊর্দ্ধপথে।

লক্ষ্মণ। (জনান্তিকে) আর্য্য! ইনি রাজা হইয়াও ব্রহ্মবিদ্যা-কুশল, এই কথা ভাবিয়া আমার হৃদয়ে বিচিত্র ভাবের উদয় হইতেছে।

রাম। ইহাতে আর বিচিত্র কি ?—

ছত্রচ্ছায়া যে আলোক আবরিতে নারে,
মত্তগন্ধগজমদ পঙ্কিল না করে,
চামরের সমীরণে নির্ব্বাণ না হয়,
হেন দিব্য জ্যোতিঃ এঁরে সদা ঘিরে রয়।

বিশ্বামিত্র। আঙ্গিরস ! তুমি যে ইঁহাকে রাজহংস বলিলে তাহা যথার্থ। ইনি সকল কুবলয়ের শিরোভূষণ রাজহংস।

জনক। ভগবন্ ! এ আখ্যা আমা অপেক্ষা প্রাচীনদেরই শোভা পায়। আমি কতিপয় গ্রামটিকার স্বামী মাত্র আমার প্রতি প্রযুজ্য নহে।

বিশ্বামিত্র। তাহা নহে। —

পালন করেন বহুরাজা এ ধরার,
অবনীপতির যশঃ তোমারি কেবল ;—
জনক ! কনকগৌরী তনুজা তোমার,
ধরিত্রীর গর্ভজাত কে না জানে বল ?

জনক। ভগবন্ ! আপনি শত নূতন ভুবন নির্ম্মাণে নিপুণ, আপনার এ নূতন বচননিপুণতার কিঞ্চিৎ নিদর্শন মাত্র। আপনি সেই ব্যক্তি, যাঁহার—

মহাকোপারুণ নিজ নেত্রে করি' তুলি,
খপটে লিখন কালে সুরগণ ছবি :
সুধা আর লাক্ষারস রাখিবারে ঢালি,
পাত্র হ'ল পূর্ব্বসৃষ্ট শশী আর রবি।

শতানন্দ। রাজর্ষে ! সত্য বলিয়াছেন। উঁহার কথা কি বলিব ?—

স্বর্গলোক হতে যবে অবনীর তলে,
ত্রিশঙ্কুরে পদাঘাতে করিতে নিক্ষেপ,

কোপে বিকসিত হ'ল ইন্দ্র পদাম্বুজ ;
তখনি নূতন স্বর্গ সৃজিবেন বলে,'
হ'ল এঁর অভিলাষ সদ্য বিকসিত ;
আবার যখন সব সুরগণ মিলি,
মুকুলিত করপদ্মে বাঁধিল অঞ্জলি,
অমনি সে অভিলাষ হল মুকুলিত।

লক্ষ্মণ। (জনান্তিকে) আর্য্য! ইঁহার তপস্তেজে ত্রিভুবন এরূপ প্রতাপিত হয়?

রাম। রাজর্ষির এই বৃত্তান্ত তুমি কি জান না?—
রুষ্ট দেবেন্দ্রের চরণ আহত,
অভিভূত হেরি ত্রিশঙ্কুরে অতি ;
কোপে অরুণিত ইঁহার নয়ন,
সন্ধ্যার সুষমা করিল ধারণ,—
করপদ্মরাজি করি মুকুলিত,
দেবগণ যবে করিলেন স্তুত।

বিশ্বামিত্র। রাজর্ষে! রত্নগর্ভার গর্ভসম্ভূতা আপনার কন্যারা আপনাকে অলঙ্কৃত করিতেছেন ত?

জনক। ভগবন্! আপনার প্রসাদে এক্ষণে জামাতৃরত্নও আমাকে অলঙ্কৃত করিবেন। (রামকে দেখিয়া সকৌতুকে) ভগবন্!—
জগৎজনের, মুগ্ধনয়নের,
উৎসবের কেন্দ্রীভূত ;
কে এই কুমার, সম্মুখে আমার
দেখিতেছি বিরাজিত?

মরকতমণি-বরণ-হরণ,
কলপতরুর চারা ;
তেমনি সুন্দর, প্রাণমনোহর,
চিত হ'ল মোর হারা।

শতানন্দ। ভগবন্! উটি বা কে ?—
নীলপদ্মকান্তি ওই বালকের কাছে,
স্বর্ণগৌরকান্তি শিশু যে বসিয়া আছে ?
সুন্দরীর ঘন নীল নয়নের কোলে,
যেন চম্পকের গুচ্ছ কর্ণ হ'তে দোলে।

বিশ্বামিত্র। উহাদের নাম রাম ও লক্ষ্মণ।

জনক। অহো! কর্ণামৃত।

শতানন্দ। (নিরীক্ষণপূর্ব্বক) ভগবন্!
পরস্পর স্ফুটস্নেহ এ দুটী শিশুর,
উদার সৌন্দর্য্য হেরি' হেন মনে হয় ;—
কৌস্তুভমণির সহ যথা সুধাংশুর,
উভয়ের মধ্যে কোন স্বজনতা রয়।

জনক। পরস্পরে স্ফুটপ্রেম এ দুটী শিশুর,
সহজ সৌন্দর্য্য দেখি, হেন মনে হয় ;—
পরমাত্মা সনে যথা মানব আত্মার,
আগুর সম্বন্ধ কোন উভমধ্যে রয়।

বিশ্বামিত্র। যোগীশ্বর-শিষ্য! এই সকল গভীর তত্ত্বামৃত-সরোবরে আপনারই মন নিমগ্ন হয়। আমি কিন্তু ইহাদের পরস্পর স্বজনতা বিষয়ে সাক্ষী আছি।

জনক। তবে কি ইহাঁরা দুই ভাই নাকি ?

বিশ্বামিত্র। হাঁ।

জনক। (সহর্ষে নিরীক্ষণ করিয়া—)

চম্পক-উৎপলজয়ী দেহের আভায়,
সুবর্ণ ও নীলপদ্ম সম মৃদু কায়,
চক্ষুর আনন্দ দানে পটু বিলক্ষণ,
লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণাগ্রজ, অতি সুলক্ষণ।

(পুনরায় রামকে দেখিয়া—)

অসীম-আনন্দদায়ী, চিত্তের রমণ,
ভবকথাপথাতীত পুরুষ পরম,
করি ধ্যান যত সুখ পায় মম মন,
প্রস্ফুটিত নীলোৎপলশ্যাম মনোরম,
এই বালকেরে হেরি নয়নের পথে,
সেই মত সুখোদয় হয় মম চিতে।

বিশ্বামিত্র। (স্বগত) এটা উপযুক্তই বটে। সুধাকর সকল লোচনের আনন্দকর হয় না। শঙ্কর শীর্ষশায়ী চন্দ্রের কথা স্বতন্ত্র। (প্রকাশ্যে) রাজর্ষে! সেটা এই সৌন্দর্য্যাতিশয়ের মহিমা।

জনক। ইহাঁরা কাঁহার শিরে পুত্রবানগণের মৌলিমাণিক্য স্থাপন করিয়াছেন?

বিশ্বামিত্র। হেরি যাঁর ক্রীড়ারতা কীর্ত্তি দিশি দিশি,
কুতূহলে সুরবালাগণ পরস্পর
বলাবলি করে,— "একি শীতাংশুর হাসি?
অথবা আকাশ গঙ্গা তরঙ্গ নিকর?
অথবা কেতক পুষ্প অঙ্কুরিত হয়?
কিম্বা সমুজ্জ্বল চন্দ্রকান্তমণিচয়?"

রাম। বৎস! নিশ্চয়ই এ আমাদের সকল গুণবিভূষিত পিতৃদেবের স্তুতি হইতেছে।

লক্ষ্মণ। পুনরায় হইবে না কি?

বিশ্বামিত্র। ভুজদণ্ডধৃত যাঁর কোদণ্ডলীলায়,
লুপ্ত হ'লে দৈত্যনারী-ভ্রূলতাবিভ্রম;
পৌলোমীর নখাঘাতক্ষত মাত্র তায়,
ইন্দ্রদেহলক্ষ্মীগাত্রে যুদ্ধচিহ্ন সম।

আরও—

সূর্য্যবংশ বিভূষণ মহামণিময়
মুকুটের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার,
সেই রাজা দশরথ; তাঁহার তনয়,
কামকান্তি এ দুটী কুমার।

জনক। (সহর্ষে—)

যাঁর বাহুযুগে শোভে জ্যাঘর্ষণজাত কিণাঙ্কশ্যামিকা,
পরাক্রমহৃতা যেন বৈরিললনার কজ্জলকালিকা,
যাঁর হস্তধৃতচণ্ডকার্ম্মুকের উচ্চ কোলাহল,
চিরস্থির করিয়াছে শত্রুরমণীর কাঞ্চী-কলকল?

আরও—

ইন্দ্রারির জয়লক্ষ্মী সহ মৌর্ব্বীলতা করি আকর্ষণ,
যাঁর ভুজদ্বয় ধনুসহ ভূবলয় করিলে ধারণ,
পৌলোমীর কুচকুম্ভে নব নখাঙ্ক দেখিয়া আখণ্ডল,
কোদণ্ড ধরেন,—নহে করে,—প্রেমালস মানসে কেবল;
সেই সূর্য্যবংশশিরঃকিরীটভূষণ,
অরুণ উৎপল সম রাজা দশরথ;

তাঁহারি কি এরা দুটী সুন্দর নন্দন,
শশীসম মুখপদ্ম বিজিতমন্মথ ?

বিশ্বামিত্র। হাঁ।

জনক। অহো রাজা দশরথের কি ধন্যতা, যাঁহার দুইটী তনয়ই দুইটী নয়নকে শীতল করে।

শতানন্দ। দুইটী দিক্ ও বটে।

বিশ্বামিত্র। চারিটী বলা উচিত।

শতানন্দ। তবে কি আরও দুইটী কুমার দশরথের অঙ্ক ভূষিত করিতেছেন ?

বিশ্বামিত্র। হাঁ, তাঁহাদের নাম ভরত ও শত্রুঘ্ন। তাঁহারা রাম লক্ষ্মণেরই প্রতিবিম্ব স্বরূপ।

শতানন্দ। ইহারা সকলেই তবে ঋষ্যশৃঙ্গের চরুভাগের ফল ?

জনক। দশরথের ভাগ্যেরও বটে।

বিশ্বামিত্র। তাহাই বটে। রাজা দশরথ ভাগ্যবানগণের শেষসীমা স্বরূপ।

জনক। মহাত্মাদেরও বটে।

বিশ্বামিত্র। তবে আমি আর কি বলিব ? আপনাদের দুইজনের মহিমার আপনারাই সাক্ষী।

জনক। রাজা দশরথের মহিমার বিস্তার অনুভব করিতে আমি কে ? মহাসাগরের নিকট পুষ্করিণী !

বিশ্বামিত্র। বিনয়মধুর-প্রকৃতি ব্যক্তিগণের আত্মমহিমা খর্ব্বকারী বাক্যগুলি সত্য না হইলেও অত্যন্ত সুশোভন। অথবা আপনার বাক্য উচিতই হইয়াছে, কারণ—

ইন্দুসমচারুমূরতি রামের
রাজা দশরথ জনম-দাতা ;

লোক লোচনের স্নান-সুখকর
কুমুদিনী তব তনয়া সীতা।

লক্ষ্মণ। (জনান্তিকে) আর্য্য! কুমুদিনীর দৃষ্টান্ত দিয়া ভগবান কি এক অভিপ্রায়ের সূচনা করিতেছেন।

রাম। (সপ্রণয়কোপে) অলীক আলাপে প্রয়োজন নাই।

জনক। (স্বগত) এইরূপ বচনভঙ্গীদ্বারা মুনি কিছু সূচনা করিতেছেন নাকি? ইনি কি আগ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া হরধনুর কথা বিস্মৃত হইলেন? (প্রকাশ্যে) ভগবন্! আপনার এই বক্র অথচ কমনীয় বচনবিন্যাস দ্বিতীয় হরকার্ম্মুকের ন্যায় আমাকে কৌতুকযুক্ত করিতেছে।

বিশ্বামিত্র। (স্বগত) ইনি বচনপরিপাটিদ্বারা হরচাপারোপণের কথা উত্থাপন করিতেছেন না কি? হউক। (প্রকাশ্যে) রাজর্ষে! ভাল মনে করাইয়া দিয়াছেন। বৃষকেতুর কার্ম্মুকদর্শনের জন্য আমার কৌতূহল হইযাছে। তবে উহা আনয়ন করিবার আদেশ করুন। অথবা অন্য লোকের প্রয়োজন কি? এই রামভদ্রকেই আদেশ করুন।

জনক। (সবিস্ময়ে) আপনি মুগ্ধের মত এই দুগ্ধমুখ রামকে হর-কার্ম্মুক আনয়ন করিবার জন্য আদেশ করিতেছেন না কি? আপনি কি জানেন না?—

এই সেই মহাধনু দুর্ব্বিগাহ অতি,—
হিমগিরিময় তনু বিস্ময়দায়ক;
মৌর্ব্বী যার হয়েছিল দর্ব্ব-করপতি;
সায়ক যাহার সিন্ধুসুতার নায়ক;
হরের দোর্দ্দণ্ডবলে হ'লে ও নমিত,
সকল কার্ম্মুক মধ্যে আছে সমুন্নত;

ত্রিপুরললনাদের বাষ্পাম্বুবর্ষণে,
হয়েছিল একাকার ইন্দ্রধনু সনে।

বিশ্বামিত্র। জানি,—

সেবাতরে সমাগত খেচরগণের,
চামরের বায়ুপানে পীন জ্যাপন্নগ,
আকৃষ্ট হইল যবে শঙ্করের করে;
শৈলেন্দ্র-নিৰ্ম্মিত ধনু, কুঞ্চিত-শরীর,
তুহিনের রাশি ঢালি, শ্রম নিবারণ
করিল তখনি, সেই ত্রিপুর-অরির।

জনক। তবে ইহাকে আনয়ন করিবার জন্য রামকে আদেশ করিতেছেন কেন?

বিশ্বামিত্র। কেবল আনয়ন জন্য নহে, পরন্তু আনমন জন্য।
(রামের প্রতি) বৎস! পরিকর বদ্ধ কর। আর এই—
মারীচে মারিতে, সুবাহু নাশিতে, তাটকা শাসিতে, পটু তব চাপ;
অপহ এক্ষণে, কুমার লক্ষণে, সবার ঈক্ষণে, দেখাও প্রতাপ।

জনক। অসম্ভব ব্যাপার উদ্ভাবন করিতেছেন যে!

বিশ্বামিত্র। আপনি জানেন না না কি? ইনি,—

আমারি নিকটে শিখি ধনুর্ব্বেদ ক্রমে,
নিশাচরগণে পীড়ি' বাণ বরিষণে;
গুরু দক্ষিণার ছলে, দক্ষতা বিক্রমে,
মুখ রাখিলেন মম মখের রক্ষণে।

জনক। (চিন্তা করিয়া নিঃশ্বাসত্যাগ পূর্ব্বক) তা বটে, কিন্তু—

মারিচাদি রাক্ষসের চূড়ামণি প্রভা,
যাঁর পাদপীঠ চুম্বি করে ঝলমল;

শশাঙ্ক-মুকুটাচল-চালক যে বীর ;
বিফল হইল হেথা তাঁরো ভুজবল।

বিশ্বামিত্র। ইহাতে আর কি হইল? সেই জন্যই ত রামকে আদেশ করিতেছি। (রামের প্রতি) বৎস! উঠ; চন্দ্রমুকুটের কার্ম্মুক আরোপণে সামর্থ্য দেখাইয়া আমাদিগকে প্রীত কর।

জনক। (স্বগত—)

নিষ্কলঙ্ক তপঃশ্রী যাঁহার খ্যাত এই সমস্ত জগতে,
কেমনে সে গাধিতনয়ের বৃথা হবে চিত্তের আগ্রহ?
কিন্তু শিশু রাম, ভীমকায় হরধনু পারে কি তুলিতে?
এই ভাবি মুহুর্মুহুঃ রহে চিত্ত মম দোলায় দুলিতে।

(পুনরায় পৃথিবী অবলোকন করিয়া—)

রতি সম তোমার নন্দিনী,
সর্ব্বজন নেত্র আনন্দিনী ;
রতিপতি সম রূপসার
অপরূপকান্তি এ কুমার।
হয়ে ধনু এঁর হস্তগত,
যদি হয় পুষ্পধনু মত,
তবে সর্ব্ব অংশে মিলে যায়,
কুসুমশরের সম্প্রদায়।

শতানন্দ। রাজর্ষে! মূঢ়ের মত মুহুর্মুহুঃ কি দেখিতেছেন? মহর্ষি-বাক্যের অনুবর্ত্তন করুন।

জনক। (প্রকাশ্যে) অনুবর্ত্তন করিলাম।

(রামের প্রতি) বৎস! গুরুর আদেশ পালন কর।

রাম। (উঠিয়া পরিকর বন্ধন)

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতীহারী। মহারাজের জয় হউক! কে এক জন ব্রাহ্মণ আপনার দর্শনলাভার্থে দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে প্রবেশ করাইব কি ?

জনক। আঃ! ইহাও কি জনককে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ?

প্রতীহারী। তাই হউক। (বাহিরে গিয়া ব্রাহ্মণসহ পুনঃ প্রবেশ)

জনক। ব্রাহ্মণ! প্রণাম।

মুনি। রাজন্! আপনার সুমতি হউক।

জনক। (স্বগত) এ আশীর্বাদ-পদ্ধতি অন্যরূপ দেখিতেছি যে! হউক। (প্রকাশ্যে) মুনে! এই স্থলে আসন গ্রহণ করুন।

মুনি। আমি সন্দেশবহ মাত্র।

জনক। কাহার, ও কিরূপ সন্দেশ, বলুন।

মুনি। নিখিল নৃপ-ললনা-নয়ন-কজ্জল,
কালকূট সম, করি, সমুদায় পান,
স্ফীতযশঃঅট্টহাসে ত্রিলোক উজ্জ্বল
করিল যে, চণ্ডীশের সেবক প্রধান,
বিখ্যাত সে জামদগ্ন্যপরশু ভীষণ,
পাঠাইল তোমা প্রতি এই সম্ভাষণ।

জনক। (স্বগত) অহো! গর্ব্বাঙ্কুরের কি বক্রতা! হউক। (প্রকাশ্যে) সেটা কি ?

মুনি। "কোন নরপতিশিশুকরে, কন্যা দিয়া দীর্ঘজীবী হও;
হরধনু ক্ষণ পাপের সঙ্কল্প হইতে ফিরে যাও।
নতুবা কলঙ্কপঙ্ক তব ক্ষালনের আছে অন্য বিধি,—
মম ধারাবারিপূর্ণ হ্রদে অবগাহ, বিশাল-পরিধি।"

জনক। (হাসিয়া) তবে আমারও প্রতি-সন্দেশ তাঁহাকে বলিবেন।

মুনি। তাহা কি রূপ ?

জনক। হে জামদগ্ন্যপরশো ! তুমি মিত্র মম ;
প্রতিশ্রুতিমত কন্যা করিতেছি দান ;
জামাতা ধূর্জ্জটিধনু ধারণে সক্ষম ;
ধারাজল ঢালো আসি' তাঁর সন্নিধান।

মুনি। তথাস্তু। (নিষ্ক্রান্ত)

জনক। আঙ্গিরস ! এই জামদগ্ন্যের কোপাগ্নি স্ফুলিঙ্গের উপক্ষেপ।

শতানন্দ। ইহাতে আর কি ? রাম অতি গভীর ভুজবলসরোবরের কৈরববন সদৃশ !

বিশ্বামিত্র। রাজর্ষে ! ঐ যে সহস্রাধিক মণিময় কিরীট ভূষিত ব্যক্তি চারিদিকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, উঁহারা কে ?

জনক। এঁরা নানা দিগন্তের পৃথ্বীপতি সবে,
হরকার্ম্মুকের কাছে নত পরাভবে ;
কিছু দিন দয়া করি' আমার আলয়ে,
ল'তেছেন রাজপূজা সবে তুষ্ট হয়ে।

বিশ্বামিত্র। বৎস রামভদ্র ! তবে ইঁহাদের সাক্ষাতে আমাদের কৌতূহল পূর্ণ কর।

রাম। (বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করিয়া নিষ্ক্রান্ত)

জনক। আঙ্গিরস ! বৎস রাম জনতার মধ্যে বিচরণে অনভ্যস্ত, তুমি উঁহার সঙ্গে যাও, আর কঞ্চুকীকে আদেশ কর, কমলমালা হস্তে জানকীকে স্বয়ংবর সভাঙ্গনে নামাইয়া আনে।

শতানন্দ। তথাস্তু। (নিষ্ক্রান্ত)

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)।

কঞ্চুকী। মহারাজের জয় হউক! মহারাজের আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে।

বিশ্বামিত্র। (অবলোকন করিয়া সহর্ষে) রামচন্দ্রের যশঃ পতাকার কেতুদণ্ড স্বরূপ হরকোদণ্ড উত্থিত হইয়াছে যে! (পুনরায় সবিস্ময়ে) অহো!—

এই শিশু রাঘবের করে,
হরচাপ নমিত লীলায়;
চারিদিকে আকাশে সুদূরে,
গুণের নির্ঘোষ শুনা যায়।

লক্ষ্মণ। ভগবন্! ঠিক বলিয়াছেন। সেইরূপই বটে।

দশদিক্ পূর্ণ হ'ল জ্যাঘাতনির্ঘোষে, প্রতিধ্বনি*যার,
পুরারি-কার্ম্মুক-বেশী অচলরাজের গুহায় গুহায়;
মৌর্ব্বীভূত বাসুকী বদন শ্রেণী যেন, করিতে প্রচার
আর্য্যের যশঃ প্রশংসা, উচ্চরবে উচ্চারিয়া গায়।

জনক। আঃ! দশদিক্ পূর্ণ কি বলিতেছ?—

হরচাপমৌর্ব্বী হ'তে উত্থিত নির্ঘোষে,
প্রতিজ্ঞা ও ইচ্ছা মম পূর্ণ অবশেষে।

প্রতীহারী। (কঞ্চুকীর প্রতি) আর্য্য! দেখ দেখ কৌতুক! সীতা ও রাম মিলিত হইয়া হরচাপারোপণ সম্পূর্ণ করিতেছেন!

কঞ্চুকী। কৌতূহলের সহিত) কি রকম? (চিন্তা ও হাস্য করিয়া) ওঃ বুঝিয়াছি।—

চণ্ডীশের চাপ করপল্লব লীলায়,
দশরথসূনু যেই কৈল আকর্ষণ;

রসসরোবরজাত কুবলয় শ্যাম
কটাক্ষের শর সীতা করিল যোজন।

লক্ষ্মণ। ভগবান্! অতি অদ্ভুত ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইতেছে। এই—
মুরারির নিদ্রাভঙ্গ করিয়া আরাবে,
বাহুবলশালীদের দর্প করি' ম্লান,
ছেদি দিগ্‌গজের কর্ণ সঞ্চালন কলা,
কম্পিত করিয়া ধরাধারী কূর্ম্মরাজে,
আর্য্যের প্রশংসারবে ভরিয়া ভুবন,
প্রলয় মেঘের নাদে করিয়া ধিক্কার,
আকর্ষণে হরচাপভঙ্গ সমুদ্ভব,
আবির্ভূত বিশ্বব্যাপী ভীষণ টঙ্কার।

প্রতীহারী। কি ভীষণ মড়মড় টঙ্কারের ধ্বনি,
উঠিতেছে ভজ্যমান হরধনু হতে;
লঙ্ঘিতেছে ত্রিভুবন ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া,
জাগাইয়া সুপ্তসিংহে গিরিগুহাশায়ী,—
যার কণ্ঠ হতে উঠি' ঘোর প্রতিরব,
পূরিছে পৃথিবী পুনঃ হুঙ্কার নাদে!

কঞ্চুকী। কৌতুক দেখ—
ক্রীড়ায় ভাঙ্গিয়া হরধনু, সীতার্পিত পদ্মমালা গলে,
ব্রীড়াবিবর্ত্তিতমুখে রাম দাঁড়ালেন আসি' সভাস্থলে;
শৃঙ্গারশ্রী-বীরশ্রী-মণ্ডিত রূপ হেরি' নৃপদের চিত,
ক্রোধ-হর্ষ-বিষাদ-বিস্ময় উর্ম্মিচয়ে হ'ল আন্দোলিত।

(শতানন্দের প্রবেশ।)

শতানন্দ। রাজর্ষে! বিষণ্ণই হউন আর প্রসন্নই হউন, যথাদৃষ্ট বর্ণনা করিতেছি।—

ললিত অঙ্গুলি দিয়া আকর্ণ কষিতে, ধূর্জ্জটির ধনু
হল ভগ্ন, কিন্তু রাঘবের ভ্রূভঙ্গ না হল একবার ;
কণ্ঠে নাহি হল শ্রুত অহঙ্কারধ্বনি, কিন্তু দীর্ণ ধনু
হতে উচ্চ টঙ্কারনির্ঘোষ জগত করিল শব্দাকার।

জনক। বৎস রামভদ্রকে এরূপ সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে দেখিয়াও নিবারণ করিলে না কেন ?

শতানন্দ। কি করিয়া নিবারণ করিব ?—

যেমনি বৎসের শোণাব্জসদৃশ
কুঙ্কুম লাঞ্ছিত কর কিসলয়,—
যাহে শোভমান কৌশল্যা অর্পিত
অতি মনোহর মঙ্গল বলয়,—
কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইল, অমনি
চণ্ডীশচাপের বিদারণধ্বনি,
মহাসাগরের বারিরাশি সম
করিল নিমগ্ন নিখিল অবনি।

জনক। তবে আর কালাতিপাতের প্রয়োজন নাই ; রামের সহিত জানকীর করমিলন জন্য ভগবান বিশ্বামিত্রের অনুমতি ভিক্ষা করা যাউক।

শতানন্দ। হরধনুবিদারণে হ'ল সম্পাদন,
জানকী রামের স্বতঃ করের মিলন।

তবে উর্ম্মিলা ও লক্ষ্মণের জন্যই ভগবানের অনুমতির প্রয়োজন।

বিশ্বামিত্র। (হাসিয়া) তাহাই হউক, পরন্তু—

রামভদ্র অভিলাষ করিছেন ভ্রাতৃগণসহ,

জনকের কন্যাগণে এক কালে করিতে বিবাহ।

জনক। (সহর্ষে) ভগবান কি তবে ভরত শত্রুঘ্নের সহিত মাণ্ডবী শ্রুতকীর্ত্তির বিবাহ অভিপ্রায় করিতেছেন?

বিশ্বামিত্র। হাঁ।

জনক। তবে ভগবানের আজ্ঞা আমি শিরোধার্য্য করিলাম। এখন আসুন অভীপ্সিত সম্পাদন করি।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

চতুর্থ অঙ্ক

(নেপথ্যে ধ্রুবগান—

জনক নরেন্দ্রের মণ্ডপ মাঝে জ্বলে
মণিময় মঙ্গল প্রদীপ ;—
প্রচণ্ড অনিল যাহে আঘাতি বিফলে,
ফিরে যায় হয়ে অপ্রতিভ।)

(পুনরায় নেপথ্যে। অরে ক্ষত্রিয়গণ! নয়ন-পথ হইতে সরিয়া পড়। এই—

আসিছেন জামদগ্ন্য ত্রিভুবনজয়ী,
যাঁর চাপে মৌর্ব্বী করে গম্ভীর গর্জ্জন ;
পুনরায় আলোড়িত হবে বুঝি ধরা,
সুতীব্র নিঃশ্বাস বায়ু করিছে সূচন।
ক্রোধে দীপ্ত আঁখি হ'তে রক্তরশ্মিধারা
পড়িয়া কুঠারে যাঁর করিছে রঞ্জিত ;—
মনে হয় যেন আর্দ্র ক্ষত্রিয় রুধির
আজো রহিয়াছে ঐ কুঠারের অঙ্কিত।)

(জামদগ্ন্যের প্রবেশ)

জামদগ্ন্য। (সদর্পে পরিক্রমণ পূর্ব্বক) অহো জনকের কি ধৃষ্টতা! হরচাপারোপণ দ্বারা কন্যাদানের প্রতিজ্ঞা করিল? (কুঠার নিরীক্ষণ করিয়া—)

এই মম শাণিত কুঠার,—
সকল নৃপতি কণ্ঠ গলিত রুধিরে,

বার বার ধৌত যার ধার ;—

অজনক এ জগৎ করিবে অচিরে,

আজি এই জমদগ্নিনন্দনের করে।

(চিন্তা করিয়া —)

অর্জ্জুনের ভুজবলে যাহার উদয়,

উচ্চ নৃপবংশকুলে জ্বলেছিল যাহা,

সেই কোপানল তুমি, আজি পুনরায়,

স্পর্শিবে কি নিমিকুল পদ্মবন আহা !

(পুনরায় চিন্তা করিয়া) না, ইহাকে উপেক্ষা করা উচিত নহে। কল্পনাসম্ভূত জামাতার ভুজবলের অহঙ্কারে এ বড় স্পর্দ্ধাযুক্ত হইয়াছে দেখিতেছি। সেই জন্যই আমার পরশুকে এইরূপ সন্দেশ পাঠাইয়াছে। ("হে জামদগ্ন্যপরশো" ইত্যাদি পাঠ) অহো ইহার কি অহঙ্কার !

যার ধারাঞ্চলে দীর্ণ দশশত বাহু হইতে উদ্গত

রক্তধারা ছুটি চারিদিকে, নিন্দিয়া রবির করজালে,

দেখাইল কার্ত্তবীর্য্যে, রক্তপুষ্পে শোভিত অশোক মত।

সুরবালাদের নেত্রে, শোকশাখীসম নিজাঙ্গনা দলে ;

আর,—

যে বাঁধিল অম্বুরাশি নর্ম্মদার, যুদ্ধে পুনঃ লঙ্কেশ্বরে ;

যাহে হয়েছিল মগ্ন, অর্জ্জুনের উচ্চ বাহুতরুবন ;

কেলি যার ক্ষত্রিয় ললনাদের অশ্রুধারা রূপ ধরে ;

সেই মম পরশু করিবে আজি ধারাজল বরিষণ।

(অবলোকন করিয়া) এ কে ! শতানন্দশিষ্য তাণ্ড্যায়ন নাকি ?

(তাণ্ড্যায়নের প্রবেশ)

তাণ্ড্যায়ন। ভগবন্ ! প্রণাম।

জামদগ্ন্য। আয়ুষ্মান্ হও। এখন বল দেখি, তোমার গুরুর যজমানের হরচাপারোপণ স্পর্দ্ধা নিবৃত্ত হইয়াছে কিনা।

তাণ্ড্যায়ন। নিবৃত্ত হইয়াছে।

জামদগ্ন্য। (সহর্ষে) নিবৃত্ত হইয়াছে ?

তাণ্ড্যায়ন। ভগবন্! চাপ সহই নিবৃত্ত হইয়াছে।

জামদগ্ন্য। কি বলিলে ? চাপসহ নিবৃত্ত হইয়াছে ?

তাণ্ড্যায়ন। হাঁ।

জামদগ্ন্য। পরিষ্কার করিয়া বল, কি হইয়াছে ?

তাণ্ড্যায়ন। কোনও ব্যক্তির—

প্রচণ্ড উদ্দণ্ড ভুজদণ্ড নিপীড়নে,
ভগ্ন হরধনু প্রভো! বিনা আরোপণে।

জামদগ্ন্য। (সক্রোধে) কাহার ?

তাণ্ড্যায়ন। সুবাহু মারীচ আদি নিশাচরদল,
কৌশিকের যজ্ঞঘাতী যত ;
বশীভূত যাঁর—

জামদগ্ন্য। আর বলিতে হইবে না। বুঝিয়াছি, খলাগ্রণী নিশাচরপতি।

তাণ্ড্যায়ন। (স্বগত) ইনি কি মনে করিতেছেন দশকণ্ঠ কর্ত্তৃক ধনু ভগ্ন হইয়াছে ? তাই হউক।

জামদগ্ন্য। (সক্রোধে) এক্ষণে এই—

শত নৃপতির সুকুমার কণ্ঠনাল
ছেদন কলায় পটু পরশু আমার,
বিদারিতে রাবণের কণ্ঠ সুবিশাল,
নিপুণ হউক এবে, কাঠিন্যের সার।

(চিন্তা করিয়া) অথবা—

অর্জ্জুন বৃক্ষের ভুজশাখা দশশত
ছেদন যে করেছিল অতীব অদ্ভুত ;
গিরি চূড়া চূর্ণকারী দম্ভোলির গর্ব্ব,
লজ্জায় যাহার কাছে হয়েছিল খর্ব্ব ;
যমালয় দ্বার সম সে মম কুঠার
কি যশঃ লভিবে কাটি দশকণ্ঠে আর ?
কদলীর কাণ্ড সম দশ কণ্ঠ যার।

(পুনরায় চিন্তা করিয়া) তথাপি এক্ষণে কৃতাপরাধ রাক্ষসের প্রতি উদাসীন হওয়া উচিত নহে।

অষ্টম কোঙ্কণ রচি দক্ষিণ সিন্ধু গহ্বরে,
আতঙ্কে ভরুক লঙ্কা মম বাণ বৈশ্বানরে।

(সদর্পে পরিক্রমণ)

তাণ্ড্যায়ন। (স্বগত) ভাগ্যক্রমে ক্ষত্রিয়কুলের মঙ্গল।

(নেপথ্যে। অহে নিয়োগিগণ! কৃতবিবাহমঙ্গল সীতা ও রামচন্দ্রের স্বস্তিবাচনিক ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান কর।

জামদগ্ন্য। (প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সক্রোধে) আঃ ব্রহ্মবন্ধো! দশকণ্ঠকে অলীককীর্ত্তি দান করিয়া কেন আমাকে প্রতারিত করিলে? অপর এক ব্যক্তি জনক-জামাতা হইয়াছে দেখিতেছি যে হে!

তাণ্ড্যায়ন। ভগবান্! আমারই বা অপরাধ কি? অর্দ্ধোক্তিমাত্র শ্রবণে আপনি ভ্রান্ত হইলেন, আমিও সম্ভ্রমযুক্ত হইলাম।

জামদগ্ন্য। তবে নিঃশেষ করিয়াই বল।

তাণ্ড্যায়ন। সুবাহু মারীচ আদি নিশাচরদল,—
কৌশিকের যজ্ঞঘাতী যত ;—
বশীভূত যাঁর দীপ্ত শায়ক অনল
মুখে পড়ি, হল পরাহত।

("প্রচণ্ড উদ্দণ্ড" ইত্যাদি শ্লোকটি পুনরায় পাঠ)

জামদগ্ন্য। এই মারীচদমন আবার কে ?

তাণ্ড্যায়ন। ঋষ্যশৃঙ্গ চরুভাগ ফলে যে কুমার
প্রসবিল দশরথমহিষী সকলে,
তার মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ রাম নাম যাঁর,
কুশিকনন্দনশিষ্য বিখ্যাত ভূতলে।

জামদগ্ন্য। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সক্রোধে—)
সুর সিদ্ধ কিন্নর নরের দুর্লঙ্ঘ্য সে দৈত্যপুরীত্রয়,
হ'ল ভস্ম যার বক্রভাবে, বিধি বক্র হ'লে যথা হয়,
সেই হরধনু শিশু রাঘবের করে ভগ্ন, সত্য হ'লে,—

তাণ্ড্যায়ন। (স্বগত) জামদগ্ন্য এখন কি বলিতে যাইতেছেন ?

জামদগ্ন্য। মগ্ন তবে জানিও সে রঘুকুল মম অস্ত্রধারাজলে।

তাণ্ড্যায়ন। (স্বগত) ইনি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তবে এই বৃত্তান্ত উপাধ্যায়ের নিকট গিয়া বলি।

(নিষ্ক্রান্ত)

জামদগ্ন্য। (অবলোকন করিয়া) অভিনব বিবাহ-মঙ্গল-চিহ্ন দেখিয়া বোধ হইতেছে এই সেই রাম অনুজের সহিত এখানে উপস্থিত। (সহর্ষে

নিরীক্ষণ পূর্ব্বক) লোকটা অর্দ্ধমূর্খ নাকি ? যে ইহাকে কাম না বলিয়া রাম বলিতেছে ? (পুনরায় নিরীক্ষণ করিয়া—)

মদন মানিল হারি, রূপের বিকাশে ;
ত্রিপুরারি মানে হারি, বাহুর বিলাসে ;
মুগ্ধতায় হরশিরঃশশী হল হীন
মূর্ত্ত বীর শৃঙ্গার অদ্ভুত রস তিন।

(রাম লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। (সকৌতুকে—)

ধনু মৌর্ব্বীযুত, তনু মৌঞ্জী ধরে ;
শিতাগ্রশায়ক কুশসহ করে ;
কমণ্ডলু সহ শাণিত কুঠার ;
একি বীর শান্তি রসের বিকার !

আর্য্য ! ব্রহ্মক্ষত্রবর্ণাত্মক চিত্রের ন্যায় একি দেখা যাইতেছে ?

রাম। বৎস ! তুমি জান না ? ইনি সেই ভগবান ভার্গব,—

বেধ্য যাঁর ক্রৌঞ্চমহীধরবরচূড়া,
দেয় যাঁর সমগ্র ভূতল ;
বার বার ক্ষিতিখণ্ড শাসনের ক্রীড়া—
নিমজ্জন সাগরের তলে ;
জেয় যাঁর শক্তিধর তারকসূদন ;
ছেদ্য যাঁর, করক্রীড়াছলে,
হয়েছিল হৈহয় পতির ভুজবন,—
খরধার কুঠারের তলে।

লক্ষ্মণ। তবে এই ভগবানকে বিস্ময়নীয়শীল বলিতে হইবে।

রাম। বিস্ময়নীয়শীলগণের শিখামণি বলা উচিত। ইনিই—

একমাত্র স্বর্ণগিরিযুত এই ক্ষিতি,
একস্বর্ণশৃঙ্গী গবী সম করি দান,
কশ্যপ মুনিরে, মনে পান নাই তৃপ্তি ;
স্কন্দশক্তিবিদ্ধ ক্রৌঞ্চগিরি প্রতি বাণ
নিক্ষেপি বিঁধিয়া, এঁর নাহি মনে দৃপ্তি,
পরন্তু লজ্জায় অতি হইলেন ম্লান।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

রাম। (অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া—ভগবন্ ! ভৃগুকুল-শিরঃশেখর-শিখণ্ডক ! অনুজসহ আপনাকে এই প্রণাম করিতেছি, পরমোন্নতি যাহার রমণীয় ফল।

জামদগ্ন্য। সমর বিজয়ী হও।

রাম। ভগবন্ ! ভৃগুকুলমৌলিমাণিক্য ! অনুগৃহীত হইলাম।

ভার্গব। (স্বগত সকরুণ ভাবে)

চন্দ্রতুল্যরূপ এই বিনীত শিশুর প্রতি বৃথা করি এত রোষ ;

(চিন্তা করিয়া সক্রোধে—)

চন্দ্রমৌলিচাপ এই চপল বালক ভাঙ্গিয়াছে ইক্ষুদণ্ড সম ;

(পুনরায় সদয় ভাবে—)

জনক দুহিতা কেন সহিবে বৈধব্য মম অস্ত্রে, তাহার কি দোষ ?

পুনরায় চিন্তা করিয়া সক্রোধে—)

শান্ত কি হইল এবে, রেণুকার কণ্ঠশত্রু অহো ! এ কুঠার মম ?

(প্রকাশ্যে) দশরথকুমার ! আমি যে কথা বলিলাম, তাহা কেবল শিষ্টাচার প্রথা অনুসারিণী বাগ্‌বৃত্তি মাত্র।

রাম (হাসিয়া) মনোবৃত্তি তবে কিরূপ ?

ভার্গব। চণ্ডীশকার্ম্মুক ভাঙ্গি তব বাহুদ্বয়,
বর্দ্ধিতস্পর্দ্ধায় বিকশিত অতিশয় ;
অধুনা মধু সমান তাহারি রুধিরে,
আরাহিব আজি মম কঠিন কুঠারে।

রাম। ভগবন্! এ জন নিগ্রহ অনুগ্রহের অধীন নহে। তবে আপনার ক্রোধের কারণ কি জানিতে ইচ্ছা করি।

ভার্গব। অহো? কি দর্পান্ধতা! নিজে করিয়াছ, আর আমি বলিলাম, তথাপি নিজ দুর্ব্বিনয় বুঝিতে পারিলে না ? অরে!—

পুরস্ত্রীবিরহব্রত যাহার শাসনে,
অদ্যাপি পালিত হয় সভয় অন্তরে ;
সেই সুপবিত্র জগদ্‌গুরুশরাসনে,
ভাঙ্গিলে পাপিষ্ঠ তুমি অপবিত্র করে ?

রাম। ভগবন্! আমি নিরপরাধ। অলীক লোকবার্ত্তা শুনিয়া আমার প্রতি বৃথা কোপকলঙ্কিত হইতেছেন।

জামদগ্ন্য। তবে কি হরকার্ম্মুকের কুশল ?

রাম। না, না।

ভার্গব। তবে নিরপরাধ কিরূপে হইলে ?

রাম। মম করস্পর্শ তাহে হ'ল কি না হ'ল,
কি করিব, হরধনু আপনি ভাঙ্গিল।

ভার্গব। আঃ! চন্দনদিগ্ধ নারাচধারা আমার হৃদয় শীতল করিতেছ না কি ? ইহাতে আর কাজ নাই। (কুঠার উত্তোলন পূর্ব্বক—)

শুন রাম! কামরিপুকার্ম্মুক ভাঙ্গিয়া,
মহাপাপগ্রস্ত তুমি ; তাই অতি ঘোর,

সীতা কর-প্রতিদ্বন্দ্বী তব কণ্ঠ-প্রেমে,
অগ্রেই পশুক কণ্ঠে, এ পরশু মোর।

অতএব বীরভাব ধারণ কর।

রাম। পশুক আমার কণ্ঠে হার, বা কুঠার তীক্ষ্ণধার;
মম রমণীর নেত্রে শোভা পা'ক কজ্জল, কি জল;
নয়নে নেহারি আমি ধ্রুবসুখ, কিম্বা যমমুখ;
যাহ'ক তাহ'ক, কভু দ্বিজপ্রতি না প্রকাশি বল।

জামদগ্ন্য। আঃ! আমাকেও কি কেবল প্রণতিপাত্র ব্রাহ্মণমাত্র মনে করিতেছ? (পুনরায় সক্রোধে—)

জাননা কি জামদগ্ন্যে, যার দীর্ঘবাহুদ্বয় রণস্থলে,
আক্রমি' স্কন্দের বাহু করিল তাহারে হীনবল যবে;
ক্রুদ্ধনেত্রে চাহিল সে, ভৎসনা প্রকাশি, হরকরতলে
ন্যস্ত বিধাতার শিরঃ প্রতি, জন্ম যবে হয়েছিল ভবে,
কেন তারে দেয় নাই মুখসংখ্যা অনুসারে ভুজৈশ্বর্য্য?
তাহ'লেত হেন হ'ত না তাহার পরাভব অনিবার্য্য।

(পুনরায় সক্রোধে) কি বলিতেছ রে! কি বলিতেছ?—'ব্রাহ্মণের নিকট আমি বীরত্ব দেখাই না',—তবে কি ক্ষত্রিয়জাতিগর্ব্বিত হইয়া ব্রাহ্মণ-জাতিকে তৃণজ্ঞান করিতেছ? তবে কোন্ জাতি বড় তাহার মীমাংসা যুদ্ধেই নির্ণীত হউক।

রাম। হে ব্রাহ্মণ! তব সহ মম যুদ্ধকথা অসম্ভব গণি;
সকলেই হীনবল মোরা, আপনি বলীর চূড়ামণি।

লক্ষ্মণ। জামদগ্ন্য! এইরূপই বটে,—
যেহেতু এ ধনু,—ক্ষত্রিয়গণের বল,—এক গুণ ধরে,—
কিন্তু উপবীত,—তব বল,—নবগুণ ধারণ সে করে।

রাম। বৎস! মাননীয় মুনির প্রতি এরূপ দুর্ব্বিনীত বাক্‌চাতুরী অনুচিত।

জামদগ্ন্য। ইহারই বা দোষ কি ?—

মুক্তকুচাংশুকা দারাগণে পরিবৃত বৃদ্ধ নৃপতিরে,
আমার এ কুঠার হতক মারে নাই নারীহত্যা ভয়ে ;
তাই সেই স্ত্রীরক্ষিত বংশ অনুগত ক্ষত্রাধম কিরে;
বাক্যবাণে বিঁধিছে শ্রবণ ? ধিক্ কৃপা ক্ষত্রতরাশয়ে !

রাম। এই ক্ষীরকণ্ঠের প্রতি এরূপ কঠোর কোপের প্রয়োজন নাই। ক্ষমা করুন।

জামদগ্ন্য। আঃ। ক্ষীরকণ্ঠ কি বলিতেছ ? এ যে বিষকণ্ঠ।

লক্ষ্মণ। ভগবন্! আমি সেই জন্যই শিতিকণ্ঠ-শিষ্যের বিশেষতঃ ক্ষমার পাত্র।

জামদগ্ন্য। আঃ! বিষকণ্ঠ নামের সাম্যহেতু তুমিও আমার গুরু হইলে নাকি ?

লক্ষ্মণ। ভগবন্! আমি অন্য অভিপ্রায় করিয়া এ কথা বলিয়াছি। তাহা এই ;—

শিশুশশী শিতিকণ্ঠভালে চড়ি রয়,
তাহে কি হরের চিত্তে কোপোদ্ভব হয় ?

সেইজন্য আপনি তাঁহার শিষ্য বলিয়া বিশেষতঃ ক্ষমা করা উচিত।

জামদগ্ন্য। (স্বগত) অহো ! এই ক্ষত্রিয় বালকের কি বাক্‌পটুত্ব ! হউক। (প্রকাশ্যে) আমি ক্ষমা করিলাম, কিন্তু আমার এই প্রকৃতিকঠোর কুঠার ক্ষমা করিতেছে না। ইহার স্বভাব কি জান না ?—

ক্রীড়ায় উন্মত্ত ভীম বাহু সঞ্চালনে,
নিঃশেষে করিয়া বধ নৃপতি সকলে ;

রক্ত, অস্থি, কচচয়ে, ত্রিবিধ বরণে,
রঞ্জিল, বিভিন্ন স্থানে ফেলি', ধরাতলে।

(পুনরায় সক্রোধে) এই হরপ্রসাদলব্ধ পরশুর গুণ জান না?—

প্রবেশি সঙ্গরাঙ্গণে, দুর্ব্বারধারায়,
ক্ষত্রিয়কিশোরকণ্ঠ ছেদিল যখন;
অবিরত রুধিরের পাতে সমুদায়,
রেণুকাবিহীন হ'ল পৃথবী তখন;—
তেমন সে বীরবরে স্বয়ম্বর তরে,
সুরবালা হস্তস্থিত ক্রীড়াপদ্মদাম,
করিল যে রেণু বৃষ্টি স্বরগ উপরে,
তাহাতেই রেণুপূর্ণ হ'ল সুরধাম।

লক্ষ্মণ। ভগবন্! এটা কি সত্য যে আপনার কুঠারধারাঞ্চললীলায় পৃথিবী নীরেণুকা হইয়াছিল?

জামদগ্ন্য। (স্বগত) আঃ! রেণুকাবৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া আমার মর্ম্মবেধ করিতেছে না কি? হউক। (প্রকাশ্যে) অহে ক্ষত্রিয়বালক! তুমি নিরপরাধ, তোমার উপর পরশুপাতের প্রয়োজন নাই। তবে তোমার এই স্বভাবতঃ কঠোরভাষী কণ্ঠকেই এই কুঠার শাতন করুক।

(নেপথ্যে। অহে জামদগ্ন্য! তোমার প্রগল্‌ভতা যে মাত্রা অতিক্রম করিতেছে! তবে তোমার শাসনের জন্য এই শরাসন আনিতেছি।)

জামদগ্ন্য। (হাসিয়া) এ জনক না কি? (উচ্চৈঃস্বরে) অহে যাজ্ঞবল্ক্যশিষ্য! তোমার আবার শরাসনে প্রয়োজন কি? পদ্মাসন অবলম্বন কর। (পুনরায় বিদ্রূপ করিয়া—)

ক্ষত্রিয় শ্রোত্রিয় তুমি, পদ্মবীজমালা কণ্ঠে ধরে',
উৎকণ্ঠা তোমার এই সাজে কি হে পশিতে সমরে?

যাদের চঞ্চল করে নিত্য খেলে চণ্ড অসিধারা,—
যার পাতে ধৌত শক্রগজমদপঙ্ক,—বীর তারা।

অতএব তোমাতে কাজ নাই। এই দুইটী ক্ষত্রিয়স্ফুলিঙ্গই নির্ব্বাপিত করি।

(পুনরায় নেপথ্যে। অহে! জমদগ্নির তনয় হইয়াও শমহীন হইলে কেন ?)

জামদগ্ন্য। একি আঙ্গিরস না কি ? (উচ্চৈঃস্বরে) ওহে শতানন্দ! বল দেখি, তুমিই বা এরূপ শমনামক বস্তুটী কাহার নিকট পাইলে ? গৌতম হইতে না গোত্রভিৎ হইতে ?

(নেপথ্যে। আঃ ক্ষত্রিয়াপুত্র! আঃ! নিজ জননীর কণ্ঠে কুঠারপ্রয়োগে কলঙ্কিত কুলাঙ্গার! তপস্যায় উন্নত অঙ্গিরার কুলে কলঙ্কারোপ করিতেছ ?)

জামদগ্ন্য। আঃ পাপিষ্ঠ কুলপাংসন পাংসুলাপুত্র! ভৃগুবংশীয়ের অগ্রে তপোগর্ব্ব দেখাইতেছ ?

রাম। ভগবন্! ভার্গব ও আঙ্গিরস বংশ সকল লোক বিখ্যাত। বিশেষতঃ তপস্যার জন্য ভর্গশিষ্যকুল। অতএব আমি বলি,—

তপঃশান্তচিত্ত, স্ফটিকমণির মালা পরিকরে,
কুশ, কমণ্ডলু, দণ্ড, সতত উটজগৃহে বাস,—
এই শোভে মুনিজনে, নহে উগ্রবাক্য পরস্পরে,
নহে বক্র-ভ্রু-বিকৃতি, শরধনু, পরশুবিলাস।

পুনরায় সবিনয়ে) আপনিই বিবেচনা করুন না কেন,—

কোথায় এ পরশু অশুভ, কোথায় সে সুপবিত্র কুল ;
কোথায় এ ধনু অতি উগ্র, কোথায় সে সুনির্ম্মল শীল ;
কোথায় এ সমরে করাল তীক্ষ্ণ নারাচের পাপলীলা,—
কোথায় সে কুশকিসলয়ে সজ্জিত সুন্দর পর্ণশালা।

জামদগ্ন্য। আমাকে প্রণতিপাত্রমাত্র অন্য মুনির ন্যায় মনে করিতেছ না কি? আমি সেই জামদগ্ন্য—

ক্ষত্রিয়ের ক্ষুণ্ণকণ্ঠবিগলিত রুধিরের নদে
করি স্নান, রক্ত শরঃকেশে কুশ করিয়া কল্পিত
করিলে যে পিতৃগণে রক্তজলাঞ্জলিদান,—তাঁরা
সন্তোষ, করুণা, ঘৃণা, ত্রাসে, হাসে হলেন বিস্মিত।

সে কথা যা'ক, এক্ষণে—

করেছি ত্রিসপ্তবার উর্ব্বীপতিকুলে আহবে বিনাশ;
পুনরায় সপ্তবার করিয়া দুর্ম্মদনৃপকুলে হত,
সমরে সংহৃত ভূপমুণ্ডে বিরচিয়া,—আছে অভিলাষ,—
নৃকপাল অক্ষমালা দিব উপহার শম্ভুপদে দ্রুত।

রাম। প্রসন্ন হউন, রোষে হউন বিরত;
আমার বচন চিত্তে করুন ধারণ,—
বার বার করিয়া আয়াস শত শত,
যশোবিত্তরাশি যাহা হ'ল উপার্জ্জন,—
বঞ্চকের ধন সম সতত চঞ্চল,—
কেন হারাবেন বৃথা বলুন এবার?
হে ভৃগুতিলক! চিত্ত করুন শীতল,
সবিনয় অনুরোধ রাখুন আমার।

জামদগ্ন্য। হারাইব কেন রে? (চিন্তা করিয়া)

অথবা,—

কেন বৃথা বাক্যব্যয় তোমাদের তরে,
পণ্ডিত তোমরা দেখি বাক্য আড়ম্বরে;

রিপুপ্রাণহারী মম তীক্ষ্ণবাণ রাশি,
সহ্য কর সবে মিলি সম্মুখেতে আসি।

রাম। অন্যের প্রয়োজন কি? আমারই বক্ষঃস্থল সমস্ত সহ্য করিবে। যে বক্ষঃস্থলে হরচাপারোপণ উপলক্ষে উপনীত জানকীর করকিসলয় কর্ত্তৃক এই কমলমালা নিহিত হইয়াছে, যাহাতে ভ্রমরদল একত্রিত হইয়া গুঞ্জন কোলাহলে পরিমলের যশঃকীর্ত্তন করিতেছে।

জামদগ্ন্য। ভাঙ্গিয়া শঙ্করত্যক্ত জীর্ণধনুখানি;
হইয়াছ গরবে উদ্ধত;
মম শর সহিবারে তুমি কোন্ প্রাণী?
যাহে তব গুরু ও বিরত;—
তুষ্ট পদ্মাসন হতে যে চাহিল বর
ব্রাহ্মণত্ব, মম বাণভয়ে;—
তুমি কোন্ দুঃসাহসে হও অগ্রসর,
কৌশিকের শিষ্য মাত্র হ'য়ে!

রাম। (স্বগত) ভগবান বিশ্বামিত্রেরও অপমান করিতেছেন; তবে আর আমি সহ্য করিব না। (প্রকাশ্যে—)
ভাঙ্গিয়া শঙ্করত্যক্ত জীর্ণ ধনুখানি,
হইয়াছি গরবে উদ্ধত;
তব শর সহিবারে আমি কোন্ প্রাণী?
যাহে মম গুরু ও বিরত;—
তুষ্ট পদ্মাসন হতে চাহিল যে বর
ব্রাহ্মণত্ব তব বাণভয়ে;—
আমি কোন্ দুঃসাহসে হই অগ্রসর,
কৌশিকের শিষ্যমাত্র হয়ে?

(এইরূপ পদপরিবর্ত্তন পূর্ব্বক পুনরায় পাঠ।) (পুনরায় সদর্পে—):

ভগ্ন, এই করে ভগ্ন, কুলিশ কঠিন সেই চাপ ;
মগ্ন শল্য, গাঢ় মগ্ন তব চিত্তে, তাহে কিবা ভয় ?
হ'ক ধনু ত্র্যম্বকের অথবা বিষ্ণুর,—নাহি তাপ ;
আমার এ ভুজদণ্ড বলগর্ব্বে মত্ত অসংশয়।

জামদগ্ন্য। (সহর্ষে) ধন্য রে ক্ষত্রিয়পুত্র, ধন্য! যে জামদগ্ন্য নামক চণ্ডধামের নিকট খদ্যোতের ন্যায় দ্যুতি বিকাশ করিতেছ। কি বলিতেছ রে, কি বলিতেছ ?

রাম। (উক্ত শ্লোক পাঠ) আবার বলিতেছি। (পুনরায় পাঠ)

জামদগ্ন্য। ভাল মনে করাইয়া দিয়াছ।

রাম। সেটা কি ?

জামদগ্ন্য। বিষ্ণুকরাঘাতে যার জ্যাকম্পন রব,—
দ্বিগুণিত হল যাহা ভ্রমর গুঞ্জনে,
বনমালা পরিমল লুব্ধ অলি সব
চঞ্চল হইল যবে কর সঞ্চালনে,—
সুর-রিপু-বধূদের ক্রন্দন স্বাধ্যায়ে,
প্রণব সদৃশ হল, সেই চাপই এ।

রাম। বিষ্ণুকর-পদ্মক্রোড়ে করেছিল ক্রীড়া যেই—একি সেই শরাসন ?

জামদগ্ন্য। হাঁ এ সেই ; লহ এরে থাকে যদি শক্তি, কিম্বা দেহ রণ !

রাম। গ্রহণ করিতেছি।

জামদগ্ন্য। তবে এস তোমার বাষ্পাকুল বন্ধুজনে বন্ধুর এই ভূমিভাগ অতিক্রম করিয়া সমরোপযুক্ত ভূমিতে অবতরণ করি।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

লক্ষ্মণ। (অবলোকন করিয়া সহর্ষে ও সকৌতুকে—)

হরচাপ সম পাছে এ চাপ বিদরে,

এই ভয়ে বাহু সঞ্চালিয়া অতি ধীরে,

অবহেলে আর্য্য মম চক্রের আকারে,

নমালেন গরুড়ধ্বজের ধনুটিরে।

(নেপথ্যে। অহো কি কৌতুক !—

রাঘবের বাণ ওই চাপচক্র হতে উত্থিত হইয়া মহাবেগে,

প্রবেশিয়া সুরত্যক্ত ব্যোমরন্ধ্রে, করি রোধ ভার্গবের স্বর্গপথ,

সুরবালাদের করকমলগলিত পুষ্পমধুলুব্ধ ভ্রমরের

সঙ্গীতে ঘোষিতযশা, হংসসম হইল সে ত্রিদিব পর্য্যঙ্কগত।)

(রাম ও জামদগ্ন্যের প্রবেশ)

জামদগ্ন্য। (রামকে নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত—)

ইহার উদয়ে ত্রিভুবন কোকী আনন্দে মগন হ'ল,

মুনিজনচিতকমলকানন প্রস্ফুটিত হ'ল কিবা ;

কে এই বালক নীলপদ্মদলশ্যামশোভা-সুকোমল,

পরমাত্মজ্যোতিঃ হয়ে পরিণত উঠিল কি নবদিবা ?

(পুনরায় চিন্তা করিয়া—)

পুরবৈরিশরাসন করিতে পূরণ,

লীলায় হলেন যিনি বাণে পরিণত ;

এই ধনু করিবারে বুঝি আরোপণ

পুরাণ পুরুষ সেই শিশুরূপধৃত !

(প্রকাশ্যে) বৎস ! এদিকে !

রাম। (লজ্জায় অধোমুখ হওন)

জামদগ্ন্য। (নিকটে গিয়া রামের চিবুক উন্নমিত করিয়া) লজ্জার বিষয় কি ?—

হে কমলবন্ধুবিলোচন ! যে তোমার
সমুন্নত মহিমার কাছে হয় হীন ;
সেই নর পদতলে কোটি ত্রিদশের
মুকুটমণির মালা নহে কি মলিন ?

রাম। ভগবন্ ! এ কথা বলিবেন না। আমার এই দুর্ব্বিনয়পঙ্ক-মলিন আত্মা আপনার চরণনখকিরণ-তরঙ্গিণীর জলে প্রক্ষালন করি।

রবির প্রখর তেজঃ প্রচণ্ড কেবল ;
চন্দ্রের শীতল রশ্মি শুধুই কোমল ;
আপনার তেজঃ হেরি অতি কুতূহলে,—
করিহে প্রণাম,—মিশ্র প্রচণ্ডে কোমলে।

(পদদ্বয়ে পতন)

জামদগ্ন্য। কল্যাণনিধে ! তোমার প্রতি আশীর্ব্বচন পুনরুক্তি মাত্র। তথাপি আশীর্ব্বাদ করিতেছি,—

যশে দশদিক্ পূরি সহস্রবৎসর,
কিরণ বিস্তার কর, হে প্রচণ্ড রবি,
সুন্দরীনয়ন পদ্মবনের ভাস্কর !
নাশ তন্দ্রা অন্ধকার প্রকাশিয়া ছবি ;
তব শরাঘাতে ছিন্ন লঙ্কেশ্বর শিরঃ
লভি নিজ ক্রোড়ে এই ত্রিজগতীতল,
সুরনরভুজঙ্গের আনন্দের নীরে
চিরদিন তরে যেন হয় হে শীতল।

তবে এখন আমাকে অনুমতি কর।

(নিষ্ক্রান্ত)

রাম। (লক্ষ্মণের প্রতি) একি! ভগবান্ নয়নপথ অতিক্রম করিলেন না কি? তবে এস ভৃগুকুলতিলকের বিয়োগে খিন্ন হৃদয় বন্ধুজনের দর্শন দ্বারা বিনোদন করি।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

গঙ্গা। সখি কালিন্দি! তোমাকে চিন্তাযুক্ত দেখিতেছি কেন?

যমুনা। ভগবতি ভাগীরথি! চিন্তার কারণ আছে।

গঙ্গা। সে কি প্রকার?

যমুনা। এক এই,—সুগ্রীব নামে আমার এক ভাই আছে।

গঙ্গা। (কৌতূহলের সহিত স্বগত) আঁ্যা, বানর বংশে ইহার ভাই কি রকম? (চিন্তা করিয়া) হাঁ ঠিক! সূর্য্য যে ইহাদের উভয়ের পিতা। (প্রকাশ্যে) তাহার কি হইয়াছে?

যমুনা। সে অতি বলিষ্ঠ দুষ্ট বানর বালি কর্তৃক পরাজিত হইয়া একমাত্র দুর্গ আশ্রয় করিয়া কতিপয় অনুচরসহ বাস করিতেছে।

গঙ্গা। ইহারাও ত দুই ভাই, তবে পরস্পর এইরূপ বৈরভাব কেন? তবে কথায় বলে,—

একই আমিষ খণ্ডে উভয়ের আশা,
শত্রুতা তরুর বীজ, ভালবাসানাশা।

তা এতে আর কি? দ্বিতীয় কারণটা কি বল দেখি?

যমুনা। এক দিন তাপসবেশী মন্মথ ও বসন্তের ন্যায় দুইজন তরুণবয়স্ক জটাধারী, ও এক চক্রবাকস্তনী চন্দ্রমুখী আমাকে পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছিল।

গঙ্গা। তারপর, তারপর?

যমুনা। তারপর সেই সুন্দরী করকমলদ্বয় মুকুলিত করিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া কহিল—"অয়ি দেবি দিনকরনন্দিনি! পুনরায় যেন তোমার প্রসাদে নিজকুটুম্বের দর্শন পাই।"

গঙ্গা। তা, ভাবিতেছ কি জন্য ?

যমুনা। (গঙ্গার কর্ণে, এই এই।)

গঙ্গা। এ অসম্ভব। তোমার হৃদয় শত আবর্ত্তে ঘূর্ণিত, তাই একটা অলীক কল্পনা করিয়াছ। (চিন্তা করিয়া) বিধাতার বিধানপাণ্ডিত্য কে বুঝিতে পারে ?

যমুনা। যদি এইরূপ হইয়া থাকে তবে কি ইহা ভগবতীর অগোচর থাকিতে পারে ?

গঙ্গা। আমি এ বিষয় কিছুই জানি না। আমি ব্রহ্মলোক হইতে আগতা সরস্বতীর সমাগম সুখে ব্যগ্রচিত্ত ছিলাম। তবে এস অদূরে ঐ সরযূ রহিয়াছে উহার মুখে ঠিক সম্বাদ অবগত হই।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

(সরযূর প্রবেশ)

সরযূ। দেবীদ্বয় ! প্রণাম।

গঙ্গা ও যমুনা। সখি ! তোমার যথার্থ মঙ্গল হউক।

গঙ্গা। (সরযূর হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া) সখি ! তোমার অঙ্গ উত্তপ্ত কেন ?

সরযূ। ভগবতি ! বিপরীত বলিতেছেন। লজ্জাপঙ্কে নিমজ্জন বশতঃ আমার অঙ্গসন্তাপ অর্দ্ধেক হইয়াছে।

গঙ্গা। স্পষ্ট করিয়া বল।

সরযূ। মমতট বিহারিণী দশরথ-পুরাঙ্গনাগণ,
সন্তাপোষ্ণ নেত্রনীর অজস্র যে করিল বর্ষণ ;
তাহাতে বর্দ্ধিত মম তাপতপ্ত তনু এইক্ষণে,
জুড়াতেছি মুহুর্মুহুঃ লজ্জাপঙ্ক ধারণে হরণে।

গঙ্গা। (সাতঙ্কে) উহাদের অশ্রুবর্ষণের কারণ কি ?

সরযূ। (গঙ্গার কর্ণে, এই এই।)

গঙ্গা। হা ইন্দুমতীনন্দন! হা সকললোক-হৃদয়ানন্দ-চন্দন! হা মহাকোদণ্ডপণ্ডিত! হা ইন্দ্রসখ! হা তনয়নির্ব্বিশেষে সকললোকপালক! হা রামৈকপ্রাণ! (মূর্চ্ছা)

সরযূ। (স্বগত) ইহারই এই ফল।

গঙ্গা। হা মহারাজ দশরথ!

(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

যমুনা। (বস্ত্রাঞ্চলে ব্যজন করিতে করিতে) ভগবতি আশ্বস্ত হউন। আপনি যে সকল গুণের কথা বলিলেন সেই সকল গুণের জন্যই রাজা দশরথ অশোচ্য।

গঙ্গা। (সরযূর প্রতি) সখি! এ তাপ তোমার একার নহে, এ তাপ সকলেরই সমান। কিন্তু এখন ছত্রস্বরূপ রামভদ্রের ছায়ায় এই তাপ অপনোদন করা যাউক।

সরযূ। (নিঃশ্বাস ফেলিয়া) ভগবতি! সলিলসেক অপসৃত না হইলে কি কমলবন শুষ্ক হয় ?

গঙ্গা। স্পষ্ট করিয়া বল।

সরযূ। (অধরকম্পন অভিনয়)

গঙ্গা। কাজ নাই, দাবানলদগ্ধ তরুশাখায় কুঠারাঘাতের সঙ্কল্প করিতেছ ? আচ্ছা, বল তবে।

সরযূ। (স্বগত) আহা!—

স্বজনের বিপদ বারতা,
জানিতে কাহার ইচ্ছা হয় ?

না জানিলে বল পুনঃ কার,
চিত্তবৃত্তি অস্থির না হয় ?
চক্ষে কেহ দেখিতে না চায় ;
উপেক্ষাও করা নাহি যায় !

(প্রকাশ্যে) রাজা দশরথ রামভদ্রকে রাজ্যে অভিষেক করিবার সঙ্কল্প করিলে কৈকেয়ী তাঁহার নিকট আসিয়া প্রথমে বলিলেন,—

"নরেন্দ্রগণের এই মুক্ত স্বর্গদ্বার,—
পালন প্রজার আর নিজ প্রতিজ্ঞার।"

গঙ্গা। (স্বগত) ইহাতেই দুরাশয়ার অশুভ ইচ্ছা সূচিত হইতেছে। (প্রকাশ্যে) শেষে কি বলিল ?

সরযূ। "দুই বস্তু দিবে মোরে করেছিলে অঙ্গীকার,—
দেহ রামে বনবাস, রাজ্য ভরতে আমার।"

গঙ্গা (সোদ্বেগে) তাহার পর কি হইল ?

সরযূ। কৈকেয়ীর কথা, শুনিয়া শ্রবণে, রাজা হতমতি ;
পিতৃপদে নমি, হৃষ্টমনে রাম বনে কৈল গতি।

গঙ্গা। যমুনে ! তুমি যাহা বলিয়াছিলে তাহাই। (সবিষাদে) হায় ! রঘুকুলকুটুম্বগণ বিনষ্ট হইল।

যমুনা। ভগবতি ! শুধু কি রঘুকুল-কুটুম্বগণ বিনষ্ট হইল ? মৃগ, মহর্ষি ও বনদেবতাগণ ব্যতীত জীবলোক সমস্তই রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র দেখিতে না পাইয়া মৃতপ্রায় হইল।

সরযূ। তাইত,—

চন্দ্রমা হইলে অস্তমিত, কুমুদিনী একা নহে ম্লান ;
সকল ভুবন হয় ঘোর আঁধার সাগরে মজ্জমান।

গঙ্গা। তাই বটে। সখি সরযূ! রামচন্দ্রের প্রতি সীতা ও লক্ষ্মণ কিরূপ আচরণ করিল বল।

সরযূ। চন্দ্রের জ্যোৎস্না ও প্রসাদ যেমন চিরসঙ্গী, উহারাও সেইরূপ সর্ব্বদাই রামচন্দ্রের সন্নিকটে অবস্থান করে। ইহা হইতেই বুঝুন উহারা সইরূপেই আচরণ করিয়াছে।

গঙ্গা। (স্বগত সহর্ষে) তবে কি উহারাও রামের সহিত বন গমন করিয়াছে এই কথা বলিতেছে? (প্রকাশ্যে) সখি! তোমার এই বচনামৃত পানে জীবিত হইলাম। আমার বাছা জানকী ক্ষণমাত্রও রামচন্দ্রের বিরহ সহ্য করিতে পারে না।

সরযূ। এইরূপই বটে। রামচন্দ্র জানকীকে বলিল,—

"কয়েক বৎসর প্রিয়ে ধৈরজ ধরিয়া,
জননীগণের মম শুশ্রূষা করিয়া,
কর কাল অতিপাত;—"

এই কথা শুনিয়া জানকী এমনি মূর্চ্ছাগত হইল যে সখীগণের শীতল বারি সিঞ্চনেও সংজ্ঞালাভ করিল না।

যমুনা। তা কিসে মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল?

সরযূ। ——"অথবা চলহ
কমলাক্ষি! যদি চাহ, বনে মম সহ।"

রামের এই বচনামৃত দ্বারা।

গঙ্গা। জানকীর যেরূপ পতিস্নেহ তাহাতে এইরূপই হইবার কথা বটে।

যমুনা। রাম লক্ষ্মণের মধ্যে কোন কথাবার্ত্তা হইল?

সরযূ। হাঁ। রাম লক্ষ্মণকে বলিল,—

"কতিপয় বর্ষ বৎস! নিমেষের মত,
চক্ষু মুদে স্থির হ'য়ে কর অতিবাহ;

স্থশীতলশীল শুভরত ভরাতর,—

ছিলে যথা মোর সনে,—সঙ্গী হয়ে রহ।"

লক্ষ্মণ বলিল—"রঘুনাথ!—

তোমা সনে এক কল্প প্রহরেক মম,

তোমা ছাড়ি প্রতিক্ষণ হয় কল্প সম।"

গঙ্গা। কৌশল্যা রামভদ্রকে কিছু উপদেশ দিলেন?

সরয়ু। হাঁ। তিনি "বৎস রামচন্দ্র! সীতাকে"—এই অর্দ্ধোক্তি মাত্র করিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "বৎস লক্ষ্মণ রক্ষক থাকিতে সীতাকে দেখিবার জন্য তোমারই বা প্রয়োজন কি? তবে এই বলি,—

বাছা লক্ষ্মণের প্রতি স্নেহে চাহিও,

রাজ্য উপভোগ চেয়ে তুমি যার প্রিয়।"

রাম বলিলেন "মা! তবে বলনা কেন, নিজের প্রাণের প্রতি মমতা রাখিও?

গঙ্গা। তবে রামচন্দ্রের সেই দিন হইতে সহজ সৌন্দর্য্যই বোধ হয় একমাত্র আভরণ হইয়াছে?

সরয়ু। আর একখানি মাত্র আছে। সমস্ত আভরণ যখন পরিত্যাগ করিলেন, তখন কৌশল্যা বলিলেন—

"বিবাহের কালে ধৃত সীতা-মাঙ্গলীয়,

খুলিও না বাছা এই রত্ন-অঙ্গুরীয়।"

আরও কথা আছে, ধীর হইয়া শুন্থন।

গঙ্গা। এই টুকু শুনিয়াই আমি অধীর হইলাম মনে করিতেছ?

সরয়ু। বাষ্পবারিবিন্দু বর্ষি সৌমিত্রি যখন

রামের সে জটাবল্লী করিল বিকীর্ণ,—

মল্লিকা মুকুলে যেন,—হইল তখন

জগতের হৃদি মাতঃ করুণা-বিদীর্ণ।

যমুনা। সে সময়ে সীতাকে বন্ধুজন কিছু উপদেশ দিয়াছিল ?

সরযূ। দেবি ! বিপরীত বলিতেছেন।—

গহন বিপিন বাসে উৎকণ্ঠিত মনে,
গেল যবে রাজকন্যা প্রিয়তম সনে ;
চরণকমলে মঞ্জু মঞ্জীরের রব,
শিখাইল বন্ধুজনে সাধ্বীর গৌরব।

ইহাও ঘটিল,—

কান্তপদ অনুগামী হেরিয়া সীতার
চরণকমল, বন্ধুজনের নয়ন,—
ক্ষণেক শীতল, ক্ষণে তপ্তবাষ্পভার,—
মুক্তাসম অশ্রুবিন্দু করিল মোচন।

গঙ্গা। এ হর্ষ বিষাদের খেলা।

সরযূ। বন্ধুজন রামচন্দ্রকে এই উপদেশ দিলেন,—

বিদেহ তনয়া বালা, তোমরা চঞ্চল ;
দক্ষিণ দিকেতে দুষ্ট রাক্ষস মণ্ডল ;
স্নেহবশে বলি রাম, নয়-বিচক্ষণ,
দক্ষিণ দিকেতে কভু না কর গমন।

গঙ্গা। তার পর, তার পর ?

সরযূ। তার পর, সেই দিকেই—

গেল রাম ধনু হাতে, যার গুণধ্বনি,
দ্বিগুণিত হ'ল সুরমুরজের রবে ;
চারিদিকে পুরজন-নেত্রপদ্মশ্রেণী,
রচিল অপূর্ব্বদাম বেষ্টিয়া রাঘবে।

যমুনা। সে সময় সুরমুরজধ্বনি হইল কেন ?

গঙ্গা। সখি, জান না? সুরমুরজধ্বনিদ্বারা কোনও গভীর তত্ত্ব ধ্বনিত হইয়াছে। (সবিষাদে) হা দশরথ! সকল গুণের আধার হইয়াও একটী গুণের ভাজন হইলে না কেন?

যমুনা। যে এমন তনয়কে তৃণবৎ বিসর্জ্জন করিল, আপনি সেই রাজার আবার প্রশংসা করিতেছেন?

সরযূ। বালাই, অমন কথা বলিও না।—

কৈকেয়ীর বাক্যে বিগলিত,
হয়ে রাজা ক্ষণ বিচলিত,
মোহে ক্রোধে ভুলিয়া সংশয়ে,
বিসর্জ্জিয়া আপন তনয়ে,—
মণি যথা দস্যুগ্রস্ত জন,—
তৃণবৎ ত্যজিল জীবন।

যমুনা। এ বিষয়ে ভরতের কি সম্মতি ছিল না?

সরযূ। ভরত মাতুলালয় হইতে আসিলে কৈকেয়ীর সহিত তাহার যে কথোপকথন হয় তাহাই ইহার উত্তর দিবে।

গঙ্গা। সেটা কি রকম?

সরযূ। "পিতা কোথা মাতঃ" ; "স্বর্গে" ; "হেতু?" "পুত্রশোক" ;
"কোন্ পুত্র?" "তুমি যার ছোট ;" "হলো কিবা?"
"গেল সে যে বনে ;" "কেন?" "রাজার আদেশে ;"
"কেন হেন আজ্ঞা হল?" "আমার কথায় ;"
"কি ফল হইল বল তাহে?" "তুমি হলে
ধরার ঈশ্বর ;" "হায় মরিলাম আমি।"

গঙ্গা। (সহর্ষে) বাছা ভরত! তুমি রামের অনুজ বটে।

সরযূ। বনে রাম হলে গত, মুনিজন কথামত,
ভরত করিয়া পিতৃ ঊর্দ্ধদেহক্রিয়া,—
ভ্রাতৃশোকে তপ্ত হ'য়ে, পরিবারবর্গ ল'য়ে,
রহিল সে নন্দীগ্রামে গিয়া ;
তথা থাকি অযোধ্যার, বহে সে পালন ভার,
রাজ্যভোগে সতত বিরত ;
কবে রাম ফিরে এসে, নিজ সিংহাসনে বসে,
অপেক্ষায় থাকে সে নিয়ত।

যমুনা। তার পর, তার পর ?

সরযূ। আমি এই পর্য্যন্ত জানি। তারপর কি হইল সেই বৃত্তান্ত নিরূপণ করিবার জন্য আমার নিজজলকমলবনবাসী এক কলহংসকে পাঠাইয়াছি।

(কলহংসের প্রবেশ)

কলহংস। দেবীগণ ! প্রণাম।

তিনজনেই। কমলাবতংস কলহংস ! তোমার আবাস সুখের হউক।

গঙ্গা। আমার বাছারা পথে কি কি করিল প্রথম হইতে সমস্ত বল।

হংস। অনুগামী পুরবাসিগণে,
বিঘ্ন সম করি নিবারণ,—
অগ্রে অগ্রে চলিলেন রাম,
'নয়' মূর্ত্তি করিয়া ধারণ ;
তারপর চলিলেন সীতা,
'বিভূতি' যেন সে পাছে তাঁর ;
তার পর চলেন লক্ষ্মণ,
'সুখলাভ' ধরিয়া আকার।

গঙ্গা। তারপর, তারপর ?

হংস। তারপর কিয়দ্দূরে পথিকেরা বৎসদিগকে বলিল,—

পথ সমতল বালুময়, পৃথ্বী মৃদুকুশাগ্রশ্যামলা,
অদূরে বহিছে ওই দেখ, বেতস্বতী নদী সুশীতলা ;
অগ্রে পুনঃ কুমুদে শোভিত, হের ওই স্বচ্ছ সরোবর,
হংস সারসের কূজনের, কলধ্বনি অতি মনোহর।

আরও—

হেথা শীতচ্ছায় তরু, শাখা হতে হের, মধুবিন্দু ঝরে ;
হেথা ক্ষুদ্র নদী বহে, স্বল্প স্বচ্ছ বারি, আহা কি সুন্দর ;
এখানে কি মিষ্ট গন্ধে কমল-কানন আমোদিত করে,
গুঞ্জামত্তমধুকরীযোগে পদ্মবন কিবা মনোহর।

গঙ্গা। অহো! পথিকদের কথায় পথশ্রমের শান্তি হয়।

যমুনা। তারপর, তারপর ?

হংস। তারপর প্রিয়তমের অনুগামিনী জানকী,—

ভীত দেখি হরিণেরে সকরুণ চিত,
পতি শরাসন নিজ বসনে ঢাকিল ;
ক্ষেত্রপ্রান্তে হেরি নব যবের প্ররোহ,
অবতংস রচি নিজ কর্ণেতে পরিল।

আরও—

সরসীর তীরে তীরে, নিম্নগা সৈকতে
চকা চকী দুই পারে চাহে পরস্পরে ;
মুহূর্ত্তও নাহি পারে আসিতে নিকটে ;
হর্ষশোকে সীতানেত্রে অশ্রুধারা ঝরে।

গঙ্গা। জানকীর আমার অনুকম্পনীয় জীবের প্রতি এমনি করুণা! (পুনরায় সস্নেহে) আমার বাছারা পথিকনীতি অনুসারে চলিতেছে ত ?

হংস। পথিকনীতি আবার কিরূপ ?

গঙ্গা। যতক্ষণ কর্ণ তপ্ত করিবে তপন,
ততক্ষণ চলিবে ক পথবাহী জন ;
যখন রবির তাপ চণ্ড অতিশয়,
তখন বিশ্রাম শ্রেয়ঃ জানিবে নিশ্চয় ;
রবির বিমান যবে লম্বমান হবে,
যাত্রার পুনরুদ্যোগ তখনি করিবে ;
যতক্ষণে কমলিনী মুদিবে নয়ন,
ততক্ষণে পান্থ কর আবাস বন্ধন।

হংস। ভগবতি ! নিত্যপথিকদের পক্ষে এ নিয়ম স্থির থাকে না।

গঙ্গা। হায় ! জানকীর ললিত অঙ্গ কি তবে কঠোর রবিতাপও সহ্য করিতেছে ?

হংস। কাতর হইবেন না।—
তপনের প্রচণ্ড উত্তাপে,
জানকী সন্তাপ নাহি জানে ;

গঙ্গা। (কৌতূহলের সহিত) কি রকম ?

হংস। অনিমেষ লোচনে চাহিয়া,
প্রিয়তম শ্যাম অঙ্গ পানে।

গঙ্গা। প্রিয়তমের প্রতি স্নেহশীলতার গুণে সীতা শুধু আপনাকে নহে, আমাদিগকেও জীবিত রাখিয়াছে।

সরযূ। পালনও করিতেছে।

হংস। অতি চণ্ড তপনের করে উত্তপ্ত ধরণীতল যবে,
পথ যবে হয় সুদুর্গম দৃঢ়কায় পথিকের পায় ;

প্রেমার্দ্র হৃদয়া জানকীর দ্বিগুণিত ধৈর্য্যের প্রভাবে,
প্রিয়তম পদাঙ্কিত ভূমি সুশীতল অনুভব হয়।

যমুনা। পিতঃ দিনকর! নিজ কুটুম্বের প্রতি এমন নির্দ্দয় হইলে কেন?

সরযূ। দেবি বসুধে! তুমি নিজ তনয়া সীতার প্রতিও এত নির্দ্দয় হইলে কেন?

গঙ্গা। (হাসিয়া) উহাঁদের ভর্ৎসনা করিয়া ফল কি? মহাভূতগণ কি কখনও স্নেহের বশবর্ত্তী হন?

হংস। শ্রান্তা জানকীর স্বেদসিক্ত মুখখানি,
মুছাইয়া দেন রাম বল্কল অঞ্চলে;
শ্রমক্লিষ্ট পতিমুখ সীতাও তখনি,
করেন সুস্নিগ্ধ নিজ লোচন-অঞ্চলে।

গঙ্গা। আহা! বিনিময়ের কি কমনীয়তা।

যমুনা। তার পর, তার পর?

হংস। বিশ্রাম আবাস যবে সন্নিকট হয়,
ক্ষিপ্রগতি গিয়া সীতা পদ কতিপয়,
হস্ত হতে ধনু লয়ে, প্রবৃত্তা বীজনে,
ক্লান্ত কান্ত সহ প্রিয় দেবর লক্ষ্মণে,
নবকিসলয় হস্তে, দেখা দেন সতী;
'সমুচিত বিধিক্রিয়া' যেন মূর্ত্তিমতী।

(পুনরায় সকৌতুকে) আরও এই সরস কোমল কথা আপনাদিগকে শুনাইতেছি,—

সীতা হস্তে নবপত্র কম্পন আহূত,
যে শীতল স্নিগ্ধ বায়ু হইল উদ্ভূত;

তাহে কপোলের স্বেদ হলো তিরোহিত,
নয়নের অশ্রু কিন্তু না হলো শমিত।

আরও—

স্থানে স্থানে নানামতে সুমিত্রাতনয়,
সেবায় করেন শান্ত রাঘবের শ্রম;
সজল নয়নে রাম অনুজের প্রতি,
চাহিয়া করেন তার ক্লেশ উপশম।

সরযূ। কতদিনে বৎসেরা রঘুরাষ্ট্র অতিক্রম করিল?

হংস। আপনি কি রঘুগণের আধিপত্য জানেন না?—

সকল নরেন্দ্রশিরোমুকুটের মণি,
পদনখপ্রভাবৃদ্ধি করে ইহাঁদের;
দূর ব্যাপ্ত চারি মহাসাগরলহরী
বিক্ষিপ্ত শুক্তির মধ্য হইতে গলিত
মুক্তামালা বলয়িত সর্ব্ব ভূমণ্ডল,
ইহাঁদের অধিকৃত, শাসিত, পালিত।

উত্তর কোশল তিন চারি দিনেই অতিক্রম করিলেন। তাহার পর পুর-মথন-মৌলি-মালতীমালা স্বরূপ গঙ্গাকে, ও তৎপরে কলিন্দগিরি-করি-কপোল-মদবারিধারা স্বরূপ কালিন্দীকে অচিরেই অতিক্রম করিয়া গেলেন।

গঙ্গা। (যমুনার প্রতি) সখি, তুমি যাহা বলিয়াছিলে তাহাই।

সরযূ। তপন তনয়া কিম্বা দেবী ভাগীরথী,
বিপুল তরঙ্গকর করি' প্রসারণ,
করিলেন কি বা? বনে গেল সীতা সতী,
করে ধরি' না করিলা তারে নিবারণ?

গঙ্গা। (হাসিয়া) সখি! পরোক্ষের মত সমক্ষেই আমাদিগকে বিলক্ষণ তিরস্কার করিলে!

যমুনা। তার পর, তার পর?

হংস। তার পর, শবর শরাঘাতে বিদীর্ণ করি-কুম্ভবিমুক্ত মুক্তাফল নিকরের ন্যায় বিন্ধ্যগিরিনিঃসৃত বারিধারা-সমুজ্জ্বলা, তীরস্থিত লতাবিতান-পরিচ্ছদা, শর্ম্মদা, নর্ম্মদা নদী অতিক্রম করিয়া অচিরে গোদাবরী পরিসরে উপনীত হইলেন, যথায় তীরভূমিস্থ সরস কুসুমকেসর ভ্রমরগণে পরিবৃত থাকায় বোধ হয়, যেন মত্ত করিকর্ণাঞ্চল বিগলিত মদবারিপ্লাবিত কপোলদেশে মধুকরীগণ সহচরসমাগমে আনন্দে নিমগ্ন রহিয়াছে।

যমুনা। হায়, হায়! সেইস্থানেই ত লঙ্কেশ্বর-ভগিনী ক্ষণপ্রমত্তা শূর্পণখা রাক্ষসী পরিভ্রমণ করিতেছে।

হংস। অতিপ্রমত্তা বলুন। সেই ত লক্ষ্মণশরে বিদ্ধ নিজ নাসিকার রুধিরসীধু আস্বাদন করিয়াছে।

গঙ্গা। (সাতঙ্কে) এ কথা শুনিয়া জনস্থানবাসী নিশাচরমণ্ডলী কি করিল?

হংস। তাহারা কুন্ত, করবাল ও কার্ম্মুক লইয়া রামের প্রতি ধাবিত হইল।

গঙ্গা। তার পর, তার পর?

হংস। তার পর, লক্ষ্মণ রামভদ্রকে বলিল—

"আর্য্য! আমার এই—

নিশাচররাজভগ্নীনাসাবিনিঃসৃত
রুধির বিলিপ্ত খর শানিত কৃপাণ,
উৎকণ্ঠিত এবে পুনঃ রাক্ষস কণ্ঠের
কর্দ্দমাক্ত রক্তধারা করিবারে পান।"

রামভদ্র বলিলেন—"বৎস ! ইহা যথার্থ বটে, কিন্তু অবলাজন স্বভাবতঃ ভীরু, অতএব তুমি উন্মুক্ত করবাল হস্তে পর্ণশালা রক্ষা কর, যাহার মধ্যে জানকী রহিয়াছেন ; এই আমিই অচিরে—" এই বলিয়া কথা অসমাপ্ত রাখিয়া তখনি নিশাচর চক্রের প্রতি ধাবিত হইয়া তৎসহ মিলিত হইলেন।

গঙ্গা। (সত্রাসে) তাহার পর কি হইল ?

হংস। অতঃপর, সমর-বিজয়োৎসাহে গম্ভীর নিনাদে,
জাগাইয়া প্রতিধ্বনি দশদিকে শব্দের গৌরবে,
ডাকিল লক্ষ্মণে,—

সরযূ। কে, রাম ?

হংস। না, না।

সরযূ। দেবি ভাগীরথি ! আমাকে রক্ষা করুন ! বোধ হয় "নিশাচর-চক্র" বলিবার উপক্রম করিতেছে।

হংস। যেন রক্ষ কুল বিনাশ ক্রীড়ায়
কিছু মন্দীভূত-রোষ, রামের সে সর্ব্বজয়ী ধনু।

সরযূ। আঃ ! বাঁচিলাম ! তীব্র রৌদ্রের পর যেন পীযূষবৃষ্টি হইল।

যমুনা। তার পর, তার পর ?

হংস। তার পর, শত শত আনন্দিত মুনিজনের সাধুবাদ শুনিতে শুনিতে উহাঁরা কিয়দ্দিন অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর আবির্ভূত এক তরুতলে,
অতি মনোহর এক মৃগ হিরণ্ময় ;
মুকুতামণ্ডনে দেহ ভাগে ভাগে জ্বলে,
প্রবালের শৃঙ্গ, কুরুবিন্দ নেত্রদ্বয়।

গঙ্গা। (স্বগত) নিশ্চয় ইহা অনর্থের মূল। (প্রকাশ্যে) তারপর, তারপর ?

হংস। স্মর-চাপ-জয়ী চারু ভ্রু-ধনু ভূষিত,
সীতার সে নীলোৎপল-নয়ন-উপান্ত ;—
যুবতী-ভ্রু-লতা-জয়ী চাপ সমন্বিত
সীতার সে নীলোৎপলশ্যাম প্রাণকান্ত ;—
দুই ধনুর্দ্ধর, মহা কুতূহল বশে,
যুগপৎ ছুটিল সে হরিণ উদ্দেশে।

তার পর,—
ত্রাসাতুর হরিণের সঙ্গে সঙ্গে যেন,
জানকীর হৃদয় হইল দূর গত ;
আশ্রম ছাড়িয়া দ্রুত ছুটিল লক্ষ্মণ,
ধনু হাতে ; হেনকালে ভিক্ষু সমাগত।

গঙ্গা। তার পর, তার পর ?

হংস। তার পর,—
অন্তরীক্ষে থাকি আমি হেরিনু সভয়ে,—
এখানে হরিণে রাম ত্যজিলেন বাণ,
ওখানে সৌমিত্রী দ্রুত আসিছে ছুটিয়ে,
সেখানে ভিক্ষুরে সীতা করে ভিক্ষা দান।

সরযূ। তার পর ?

হংস। কনক হরিণ গাত্রে বাণপাত হেরে,
সভয়ে বুজিনু আঁখি, বিমুখ হৃদয় ;
দ্রুতগতি নামিলাম আসি তব তীরে,
হে সরযূ! নিবেদিতে বৃত্তান্ত নিচয়।

তবে এক্ষণে আমাকে দেবীগণ অনুমতি করুন, আমি বড় শ্রান্ত হইয়াছি, সলিলে অবগাহন করি।

তিনজনে। সস্মিত-সরোজ এই অতি রম্য সরসের স্বচ্ছ জলে
বিহর, পুরস্ত্রী নূপুরের ধ্বনি শুনি সদা কুতূহলে।

গঙ্গা। সখি সরযূ! এই বৃত্তান্ত সকল আমার মনকে কাতর করিতেছে।

সরযূ। কাতর হইবেন না। এই নূপুর প্রসঙ্গেই আমার মনে পড়িল, বনগমনোদ্যতা জানকীকে পতিব্রতা নারীগণের শিরোরত্ন স্বরূপা অরুন্ধতী নূপুরদ্বয় হস্তে লইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন,—

"চমূরু-নয়নে! মৃদু-রুণু-ধ্বনি-যুত
এ মণি নূপুর পর আপন চরণে;—
যাহার মহিমা গুণে দিনেকের তরে,
বিরহ কভু না হয় প্রিয়তম সনে।"

জানকী তাহাই করিল।

গঙ্গা। এখন কিঞ্চিৎ শান্ত হইলাম। আমার সখী সত্যবাদিনী। তবে এস, এই বৃত্তান্ত রঘুকুলবৎসল সাগরকে নিবেদন করি।

(সকলের পরিক্রমণ)

গঙ্গা। (সবিস্ময়ে) অহো! প্রবাহবেগাতিশয় বশতঃ আমরা অল্পক্ষণেই বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছি। কারণ অদূরেই কল্লোলিনীকান্ত সাগর গোদাবরীর সহিত কি আলাপ করিতেছেন দেখা যাইতেছে।

(গোদাবরী সহ সাগরের প্রবেশ)

সাগর। তার পর, তার পর?

সরযূ। একি! এখানেও যে একটা কি বৃত্তান্তাবশেষের প্রস্তাব চলিতেছে।

যমুনা। হয়ত হংস যাহা জানিতে পারে নাই তাহাই হইবে।

গোদাবরী। তারপর,—

রাম-বাণ-বিদ্ধ-হৃদি স্বর্ণাঙ্গ কুরঙ্গ,
রুধিরাক্ত-বক্ষ রক্ষ মারীচ আকার
ধরিল সহসা ; হ'ল ভিক্ষুও তখনি
কুণ্ডল-মণ্ডিত দশানন-রূপ-ধর।

গঙ্গা। হায় মরিলাম! (চিন্তা করিয়া) অথবা ভয় কি? সে নূপুর দুটী ত আছে।

সাগর। আমার বধূটিকে রাক্ষস স্পর্শ করিল নাকি?

গোদাবরী। স্পর্শ করে নাই।

সাগর। কেন?

গোদাবরী। তাই বলিতেছি,—

রজনী-চরের করস্পর্শ নিবারিতে,
গাত্রে ছিল অঙ্গরাগ অনসূয়া কৃত ;
তা' হ'তে অনলপুঞ্জ পীতোজ্জ্বল জোতিঃ
সীতার শীতল অঙ্গ করিল আবৃত।

সাগর। অহো! অত্রিপত্নীর কি তপঃপ্রভাব।

গোদাবরী। তারপর, রাবণ বরুণমন্ত্রচিন্তন দ্বারা আহূত নূতন মেঘাঞ্চলে কর আবৃত করিয়া স্পর্শ করিল। তখন—

"হা রাম! হা রমণ! হা জগদেকবীর!
হা নাথ! ভুলিলে মোরে কেন, রঘুপতি?"
এইরূপে বিলাপিনী বিদেহ কন্যারে
শূন্যমার্গে লয়ে গেল রাক্ষসের পতি।

সরযূ। অয়ি ভাগীরথি! আমাদের অদৃষ্টে অরুন্ধতী-বাক্যও কি মিথ্যা হইবে।

গঙ্গা। না, না।

সাগর। (সবিষাদে) তার পর ?

গোদাবরী। তারপর, শৈলশিখরাধিবাসী বিহঙ্গরাজ জটায়ু পথরোধ করিয়া রাবণকে বলিল,—

রে পাপি ! সম্মুখে মম চোরের মতন,
হয়েছিস্ সমুদ্যত অপহরিবারে,
রঘুতিলকের বধূ জনককন্যারে,
গিরিশ শিরঃশায়িনী শশিকলা সম ?
এই আমি প্রখরনখরমুখাঘাতে,
ছিন্ন করি' তোর মুণ্ড মুকুটশোভিত,
সংহারিব তোরে আজি, গরুড় যেমতি
বধ করে সুধাকাঙ্ক্ষী কুটিল উরগে।

গঙ্গা। এই সেই নূপুরের প্রসাদ।

সাগর। তার পর, তার পর ?

গোদাবরী। কুলিশকঠোর তার নখর আঘাতে,
রাক্ষসরাজের অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হল ;
হল ভগ্ন রথ হেম-আভরণময়,
সীতালাভ-মনোরথ কিন্তু না ভাঙ্গিল।

সাগর। তার পর ? তার পর ?

গোদাবরী। তার পর, উহাদের প্রখর নখর-করবালাঘাত-ভৈরব সমরসংরম্ভভীতা রাবণের হস্তেকস্থিতা জানকীর,—

সহসা চরণ হ'তে বাজিতে বাজিতে,
স্খলিত নূপুর একখানি আচম্বিতে,

করুণ নিনাদে যেন কাঁদিতে কাঁদিতে,
পতিত হইল আহা আসি পৃথিবীতে।

গঙ্গা। হায়! এক্ষণে আমরা নিরাশ হইলাম।

গোদাবরী। "আঃ খল! থাক্ তুই, থাক্, হলি হত!"
বলিতে বলিতে মুখে কথা এই মত,—
রাবণের করে, আহা, হয়ে খড়্গাহত,
দূর হতে ভূমে হ'ল জটায়ু পতিত।

সাগর। হা বৎসে জানকি! তোমাকে এখন নিশাচরে লইয়া গেল! (মূর্চ্ছা)

গঙ্গা। (নিকটে গিয়া বস্ত্রাঞ্চলে ব্যজন করিতে করিতে) হে রঘুকুলবৎসল! সমাশ্বস্ত হউন! সমাশ্বস্ত হউন!

সাগর। এখানে গঙ্গাও আছেন নাকি?

গঙ্গা। যমুনা সরযূও আছেন।

সাগর। তবে তোমরা আমাকে ধারণ কর। আমি শোকতরঙ্গে মরিলাম।

গঙ্গা। অধিক কাতর হইবেন না। কারণ, প্রায়ই,—
দুরাত্মার সম্পদও পরিণত দুখে,
মহাত্মার বিপদের অবসান সুখে।

সরযূ। সখি গোদাবরি! নূপুরের বৃত্তান্ত জান কি?

গোদাবরী। হাঁ, বনদেবতা বলিয়াছেন, নূপুর লইয়া এক বানর ঋষ্যমূকের দিকে গিয়াছে।

সাগর। রামভদ্রের বৃত্তান্ত কি?

গোদাবরী। রামভদ্রও সীতাবিরহে বিহ্বল হইয়া লক্ষ্মণকে অবলম্বন করিয়া সেই দিকেই গিয়াছেন।

(নেপথ্যে। সখি কালিন্দি! তোমার অদৃষ্ট ভাল।)

যমুনা। আমার সূচিশলাকাবিদ্ধ নখগুলি কে আবার অলক্তক রসে সিক্ত করিতেছে ?

(তুঙ্গভদ্রার প্রবেশ)

তুঙ্গভদ্রা। নদীনাথের জয় হ্উক ! জয় হ্উক !

সাগর। কালিন্দীর আবার ভাগ্য ভাল কিসে ?

তুঙ্গভদ্রা। ভাই সুগ্রীব চক্রবর্ত্তী পদ লাভ করিয়াছেন।

যমুনা। এখন চন্দন ও রৌদ্রের প্রলেপ উভয় পার্শ্বে অনুভব করিতেছি।

সাগর। বালিপালিতা কপিরাজলক্ষ্মী কিরূপে সুগ্রীবকে আশ্রয় করিলেন।

তুঙ্গভদ্রা। এখনও বালির কথা বলিতেছেন ?

সাগর। কেন বল দেখি ?

তুঙ্গভদ্রা। নূপুরদানে রামচন্দ্রের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া ও তাঁহার নিকট আপনাকে ও সুগ্রীবকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত হনূমান এরূপ কার্য্য করিয়াছেন যে,—

হেমমৃগসম হেলায় রাঘব বধিয়া বালিরে,
প্রণত সে রবিসুতে কপিরাজ্যে অভিষেক করে',
অরাতিনিধন সাধি বানর-নৃপতি করি তারে,
পরিতুষ্ট করিলেন নিজকুলগুরু দিনকরে।

সাগর। তার পর কি হইল ?

তুঙ্গভদ্রা। তার পর, সুগ্রীবও—

"ললিতসৌরভহীনা ম্লানমালা সম ম্রিয়মাণা,
দিনকরবধূটীরে স্থানে স্থানে কর অন্বেষণ ;"

এই বলি, কুমুদ, অঙ্গদ, নীল, নলাদি বানরে,
হনূসহ দিশি দিশি আপনিই করিল প্রেরণ।

সাগর। এক্ষণে পুনরুজ্জীবিত হইলাম।

গোদাবরী। আপনি একাই কি? এখন ব্রহ্মাণ্ডশুদ্ধ লোক জীবিত হইল।

সাগর। তাহাই বটে। রামচন্দ্রের মাধুরী সকলের মনেই সমভাবে বিরাজমান। এই স্থানেই দেখ না কেন,—

যমুনা তপনজন্যা, গঙ্গা ভগীরথকন্যা,
আমি হই সগরসন্ততি;
সরযূ নিকটে বহে, মোদের বিচিত্র নহে,
পক্ষপাত রঘুকুল প্রতি।
তোমাদের দুইজন, নহ ত এত আপন,
কি সম্বন্ধ রঘুকুল সনে?
তবে কেন রাম তরে, তোমাদের আঁখি ঝরে,
এ বাৎসল্য হ'ল কি কারণ?

(ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া সবিস্ময়ে—)

বজ্রপাতে ছিন্ন পক্ষ এবে সব গিরি.
মৈনাক আমার জলে সদা মগ্ন হেরি;
এবা কোন্ শৈল দেখি সুবিশাল কায়,
হিমাদ্রি বা বিন্ধ্য মোরে দ্রুত লঙ্ঘি যায়?

তবে এস, সকলে গিয়া নিরূপণ করি, এ কে?

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ অঙ্ক

(রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

রাম। প্রখর রবির তাপ বাড়িতেছে অতি ;
ছায়া সেবি তরুতলে চলরে লক্ষ্মণ !

লক্ষ্মণ। কোথা রবি, কোথা রৌদ্র ? কহ রঘুপতি ;
হিমকর উঠে ওই, রাতি যে এখন !

রাম। কেমনে জানিলে ভাই ?

লক্ষণ। কুরঙ্গ নিরখি ;

রাম। কোথা মম কুরঙ্গাক্ষী সীতা শশিমুখী ?

(পুনরায় অবলোকন করিয়া) ওঃ ! উত্তাপে প্রতারিত হইয়াছি ! এ যে গগনতলারোহী রোহিণী-হৃদয়-নন্দন চন্দ্র !

(চন্দ্রের প্রতি—)

নিশাকর ! তব কর কৈরবের মিতা,
ধন্য সে, দেখিছে সব জাগরূক থাকি ;
কেন না বলিছ তবে কোথা মম সীতা ?
মৃগসহচর তুমি নিশাচর নাকি ?

লক্ষ্মণ। (স্বগত) আর্য্যের মন এই বিপত্তরঙ্গে তরলীকৃত হইল নাকি ? তবে অন্যদিকে লইয়া যাই। (প্রকাশ্যে) আর্য্য ! এদিকে দেখুন, চকোর চপল চঞ্চুপুটে জ্যোস্নাবারি আচমন করিতেছে।

রাম। (চকোরের প্রতি—)

হে চকোর! মনোবাঞ্ছা পুরাও আমার,
জানকী বদন শশী করি মোরে দান ;—
শশীরে ছাড়িয়া নিজ প্রিয়া সহ যার
কপোলের কান্তিসুধা করেছিলে পান।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! এদিকে দেখুন, এই শরৎকৃশা তরঙ্গিনীর তরঙ্গ নিশাকরের কিরণ অনুকরণ করিতেছে।

রাম। (অবলোকন করিয়া—)

কল্লোলিনি! তোর মত হরিণাক্ষী মম,
দিনে দিনে কৃশতরা হইতেছে আহা ;
প্রভেদ কেবল এই দেখি স্ফুটতম,—
নিসর্গ-শীতলা তুমি, সীতা তপ্তদেহা।

লক্ষ্মণ। এদিকে দেখুন, অনিদ্র নীলনলিনী বনে ভ্রমর কেমন বিলীন হইয়া রহিয়াছে।

রাম। (অবলোকন করিয়া) অহো! কে এই বিহঙ্গ?—

নিজপ্রিয়া সহ তুমি তা'র বসিতে ক্ষণেক কর্ণোৎপলে ;—
বিশাল নয়নপ্রান্ত সহ যাহা মিলি হয়ে যেত এক,
কান্তির সাদৃশ্য হেতু, শুধু আমোদে প্রভেদ দিত বলে';—
গুঞ্জন করিতে মৃদু ; কোথা সেই মুখ? দেখাও বারেক!

লক্ষ্মণ। (সাতঙ্কে) আর্য্য! ইহাকে দেখিবেন না?

রাম। (অবলোকন করিয়া) কে এই বিহঙ্গ?—

বাহিরে কুঙ্কুমরেণু রাগে সুরঞ্জিত ;
অন্তরে দয়ার রাশি হৃদয়ে সঞ্চিত ;

নদী পারে একা করে করুণ রোদন ;
প্রিয়ারে হেরিছে, কাছে না করে গমন ।

(চিন্তা করিয়া) এঃ নিশ্চয়ই প্রিয়া-বিরহে বিদারিত-হৃদয় হতভাগ্য চক্রবাক্ ।

লক্ষ্মণ। অহো কি প্রমাদ !

রাম। এই একজনই দেখিতেছি সমদুঃখতা হেতু আমার সমান অবস্থাপন্ন। অথবা ইহার সহিতই বা আমার অবস্থাসাম্য কোথায় ?—

চন্দ্রোদয়ে সহে বটে প্রিয়ার বিরহ,
দিবসে এ প্রিয়া সহ থাকে অহরহ ;
আমি কিন্তু জানকীর বিরহে কাতর,
যাপিতেছি দিবারাতি শতেক বাসর ।

লক্ষ্মণ। আর্য্য ! এদিকে এই মুকুলিত কমলিনীর নিকট সঞ্চরণকারী কলহংসের দিকে দৃষ্টিপাত করুন।

রাম। (অবলোকন করিয়া—)

কলহংস যুবা এই যেতেছে চলিয়ে,
অকরুণ শশিপাদ প্রহার মূর্চ্ছিতা,
অতি ক্লান্তা নলিনীরে হেরি চেয়ে চেয়ে,
নিজ নখ স্পর্শোৎফুল্ল কুচপদ্মাযুতা ।

(চিন্তা করিয়া) ইহাদের মত জীবেরও সহচরীজনের প্রতি চিত্ত অনুকম্পায় কোমল হয়, কিন্তু রামের নিসর্গ-কঠিন হৃদয় কোমল হয় না ।

লক্ষ্মণ (স্বগত) এখনও ইঁহার চিত্তে জানকীর ইন্দ্রজাল বিকশিত হইতেছে।

(নেপথ্যে। সখে রত্নেশ্বর ! বহুদিনের পর দর্শন দিলে।)

লক্ষ্মণ। (শ্রবণ করিয়া) এ কি ?

(পুনর্নেপথ্যে। বয়স্য চম্পকাপীড় ! তাহাই বটে। আমি এতদিন অখিলমায়ানিধি ময়নামক দানবের পুত্রী নিজ সহোদরা মন্দোদরীর অনুবর্ত্তন জন্য লঙ্কায় কৃতালয় চিত্ররূপ নামক দানবের নিকট ইন্দ্রজালকলা শিক্ষা করিতেছিলাম।)

লক্ষ্মণ। নিশ্চয় এই কর্ণামোদজনক বাক্য কোনও বিদ্যাধরদ্বয়ের কথোপকথন হইবে।

(পুনরায় নেপথ্যে। সখে রত্নেশ্বর ! তবে আমার নিকট নিজকলা-প্রদর্শন তোমার ঋণস্বরূপ।)

(পুনরায় নেপথ্যে। বয়স্য চম্পকাপীড় !

সুরাসুর, নিশাচর, নর,
নাগ, সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর,
সকলের দর্শনীয় চিত্র,
দেখাইব কাহার চরিত্র ?

অথবা অন্যের প্রয়োজন কি ? লঙ্কায় কোন সরস রমণীয় চরিত্র তোমাকে দেখাইতেছি।)

লক্ষ্মণ। আর্য্য ! এদিকে দেখুন, একটা অযত্নোপনীত দ্রষ্টব্য।

রাম। (কর্ণপাত না করিয়া—)

দেখা দাও, হে বৈদেহি ! এই গোদাবরীর পুলিনে,—
লক্ষ্মণের পদাঙ্কিত,—যেইস্থানে কলহংসকুল,
শুনিবারে উৎকণ্ঠিত তব মণিনূপুরনিক্কণে,
ছুটিয়া বেড়ায় সদা, কৌতূহলে হইয়া আকুল।

লক্ষ্মণ। এখানে কোথায়ই বা বৈদেহী, আর কোথায়ই বা গোদাবরী !

রাম। (চিন্তাকরিয়া) একি? মতিবিভ্রমপ্রযুক্ত প্রতারিত হইলাম না কি? (চিন্তাকরিয়া) অথবা কৃতার্থীকৃতই হইলাম। ইহাদ্বারাই আমার,—

স্মৃতিপথে এল পুনঃ দিনগুলি সবে,
আনন্দে কেটেছে যাহা নিমেষের সম;
গোদাবরী তীরস্থিত তপোবনে যবে,
সীতা ও লক্ষ্মণ ছিল উভপার্শ্বে মম।

(পুনরায় প্রত্যাশার সহিত,) এবং—

পুনরায় যেন সেই বাক্যসুধারাশি,
পক্ষ্মলদৃশীর মম শ্রবণে পশিলা;
ঢেলেছিল যাহা হর্ষদীপ্তমুখশশী,
দেখাইতে গোদাবরীপদ্মবীচিলীলা।

(নেপথ্যে। হে সুভগ রঘুকুলচন্দ্র! তব অঙ্গে,
চামর হেলায় হের শীতল তরঙ্গে;
গোদানদী আপনি আবরি' তব গাত্র,
ধরি' আছে ধবল কমল আতপত্র।)

রাম। (সহর্ষে) অহো! এইত সেই প্রিয়তমার সমালাপ!

তেমনই—

পরিমিত কমনীয় কোমল বচন,
সরস, মধুর, কাকু-মিশ্রিত রচন;
বীণার পঞ্চমস্বরসম মিষ্ট স্বর,
কোকিলকণ্ঠের মত মূর্চ্ছনা মধুর।

তবে প্রেয়সী কোথায়? (অবলোকন করিয়া) তবে কি এটা চন্দ্রলেখাবিহীন চন্দ্রালোক নাকি?

(যথারূপধারিণী জানকীর প্রবেশ)

রাম। (সসম্ভ্রমে) প্রিয়ে! আসিয়াছ? (নিকটে যাইতে উদ্যত)

লক্ষ্মণ। (রামের হস্তধারণ করিয়া) ব্যস্ত হইবেন না। এটা বিদ্যাধরোপনীত ইন্দ্রজাল মাত্র।

রাম। (নিরীক্ষণপূর্ব্বক) এ কিরূপ সন্নিবেশ? এই যে—

এক করে ধরিয়াছে তরুশাখাটীরে,
বেষ্টিয়া শিথিল তা'র বাহুলতা দিয়া;
আর করে নিবারিছে তপনের করে,
তপ্ত ক্লিষ্টকান্তি নিজ কপোল বেড়িয়া;
কাঞ্চীহীন নিতম্বে ঝুলিছে কেশভার,
নেত্রকোলে বাষ্পকণা পক্ষ্ম শোভে তার।

নিশ্চয়ই ইনি অশোকের শাখাগ্রকে সখীর ন্যায় অবলম্বন করিয়া নিদ্রাগতা হইয়াছেন। তাই,—

আঁখি দুটী আমীলিত নীলোৎপল প্রায়,
নবমল্লীসম অঙ্গ এলায়িত তায়।

(পুনরায় চিন্তা করিয়া) ইনি নিশ্চয়ই কোন হৃদয়ানন্দদায়ী স্বপ্ন দেখিতেছেন। তাই,—

আলাপে স্ফুরিতাধর ধরে, কম্পযুত প্রবালের আভা;
আনন্দসঞ্জাত অশ্রুকণা, ধরিয়াছে মুকুতার শোভা।

সীতা। (নয়ন উন্মীলন করিয়া) হায়, হায়! আমার সম্বন্ধে পৃথিবী অন্যরূপ হইয়া গেল! কোথায়ই বা গোদানদী আর কোথায়ই বা সে নীলোৎপলশ্যামল রাম? কোথায় লঙ্কা, আর হায়! কোথায় রামৈকজীবিতা সীতা! (মূর্চ্ছা)

রাম। অয়ি বসুধে!

এ জগতে অবলার সাররত্নভূতা,
যারে গর্ব্ভে ধরি নাম রত্নগর্ব্ভা আহা
সার্থক তোমার, সেই সীতারে মূর্চ্ছিতা
হেরিয়া না হলে দীর্ণ, তুমি সর্ব্বসহা।

তবে সীতার মূর্চ্ছাপনয়নের জন্য ইঁহাকে অনুরোধ করি। অথবা অনুরোধ করিয়াই বা কি হইবে?—

নিজ সুতা সীতারেও তিনি,
নাহি করিবেন উদ্বোধন;
নিজ সন্তানেও দয়াহীন,
কঠিন প্রকৃতি যেইজন।

তবে একেই অনুরোধ করি।—

হে অশোক! শীঘ্র নিজ সখীরে জাগাও,
কিসলয়করে করি সীকর সিঞ্চন;
করেছে সে তব আলবালে অনুদিন,
নেত্রপদ্ম হ'তে ঘন অশ্রু বরিষণ।

একি! আমার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া প্রত্যাখ্যান করিল? বৃক্ষের কি কৃতঘ্নতা! (অবলোকন করিয়া) আমার স্বভাবতঃ প্রিয়-ভাষিণী প্রিয়তমার কোন সখীজনও কি এখানে নাই?

(ত্রিজটার প্রবেশ)

ত্রিজটা। জানকি! সমাশ্বস্ত হও! সমাশ্বস্ত হও!

সীতা। (সংজ্ঞালাভ করিয়া) আমার প্রিয়সখী ত্রিজটা না কি?

ত্রিজটা। সখি! তোমার এই মধুর মুখরেখা দেখিয়াই বোধ হইতেছে যে তুমি কোন প্রিয়বস্তু দর্শন করিয়াছ।

সীতা। হাঁ, আমি এইমাত্র স্বপ্নে দেখিলাম, স্বয়ং গোদানদী স্বহস্তধৃত তরঙ্গচামর ও ধবলকমলাতপত্রদ্বারা আর্য্যপুত্রের পরিচর্য্যা করিতেছেন।

ত্রিজটা। তবে তোমার ভাগ্য ভাল। এটা সুখস্বপ্ন বটে।

সীতা। আমি রামৈকচিন্তা, আমার স্বপ্নে বিশ্বাস কি?

ত্রিজটা। তবে কি তুমি এটা চিন্তাস্বপ্ন মনে করিতেছ? না, তাহা নহে। চিন্তাস্বপ্নও কখন এরূপ অচুম্বিত বিষয়ে অবগাহন করে না।

সীতা। অচুম্বিত আবার কি?

ত্রিজটা। যাহা ভাবা যায় না।

সীতা। এ জগতে তাহাও ত ঘটে, মনে যাহা ভাবা নাহি যায়,—
রামচন্দ্র মুখ না দেখিয়া, সীতাও জীবিত এ ধরায়।

তবে কি এরূপ স্বপ্ন বা জীবনের দ্বারা রামচন্দ্র কর্তৃক উপেক্ষিত হইলাম?

রাম। পাপ শান্ত হউক! প্রিয়ে! আমার হৃদয়ের মধ্যে বাস করিতেছ, তথাপি আমার হৃদয়বৃত্তি জান না?

সীতা। অথবা, হরমুকুটস্থ চন্দ্রে কেন কলঙ্ক আরোপ করিতেছি? আমি জানি আর্য্যপুত্র এ পর্য্যন্ত আমার বৃত্তান্ত অবগত নহেন।

রাম। প্রিয়ে! এক্ষণে উচিত অনুমান করিয়াছ।

সীতা। (চিন্তা করিয়া) কেন?—

বাচাল নূপুররব বলে নাই কিরে,
নাথের নিকটে মম বৃত্তান্ত দুখের?
অথবা বিধুর বিধি করিল তাহারে,
শব্দহীন, কথা নাহি খসিতে মুখের।

(নেপথ্যে। অহে লঙ্কাবাসিগণ ! সাবধান থাক। এই দিকে—

উন্নত প্রাকার লঙ্ঘি পশিল লঙ্কায়,

অতি বলশালী এক কপি মহাকায়।)

(উভয়ের শুনিয়া ত্রাস অভিনয়)

(পুনরায় নেপথ্যে।—

ওই ধায় তার দিকে কুপিত কুমার,

রাক্ষসপতির পুত্র অক্ষ নাম যার।)

সীতা। একি ! মহীধরের সহিত অশোকবন কাঁপিতেছে কেন ?

ত্রিজটা। (চিন্তা করিয়া—)

হিমকর করদীপ্ত কামের প্রভাবে,

লজ্জা ত্যাগ করি, এই কাননের পথে,

আসে লঙ্কেশ্বর, ওগো রামগতপ্রাণে !

জানাতে তোমারে নিজ প্রেম-মনোরথে।

সীতা। (ত্রাস অভিনয়)

(রাবণের প্রবেশ)

(সীতার পরাঙ্মুখ হইয়া অবস্থান)

রাবণ। কাম-পীড়াবিগলিত অশ্রু প্রক্ষালিত

স্বর্গলক্ষ্মীকুচলিপ্ত কুঙ্কুমাপহারী,

সুরগজদন্তাঙ্কিত বিশ্বজয়ঘোষী,

বক্ষ মম, আলিঙ্গন যাচিছে তোমারি।

সীতা। (কর্ণপাত না করিয়া) পুনর্ব্বার রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র দেখিতে পাইব কি ?

ত্রিজটা। জানকি! লঙ্কেশ্বরের এই প্রলাপবাক্যে অন্ততঃ কর্ণ-দানটাও কর।

রাম। বেশ বলিয়াছ, ত্রিজটে! 'প্রলাপবাক্য' যে বলিয়াছ।

রাবণ। ছন্দোৎসবচ্ছেদী শিব তুষিলা যখন,
নবোদ্গত নবশিরঃ করিলাম নত ;
ক্রুদ্ধ যে দশম শিরঃ না করি নমন,
সেও প্রেম যাচে তব পদাব্জে প্রণত।

সীতা। মধুরগুঞ্জনরত মধুকর সহ,
বকুলমুকুলচয় লয়ে নিজ করে,
রঘুপতি ভূষিতেন যেই কর্ণদ্বয়,
বিরচিয়া অবতংস অনুরাগভরে ;
সেই কর্ণদ্বয়, শুনি হেন পাপ-বাণী,
পড়িল না খসি? কিম্বা অন্তর কুটিল
হায় যাহাদের, তারা বুঝি বা এমনি
স্বভাবতঃ অকৃতজ্ঞ, অতি ক্রূরশীল।

রাবণ। অয়ি জানকি! কেবল একবার আমার প্রতি চাহিয়া আমাকে সম্ভাবিত কর।

সীতা। অরে নিশাচর! এরূপ প্রার্থনাভঙ্গজনিত অপমানেরও ভয় করিলে না? তবে কি রামকেও ভয় করনা না কি?

রাবণ। অহো! কে এই রাঘব যাহাকে লোকে রাম বলিয়া থাকে? (হাসিয়া—)

হেলায় যাহার এক অসিধারী বাহু
ত্রিভুবন করে বশ, সেই রাবণের
কাছে কেবা **রাম**?

কেবল তোমারি জন্য, ওলো সুবদনি !
অচিরে শাণিত শরে বধিবে আমারে,
সর্ব্বজয়ী রাম।

সীতা। এটা সত্য।

রাবণ। (স্বগত) বিপরীত কিছু বলিলাম না কি ?

(শ্লোকটী পুনরায় বিপরীত পাঠপূর্ব্বক) অয়ি জানকি ! এক্ষণে নয়নামৃত দ্বারা আমাকে জীবিত কর।

সীতা। সেই সময়ে তোমাকেও জানকী দর্শন করিবে, লঙ্কেশ !

রাবণ। (আশান্বিত হইয়া) তবে সময়টা বল। এই আমি—
প্রস্তুত ত্যজিতে মম জায়া মন্দোদরী,
তব পদপ্রান্তে দিতে রাজ্য জলাঞ্জলি ;—
বহুবাক্যে কিবা ফল,—তোমাতরে পারি
ছেদন করিতে করে নিজ শীর্ষগুলি।

সীতা। খদ্যোতের আলোকে কি পদ্মিনী প্রস্ফুটিতা হয় ?

রাবণ। (সক্রোধে) আঃ পাপিনি ! তপন ও খদ্যোতে যত প্রভেদ, রাম ও রাবণে তত প্রভেদ ? তবে এই তোমাকে বধ করিতেছি ! (খড়্গ নিষ্কোষিতকরণ)

রাম। হা জানকি ! কি অবস্থা হবে তব এবে ?
(চিন্তিতভাবে—)
ধিক্ বিধি ! এ যে হেরি বিপাক ভীষণ ;
(সক্রোধে—)
রে পাপ রাক্ষস ! এই হলে তুমি হত !
(ব্যগ্রভাবে—)
হে বৎস লক্ষ্মণ ! ধনু ! ধনু এই ক্ষণ !

লক্ষ্মণ। আর্য্য! এই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার দেখিয়া বৃথা ব্যস্ত হইতেছেন কেন?

রাবণ। অয়ি জানকি! এই সেই কালভুজঙ্গসদৃশ উন্মুক্ত করাল করবাল। তবে এখনও ইহার ঔষধ স্বরূপ দশাননের ভুজালিঙ্গনে সম্মত হও।

সীতা। ক্ষান্ত হও, হে রাক্ষস! বাক্যব্যয় বৃথা;
মম কণ্ঠসীমাস্পর্শ, সাধ্য কার, করে?—
বিনা নীলোৎপলশ্যাম রামবাহুলতা,
অথবা কৃপাণ তব, নিষ্কৃপ অন্তরে।

রাবণ। ইহার পর আর কালক্ষেপণ বৃথা। তবে আমি এইক্ষণেই ইহার কণ্ঠ-রুধিরে কালিকার অর্চ্চনা করি। (খড়্গের ধার পরীক্ষা)

রাম। হায়!—
অকরুণ বিধি; ঘনতমঃ স্ফীত হ'য়ে ব্যাপিল ভুবন;
জলধি-সলিলে মগ্ন বিশ্ব; আজি বুঝি হবে যুগান্তর;
কুবলয়দলমালা শোভিত যে গলে, হরষে মগন,—
সেই সীতা-কণ্ঠে বুঝি পশিল কৃপাণ, নিষ্ঠুর-অন্তর!

(পুনরায় বিবেচনা করিয়া—)
নিরদয় রাহু বুঝি দশনে দংশিছে চারু চন্দ্রকলা;
দাবানল দহে বুঝি নব চান্দনী-লতিকা বারে বারে;
দুষ্ট করী ওই বুঝি উন্মত্ত হইয়া ছিঁড়ে পদ্মমালা;
উৎপাটিত করে বুঝি মূল হ'তে, নলিনীরে ধরি' করে।

সীতা। ওরে চন্দ্রহাস! তাপ মম হর,
রামের বিরহ অনলের জ্বালা;

মুক্তাচূর্ণ জিনি কান্তি তুমি ধর,
ধারে তব বহে ধারা সুশীতলা।

রাবণ। কে এখানে আছ হে! শীঘ্র আমার হস্তে কপালপাত্র দাও, আমি ইহার কণ্ঠ-রুধির গ্রহণ করি। (অশোকতরুর অন্তরাল হইতে হস্ত-প্রসারণ) একি! কে যে আমার করতলে কপাল ন্যস্ত করিল! (দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া) অহো! এ ত কপাল নহে, এ যে কাহার অশস্ত্রচ্ছিন্ন মুণ্ড দেখিতেছি! (চিন্তা করিয়া) এ কাহার শিরঃ? এ নিশ্চয় অক্ষকুমারের! (মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

ত্রিজটা। লঙ্কেশ্বর! সমাশ্বস্ত হউন, সমাশ্বস্ত হউন।

রাবণ। (প্রকৃতিস্থ হইয়া) এ নিশ্চয়ই দুষ্ট বানরের কর্ম্ম। তবে তাহাকেই অগ্রে নিপাত করি। (নিষ্ক্রান্ত)

রাম ও লক্ষ্মণ। অহো! বিধির কি বিধান-পাণ্ডিত্য!

ত্রিজটা। (সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া) সখি! পুণ্যবলে জীবিতা আছ।

সীতা। অপুণ্যে বল।

ত্রিজটা। কি প্রকারে?

সীতা। অপুণ্যই বা বলিব না কেন? যখন রামচন্দ্রের বিরহতাপ নির্ব্বাপণী চন্দ্রহাসধারাও আমাকে উপেক্ষা করিল। তবে এ জীবনে আর প্রয়োজন কি? এই স্থানে কাষ্ঠস্তূপে অগ্নি প্রজ্বলিত কর, তাহাতে আমার অঙ্গসকল শীতল করি।

ত্রিজটা। পাপ শান্ত হউক! ওকথা বলিতে নাই। নিশ্চয় শীঘ্রই তুমি নিজ অঙ্গসকলের,—

উত্তাপ করিবে প্রশমিত,
রামের সে চন্দনচর্চ্চিত,

হিমকর-কিরণ-মিশ্রিত,
মরকত পট্টকনিন্দিত,
বিশাল সে বক্ষঃস্থলে রাখি,
চন্দন পরাগরজ মাখি'।

সীতা। ওলো! আর অলীক জল্পনায় কাজ নাই। আমি অনলে প্রবেশ করিবার জন্য স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছি। আমাকে অঙ্গার খণ্ড আনিয়া দাও।

রাম। হায়, হায়! শার্দ্দূলের মুখ হইতে কোনরূপে পরিত্রাণ পাইয়া শবরের জালে নিপতিতা কুরঙ্গবধূর ন্যায় জানকীর অবস্থা হইল!

ত্রিজটা। (নির্গমন ও পুনঃপ্রবেশ করত) এ স্থানে অনল সুলভ নহে।

রাম। (সহর্ষে) ত্রিজটে! ভাগ্যক্রমে তুমিই রামকে রক্ষা করিলে।

সীতা। (অশোকের প্রতি—)

হে অশোক তরুবর! হ'য়ো না নিদয়;
অনলের কণা এক কর প্রকটিত;
তব কিসলয়রূপী অগ্নিশিখাচয়,
বিরহিজনেরে সদা করে সন্তাপিত।

(অবলোকন করিয়া সহর্ষে) ওলো! দেখ, দেখ, বলিতে বলিতে ইহার শিখর হইতে অঙ্গারখণ্ড পড়িল।

রাম। অহো! অশোকও আমার শোকের কারণ হইল?

লক্ষ্মণ। আর্য্য! তরুশিখরের অঙ্গারখণ্ড উদ্গিরণ অসম্ভব।

রাম। বৎস! বিধি বাম হইলে কি না ঘটে?

সীতা। (অঙ্গারখণ্ড হস্তে গ্রহণ)

রাম। হে অনল! নলিন-কোমল ওই করে,
হও তুমি জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যকান্ত মত;

(চিন্তা করিয়া—)

অথবা তোমার রীতি কে ফিরাতে পারে?
কৃষ্ণবর্ত্মা নামে তুমি ভুবনে বিদিত।

সীতা। (হস্তে গ্রহণ করিয়া সবিষাদে) একি! আমার অপুণ্যবশতঃ অগ্নিও শীতল হইল না কি? (উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইয়া) ওমা! এত অঙ্গারখণ্ড নয়, এ যে পদ্মরাগমণিখণ্ড!

ত্রিজটা। ওলো! পুণ্যবানদের নিকট অগ্নিও রত্ন হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে তাহা সত্য হইল।

সীতা। (পুনরায় নিরীক্ষণ করিয়া) এ সেই রত্নমুদ্রিকা যে! (পুনরায় মুদ্রিকার প্রতি—)

শৈশব অবধি চারু রামের অঙ্গুলি,
প্রণয়িনী সম বেষ্টি সতত যে ছিল;
সুবৃত্তা সুভগা সেই রতন মুদ্রিকা,
দ্বিতীয় সীতার মত লঙ্কায় আসিল!

(পুনরায় সাদরে করাঙ্গুলি দ্বারা লালন করিতে করিতে) ওলো রত্নাঙ্গুরীয়! সলক্ষ্মণ রামচন্দ্রচরণদ্বয়ের কুশল ত?

(পটাক্ষেপ পূর্ব্বক হনূমানের প্রবেশ)

হনূমান। কুশল, দেবী! কুশল।

সীতা। অমৃতমুখ! কে তুমি?

হনূমান। তারাপতি-অনুচর, দূত রাঘবের,
মরুতের সুত আমি, নাম হনূমান;

তোমারে সংহারোদ্যত রাবণের করে,
আমিই গোপনে করি অক্ষমুণ্ড দান।

রাম। অহো! আমার হনূমান নামক বন্ধুর এই কার্য্য নাকি?

লক্ষ্মণ। অহো! কি বিধান-চমৎকারিতা!

সীতা। ওগো ভদ্রমুখ! তারাপতি আবার কে?

হনূমান। মহাবীর বালির অরাতি,
বিশ্ববন্ধু সূর্য্যের তনয়;
সুগ্রীব নামক কপিপতি,
রাম-পাদ-পদ্মে কৃতাশ্রয়।

সীতা। কে আবার নর বানরের এরূপ বন্ধুত্ব সঙ্ঘটন করিল?

হনূমান। রামের বাণই করিল;—
বালিরে করিয়া দান যেই,
সুরবালা-কুচকেলি সুখ,
তারা সহ দিল সুগ্রীবেরে
কপিরাজ-মুকুট ময়ূখ।

সীতা। এখন বল, এই মন্দভাগিনীর জন্য রঘুনাথ কি এক্ষণে কিঞ্চিৎ কৃশ হইয়া গিয়াছেন?

হনূমান। কিঞ্চিৎ কি বলিতেছেন? এখন,—
কৃষ্ণপক্ষে শশীর সদৃশ,
রঘুপতি দিনে দিনে কৃশ;
কিন্তু তাঁর অনুভাব বশে,
নীলপদ্ম সম দ্যুতি হাসে।

সীতা। এক্ষণে কিঞ্চিৎ পুনরুজ্জীবিত হইলাম।

হনূমান। অয়ি দেবি! আপনাকে প্রভু যে সন্দেশ পাঠাইয়াছেন তাহা এক্ষণে শ্রবণ করুন।—

হিমাংশু চণ্ডাংশু হ'ল, নবমেঘ হ'ল দাবানল;
নদীর তরঙ্গ বায়ু যেন ক্রুদ্ধ-ফণি-নিঃশ্বাসপবন;
নবমল্লী ভল্লী সম; নীলপদ্ম বন, কুন্তের গহন;
হে সুমুখি! তোমা বিনা মম বিপরীত সমস্ত ভুবন।

আরও—

কারে কহি' মনোব্যথা এ হৃদয় জুড়াইব বল?
কেবা জানে আমাদের উভয়ের প্রণয় অতল?
সে প্রেম-সংবাদ জানে শুধু মম চিত্ত, শশিমুখি!
সেও গেছে তোমা সনে, কি উপায় এবে বল দেখি?

সীতা। (লজ্জা অভিনয়)

ত্রিজটা। সখি! তুমিও রামের জন্য কোন সন্দেশ ও প্রত্যভিজ্ঞান সমর্পণ কর।

সীতা। এই আমার প্রতিসন্দেশ।—

অবিশ্রান্ত অশ্রুবারি-বৃষ্টি-পর্য্যাকুল মম আঁখিদ্বয়,
চাহে তবু করে পান তব মুখশশি-সুধারসচয়।

(চূড়ারত্ন উন্মোচন পূর্ব্বক হনূমানের করে সমর্পণ) ওগো চূড়ারত্ন!—

রাক্ষসের দৃষ্টিপাতে কলুষিত নিজ অঙ্গগুলি,
করো শুদ্ধ রঘুপতি পদনখজ্যোৎস্না-নীরে ক্ষালি'।

হনূমান। দেবী! অনুমতি দিন, রামচন্দ্রচরণ-দর্শনোৎকণ্ঠা আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে।

সীতা। (বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে) ওগো স্বভাবকোমল! তুমি চলিয়া গেলে কে আবার আমাকে রঘুনাথের সংবাদ বলিবে?

হনূমান। দেবি! ভাগ্যে মনে পড়িল! প্রভু আপনাকে এই সন্দেশ দিয়াছেন ;—

হয়োনা ব্যথিতা, ওগো পদ্মপত্রবিশালনয়নে!
প্রচার করিবে পুনঃ আমার সন্দেশ তোমা প্রতি,—
সৌমিত্রি-কার্ম্মুক-গুণ ধ্বনিয়া গম্ভীর গরজনে,
আর রক্ষোবধূদের অধীর ক্রন্দন, তীব্র অতি।

(নেপথ্যে। কোনমতে করি হত কুমার অক্ষেরে,
কোথা পলায়িত? ওরে কপি কুলাঙ্গার!
তোরে বিনাশিতে দশমুখের আদেশে,
ধনু লয়ে মেঘনাদ করে হুহুঙ্কার।)

হনূমান। দেবি! আমার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, এক্ষণে আর আত্মগোপনের প্রয়োজন নাই। তবে এই আপনাকে প্রণাম করি ও বিদায় হই।

সীতা। ওগো পবননন্দন! তুমি অনায়াসে এই দুষ্ট নিশাচরসমুদ্র উত্তীর্ণ হও।

হনূমান। আপনার প্রসাদ এই মস্তকে গ্রহণ করিলাম।

(নিষ্ক্রান্ত)

সীতা। ওলো ত্রিজটে! খেচরী হইয়া ইহার সমস্ত বৃত্তান্ত অবলোকন কর।

ত্রিজটা। তাহাই হউক। (নিষ্ক্রান্তা)

(নেপথ্যে। মেঘনাদ মুক্ত বাণের তরঙ্গ একা সহে বীর ;

(সকলের হর্ষ অভিনয়)

ধরিয়া রাক্ষস তারে, পুচ্ছে হের করে অগ্নিযোগ ;

(সকলের বিষাদ অভিনয়)

অট্টালিকা শিখরে শিখরে লম্ফি' দগ্ধ করে লঙ্কা ;

(সকলের হর্ষবিষাদ অভিনয়)

পয়োধি সলিলে নির্ব্বাপিল নিজ অঙ্গলগ্ন অগ্নি।

(সকলের হর্ষ অভিনয়)

(পুনরায় নেপথ্যে। অহো! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!—

বেলাদ্রির তুঙ্গ শৃঙ্গ আক্রমি হেলায়, রবি যথা পূর্ব্বাচল চূড়া,

লঙ্ঘিছে সে হনূমান অম্বুরাশি ; মহাবেগে উত্থিত ঝটিকাবায়ু,

করি তোলপাড় সিন্ধুবক্ষঃ, করিছে প্রকট অতল জলধি তলে,

উরগেন্দ্র করিতেছে স্তুতি, প্রসারিয়া শতমুখ কীর্ত্তিহার সম।)

সীতা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ওলো ত্রিজটে! ভূমিতলে অবতীর্ণা হইয়াছ? তুমি প্রিয়ম্বদা। এস তোমার অঙ্গ আলিঙ্গন করি। (নিষ্ক্রান্তা)

রাম। প্রিয়ে! আমারও প্রতীক্ষা করিও।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! একি? লঙ্কাবৃত্তান্ত অনুসরণ করিয়া বিদ্যাধর ইন্দ্রজাল প্রস্তুত করিয়াছে, তাহাতে আবার এত ব্যাকুল হইতেছেন কেন?

রাম। তবে ভাগ্যক্রমে আমরা নিজবিক্রমকথাপ্রকাশে পরাঙ্মুখ হনূমানের চরিতরহস্য সমস্তই জানিতে পারিলাম।

(নেপথ্যে। হে রঘুনাথ! এই সেই—

দর্পোদ্ধত দধিমুখে করি' নিপীড়ন,

কিছুকাল মধুবনে করি' মধু পান,

পাদপদ্মলীলা তব করিতে দর্শন,

নীলাঙ্গদ আদি সহ আসে হনূমান।)

রাম। বৎস! শুনিলে ত? তবে এস কৃতকার্য্য হনূমানের প্রত্যুদ্গমন করি।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

সপ্তম অঙ্ক

(পুলস্ত্যশিষ্যের প্রবেশ)

পুলস্ত্যশিষ্য। (চতুর্দ্দিকে অবলোকন পূর্ব্বক) অপরিচিত স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি। তাঁহার বাটী কোথায় জিজ্ঞাসা করিব না কি? (পুনরায় অবলোকন করিয়া) ঐ ব্যক্তি লঙ্কেশ্বরের প্রধান মন্ত্রী মাল্যবানের পরিচারক করালক না কি? (উচ্চৈঃস্বরে) সখে করালক! এদিকে এদিকে!

(করালকের প্রবেশ)

করালক। মুনে! প্রণাম করি।

মুনি। অভীপ্সিত লাভ কর। বিভীষণের ভবনটা কোথায় বলত।

করালক। সেখানে কি?

মুনি। ভগবান পুলস্ত্য কর্ত্তৃক তাঁহার পৌত্রের নিকট সন্দেশ বহন করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।

করালক। বিভীষণ ত এক্ষণে এখানে নাই।

মুনি। ব্যাপারটা কি বল দেখি?

করালক। একদা বিভীষণ লঙ্কেশ্বরকে প্রণাম করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার হস্ত হইতে একখানি অক্ষরপঙ্‌ক্তিযুক্ত পত্র লঙ্কেশ্বর কৌতূহলের সহিত গ্রহণ করিয়া পাঠ করিলেন :—

"ভাবিসুখকামী সাধুজন,
নাহি কভু করেন দর্শন,—
চতুর্থীর চন্দ্রলেখাসমা,
পরস্ত্রীর ললাট সুষমা।

মুনি। অহো ! প্রভুর সন্নিধানে বিভীষণের কি বিজ্ঞপ্তিচাতুরী !

করালক। তাহার পর লঙ্কেশ্বর হাসিয়া বলিলেন, এ কোনও ভীরু ব্যক্তির বাক্য। ইহা সকলেরই বিদিত, যে—

পরস্ত্রীর কুচকুম্ভে, শত্রুদের করিকুম্ভে আর,
নাহি পড়ে ভীরুদের দৃষ্টি কিম্বা শরবৃষ্টিধার।

মুনি। অহো! লোকের চিত্তবৃত্তির ভিত্তিভূমিকা অনুসারিণী কি বিচিত্র বাক্‌চতুরতা !

করালক। তাহার পর বিভীষণ লঙ্কেশ্বরকে প্রণয়কোপ এবং বিষাদ সহকারে বলিলেন,—

যার যশোরাশি, করি হেলায় লঙ্ঘন
হরমৌলিপ্রবাহিণী স্বর্গঙ্গার ধারা,
দশদিগ্‌ভবনভিত্তি করিল ক্ষালন ;
সেই তুমি কেমনে হইয়া জ্ঞানহারা,
করিলে, সীতারে অর্পি হৃদয় আপন,
পুলস্ত্যবংশের যশে কলঙ্ক লেপন ?

মুনি। (কৌতূহলসহকারে) তার পর, তার পর ?

করালক। তাহার পর,—

কোপকষায়িত নেত্র করিয়া ঘূর্ণিত,
তরবারি যষ্টি করি কিঞ্চিৎ উন্নত,
নয়ধর্ম্মবিভূষিত ভ্রাতা বিভীষণে,
পেষিল হৃদয়ে ক্রুদ্ধ রাবণ চরণে।

মুনি। হায় !

শুধু নয়ধর্ম্মবিভূষিত বিভীষণে,
করে নাই পদাঘাত দুষ্কৃত রাবণ ;—

চরণে দলিত হইয়াছে তার সনে,
নিজের ঐশ্বর্য্য, সুখ, রাজত্ব, জীবন।

মুনি। তার পর, তার পর ?

করালক। তার পর, কতিপয় অনুচরের সহিত বিভীষণ লঙ্কেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া রামের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

মুনি। (স্বগত) তবে পুলস্ত্যসন্দেশ বিভীষণকর্ত্তৃক অগ্রেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। (প্রকাশ্যে) আপনি এক্ষণে কি করিতে ইচ্ছা করেন ?

করালক। মাল্যবান আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে জানকীবিরহে বিহ্বলহৃদয় লঙ্কেশ্বরের চিত্তবিনোদনের জন্য কোনও চিত্রকরদ্বারা বিরচিত এই চিত্রখানি তাঁহাকে দেখাইতে হইবে।

মুনি। (হাসিয়া স্বগত) শত্রু এত নিকটে, এমন সময়ে অতবড় মহামন্ত্রী মাল্যবানের লঙ্কেশ্বরের প্রতি এরূপ উপচারই কি উচিত হইল ? তবে এটা বোধ হয় কোন উপস্থিত অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা হইবে।

(নেপথ্যে। ওরে—সুধাংশুশিলায় কর চন্দন ঘর্ষণ,
ওরে—চামর রচহ শ্বেত শুভ্র চন্দ্রিকার ;
ওরে—কচি মৃণালের সূত্রে করহ গ্রন্থন,
পদ্মপত্রবারিবিন্দু লয়ে, মণিহার।

মুনি। (উপহাসের সহিত স্বগত) যেরূপ শীতোপচারের ব্যবস্থা দেখিতেছি, লঙ্কেশ্বরের সীতোপচারও তদ্রূপ হইবে! (প্রকাশ্যে) বিরহতপ্ত দশাননের শীতোপচারের জন্য নিশাচরগণ এইরূপ আদিষ্ট হইতেছে না কি ?

করালক। খেচরগণও। এক্ষণে—

হিমকর আপনার সুকোমল করে,
লেপিছেন অঙ্গোপরি শীতল চন্দন ;
বসন্ত অনিল তালবৃন্ত লয়ে করে,
মৃদু মৃদু সঞ্চালনে করেন বীজন ;
বরুণ নলিনীদলে শয্যা সুশীতল,
রচেন যতনে ; এই মতে দেবগণ,
সকলে মিলিয়া করি বিবিধ কৌশল,
লঙ্কেশ-হৃদয়তাপ করেন হরণ।

মুনি। (স্বগত) অহো! নিশাচরের কি অলীক বাগাড়ম্বর!

করালক। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এই যে প্রহস্ত রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। তবে উহারই হস্তে চিত্রপট অর্পণ করি। আপনিও অভীপ্সিত সাধন করুন।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

বিষ্কম্ভক

(রাবণ ও চিত্রহস্তে প্রহস্তের প্রবেশ)

রাবণ। (স্বগত—)

উজ্জ্বল ললাট তার ফলকের প্রায় ;
কূজনমধুর কাঞ্চী গুণসম ভায় ;
কেশপাশ শোভে যেন ময়ূরের পাখা ;
কুসুমের শর সম ক্ষীণ তনুরেখা ;
পশিল সে হৃদে মম যেন কামবাণ ;
কি করিব, হায়! মম বিদরে যে প্রাণ।

(চিন্তা করিয়া) অহো! বলাপহরণখিন্না অত্যন্ত কৃশা ও ধূসরাঙ্গী জানকীকে জনস্থানে যেরূপ অখণ্ডমণ্ডনা দেখিয়াছিলাম, এখনও সেইরূপই দেখিতেছি না কি? অথবা ইহা উচিতই বটে,—

রবিকরে হৃতকান্তি ধূসরা বিকলা,
কার না নয়ন মুগ্ধ করে শশিকলা?

প্রহস্ত। প্রভো! এই চিত্তবিনোদন চিত্র দর্শন করুন।

রাবণ। ইহাতে কি চিত্রিত হইয়াছে?

প্রহস্ত। এই তরল তিমিসঙ্কুল ভয়ানক কল্লোল-কোলাহল-মুখরিত সাগর।

রাবণ। (অবলোকন করিয়া) সমুদ্রের উত্তরপার্শ্বে তমালবনের নিকট ওই যে ইন্দ্রধনুসহস্রের ন্যায় গগনতল কপিশীকৃত করিয়া রহিয়াছে উহা কি?

প্রহস্ত। উহা সুগ্রীবপালিত কপিকুল।

রাবণ। (হাসিয়া) আরে, বালিপালিত বল। হউক, তা ইহাতে কি প্রয়োজন? ওই দুইজন কার্ম্মুকধারীই বা কে?

প্রহস্ত। উহাঁরা রামলক্ষ্মণ। উহাঁদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তাঁহারই বাণপাতক্রীড়ায় এক্ষণে কপিকুল সুগ্রীবপালিত হইয়াছে।

রাবণ। (কর্ণপাত না করিয়া) আর এই যে অতি কৃশ অথচ কমনীয় দেহযুক্ত ব্যক্তি, ইনি কে? যেন মন্দরাঘাতমন্থনোত্থিত তরল-তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত শঙ্করশিরঃশেখরে অধিরোহণেচ্ছু কলানিধি তটভূমিতে শয়ান রহিয়াছেন।

প্রহস্ত। উনিই লঙ্কাগমনাভিলাষী জ্যেষ্ঠ দাশরথি, নিজ কুলগুরু সাগরের উপাসনার জন্য কুশশয্যায় গাত্রবিন্যাস করিয়া রহিয়াছেন।

রাবণ। (হাসিয়া) এইরূপেই জানকীলাভাশায় এ ব্যক্তি আমারও উপাসনা করিবে না কি?

প্রহস্ত। এদিকে দেখুন, ইনি রামবাণের অনলক্রীড়ায় তরল ও ভীত মীননিকর পরিবৃত পারাবার।

রাবণ। আর এই যে দুইজন বানরগণ কর্তৃক সাদরে জ্যেষ্ঠ তাপসের সন্নিধানে আনীত হইতেছেন ইঁহারা কে?

প্রহস্ত। ইনিই ত সাগর, আর ইনি প্রভুরই—(এই অর্দ্ধোক্তি করিয়া) অথবা এই বন্ধুবিরোধীর নামগ্রহণের প্রয়োজন কি?

রাবণ। একি বিভীষণ নাকি? আমার সহিত বিরোধবশতঃ রামের আশ্রয় লইতেছে? হউক,—

নিশাচর-শিরোরত্ন-রঞ্জিত-চরণ-নখ
দশকণ্ঠ, প্রিয় বলে না হেরিবে তার মুখ।

(কৌতূহলের সহিত) এই দুইটী অক্ষরপঙ্‌ক্তি আবার কি?

প্রহস্ত। বোধ হয় এই দুইটী সমুদ্র ও বিভীষণের প্রতি লক্ষ্মণের বচন হইবে।

রাবণ। একটা তবে পড় দেখি।

প্রহস্ত। (পাঠ—)

ভয় নাই, হে সাগর! রাম কোপানল শুষিবে কেবল,
বন্দীভূতা সুরবালাদের আঁখি হ'তে বিগলিত জল;
নিঃশঙ্কে মকরীগণ করুক বিহার; রাম বাণচয়,
রাবণ-রমণীগণ্ডে চিত্রিত মকরী করিবে বিলয়।

রাবণ। অন্যটাও পাঠ কর।

প্রহস্ত। (পাঠ—)

রাঘব, শরণাগত বিভীষণে আজি, শোধ করিবারে
তাঁর শীর্ষনতিঋণ, করিবেন দান রাজশ্রী লঙ্কার;

প্রতিভূ রহিল তাঁর ভুজদ্বয়, যাহা দিয়া সুগ্রীবেরে
কপিরাজ্য, অব্যর্থ-চরিত্র ব'লি' খ্যাত ; সাক্ষী মোরা তার।

রাবণ। অহো! কনিষ্ঠ দাশরথির বচনের কি আড়ম্বরসারতা! হউক। সমুদ্রের মধ্যে এ আবার কি দেখা যাইতেছে?

প্রহস্ত। এটা কপিকুল কর্ত্তৃক উন্মূলিত শৈলশিখর নির্ম্মিত সেতুবন্ধ, যাহা ককুৎস্থকুলের কীর্ত্তির প্রণয়বন্ধন স্বরূপ।

রাবণ। অহো! চিত্রকরের কি চাতুরী! অলীককেও সত্য বলিয়া দেখাইয়াছে।

প্রহস্ত। একি! প্রভুর এটা এখনও অলীক বলিয়া বোধ হইতেছে?

(নেপথ্যে কলকলধ্বনি)

রাবণ। কি এ!

প্রহস্ত। রামের সে দর্পোদ্ধত কপিযোধগণ,
করে কোলাহল, তাই উঠিছে এ ধ্বনি ;
নবীন বারিদমালা ছাইলে গগন,
ঘোর গরজনে ভরে মেদিনী এমনি।

তবে এটা শঙ্কার অথবা প্রতিবিধানের বিষয়।

রাবণ। আঃ! ইহাতে শঙ্কার বা প্রতিবিধানের প্রয়োজন কি? এই—
বানরগণের উচ্চ কলরব শুনি,
হতেছে আমার মনে আনন্দ কেবল ;
যথা শুনি' মণিময় নূপুরের ধ্বনি,
ভূষিত যাহায় মন্দোদরী-পদতল।

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দোদরী। প্রভুর জয় হউক।

রাবণ। দেবি! এই স্থানে বৈস।

মন্দোদরী। (যথোচিত উপবেশন করিয়া অধোমুখে অবস্থান)

রাবণ। কুঞ্চিত-অলক, হাস্যে চন্দ্রলেখাজয়ী,

কুবলয়-শোভা-ধারী নয়নলীলায়,

সুরগণ-দুনিরীক্ষ্য আমা সম, অয়ি!

এ আনন তব কেন নমিত বৃথায়?

প্রহস্ত। প্রভো! বোধ হয় কপিসেনার কোলাহল চিন্তা করিয়াই দেবী অধোমুখে রহিয়াছেন।

রাবণ। আঃ! ইহাতে চিন্তার বিষয় কি?

চঞ্চল **অঙ্গদ** যার শোভে ভুজলতা; **নীল** কেশপাশ;

তারা যার উন্মীলিতা, **কুমুদ** হাসিটি, **চারু** নেত্রযুতা

বানরের সেনা, যেন যুবতীললনা **তারাপতি**মুখী,

আমার নয়নে শুধু কন্দর্পের লীলা করে প্রকটিতা।

মন্দোদরী। দেব! অন্য কারণ আছে। অদ্য আমি আপনার শকুননিরূপণের জন্য গিরিশিখরবর্ত্তী গহনগর্ভস্থ শবরপল্লীতে আমার নিজ পরিচারিকাকে পাঠাইয়াছিলাম। সে কোনও শবরপত্নীকে নিজ গৃহসীমা-বাসী সিংহশিশুকে লালন করিতে করিতে এই কথা বলিতে শুনিল :—

"নাগপতি পরাজিত বলি',

সিংহ নাহি কর অহঙ্কার;—

গিরিপূর্ণ ধরা যশরহ

নন্দনের হ'ল অধিকার।

রাবণ। ইহাতে বিষাদের বিষয় কি? আমাদের সহিত ইহার ত কোন সম্বন্ধ নাই। এই ত?—

"নাগপতি পরাজিত বলি,'

সিংহ নাহি কর অহঙ্কার;—

গিরিপূর্ণ ধরায় শরভ-
নন্দনের হ'ল অধিকার।"

প্রহস্ত। প্রভো! ইহার অন্যরূপও যোজনা হয়:—
"নাগপতি পরাজিত বলি,'
সিংহ নাহি কর অহঙ্কার;—
গিরিপূর্ণধরা দশরথ-
নন্দনের হ'ল অধিকার।"

রাবণ। আঃ! স্বভাবতঃ নিঃশঙ্কহৃদয় লঙ্কেশ্বর আমি, আমার উপর আবার শকুনোপশ্রুতি পরীক্ষা?

(নেপথ্যে। রামলক্ষ্মণের ধনুর্গুণ আস্ফালনে সমুত্থিত ঝল্লরীঝঙ্কারে,
উদ্গত পুলকপুঞ্জ, হইয়া বিস্তৃত, আচ্ছাদিছে রাক্ষসশরীর;
লম্ফযুক্ত কপিকণ্ঠকাণ্ডচ্ছেদক্রীড়াকুশল কৃপাণ লয়ে করে,
দুর্জ্জয় দোর্দ্দণ্ডলীলা প্রচণ্ডবিক্রমে দেখাইছে নিশাচরবীর।)

রাবণ। (সহর্ষে) অহো! এ যুদ্ধে নিশাচরবীরই বিজয়লাভ করিবে।

(পুনরায় নেপথ্যে।
রাঘবের অগ্রগামী কপিবীরসেনা,
সুপক্ককিম্পাকসম পাটলবদনা,
নিশাচরচক্রে পান করিল নিঃশেষে,
রবিপ্রভা তমোজাল যথা নিশাশেষে।)

রাবণ। আঃ! মর্কটগুলা উৎকণ্ঠিত করিল যে! (উচ্চৈঃস্বরে) কে, কে এখানে আছ হে! আমার আজ্ঞায়—
জাগায়ে সে ভুজদৃপ্ত কুম্ভকর্ণবীরে, বল তারে,
উদ্ধত রামের সনে যুদ্ধ করিবারে এইক্ষণে;

বজ্রপাণি পরাজিত যার করে, সেই মেঘনাদে,
পাঠাও যুঝিতে আজি লক্ষ্মণের সহ মহারণে।

(পুনরায় নেপথ্যে। প্রভো! আপনার অভিপ্রায়বিৎ মহামন্ত্রী মাল্যবান পূর্ব্বেই এইরূপ বিধান করিয়াছেন। এক্ষণে,—

রামসহ যুদ্ধহেতু বাহুদর্পোদ্ধত,
কুম্ভকর্ণ নিজে রণস্থলে সমাগত;
রক্ষশিখিচিত্তহারী মেঘনাদপ্রায়,
সৌমিত্রির সহ রণে মেঘনাদ ধায়।)

(পুনরায় নেপথ্যে।

যার বজ্রদন্তাঘাতে দলিত হইল শৈলকল্প-কপিবীরগণ;
দাবানল সম কপিকুলে যার বাণবৃষ্টিধারা কৈল নির্ব্বাপণ;
সেই বীর কুম্ভকর্ণ, আর কুশল সে মেঘনাদ সমরকলায়,
হইল—)

রাবণ। ইহার পর কি বলিবে?

(পুনরায় নেপথ্যে।—পতঙ্গসম দশরথপুত্রদের বাণাগ্নিশিখায়।)

(রাবণ ও মন্দোদরীর মূর্চ্ছা)

প্রহস্ত। প্রভো! সমাশ্বস্ত হউন, সমাশ্বস্ত হউন!

রাবণ। (সমাশ্বস্ত হইয়া) দেবি! সমাশ্বস্ত হও! সমাশ্বস্ত হও!

মন্দোদরী। (সমাশ্বস্ত হইয়া) আর্য্যপুত্র! আমাকে রক্ষা করুন, আমি শোকতিমিরে নিমগ্ন হইলাম।

রাবণ। অয়ি দেবি! কাতর হইবার প্রয়োজন নাই। আমার এই চন্দ্রহাস চন্দ্রই তোমাকে শোকতিমির হইতে উদ্ধার করিবে। (পুনরুত্থান পূর্ব্বক খড়্গ উদ্যত করিয়া) দেখ, এই আমার—

সুরকুঞ্জরের কুম্ভ করি' বিদারণ,
আহৃত মুকুতাচয়ে কৃত-অধিবাস,

খগনিশাচর নেত্রে করি উন্মীলন
মহাহর্ষ, এখনি উদ্যত চন্দ্রহাস।

(প্রহস্তসহ নিষ্ক্রান্ত)

মন্দোদরী। অহো! আশ্চর্য্য! যুদ্ধের প্রচণ্ডতা অবলোকনে বিস্ময়-স্তিমিত এই বিদ্যাধরমিথুন কি বলাবলি করিতেছে। তবে আমিও আর্য্যপুত্রের বিজয়কামনায় নিজকুলদেবতার অর্চ্চনা করিতে যাই।

(নিষ্ক্রান্তা)

(বিদ্যাধরমিথুনের প্রবেশ।)

বিদ্যাধরী। আর্য্যপুত্র! রণোৎসাহে পুলকভরমুকুলিত ভুজবন ধারণ করিয়া কপিসেনাচক্রে বর্ত্তমান রহিয়াছেন উনি কে?

বিদ্যাধর। প্রিয়ে! উনি সেই রামের সহিত যুদ্ধাভিলাষী দশকণ্ঠ।

বিদ্যাধরী। আর, ওই যে অঞ্জনপুঞ্জসদৃশদেহ কপিবীর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন, উনি কে?

বিদ্যাধর। প্রিয়ে! উনি বিচিত্রসমরশীল নীল।

(অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) অহো!—

সহসা নিক্ষিপ্ত হ'য়ে নীলকর হ'তে,
নীলাচলচূড়া বক্ষে লাগিল যখন;
লঙ্কেশ্বর স্মরিলেন বুঝি নিজচিতে,
বসন্তে মৃগাক্ষীদের উৎপল তাড়ন।

(পুনরায় সকৌতুকে) দেখ, দেখ—

ওই নীল রাবণের করপদ্মবনে,
ভ্রমিছে ভ্রমর যথা পঙ্কজকাননে;
একাকী সে রাবণের দশটী মুকুটে,
ইন্দ্রনীলশোভা ধরে, খেলি ছুটে ছুটে।

বিদ্যাধরী। আর উনি কে, যিনি রাক্ষসরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে দুঃসাহসী হইয়াছেন ?

বিদ্যাধর। উনিই সেই প্রভুভক্ত বিভীষণ।

বিদ্যাধর। (সবিষাদে) হায় !—

নিষ্ঠুর রাক্ষস লক্ষ্য করি বিভীষণে,
ত্যজিল যে শক্তিবাণ অতি ঘোরতর ;—

বিদ্যাধরী। তাহার কি হইল ?

বিদ্যাধর। লক্ষ্মণ লইল তাহা অতি সযতনে,
প্রিয়াসম নিজবক্ষে, হইয়া তৎপর !

বিদ্যাধরী। হায়, হায় !

বিদ্যাধর। দশাননে বর্ষি বাণরাশি, কার্ম্মুক হইতে দশদিশি ;
মূর্চ্ছিত লক্ষ্মণে অঙ্কে ল'য়ে, নেত্র হতে বর্ষি অশ্রুরাশি ;
কপিগণে করি আজি রাম, হর্ষশোকে আকুলনয়ন ;
কি অপূর্ব্ব করুণমিশ্রিত বীররসে করিল গাহন !

(অবলোকন করিয়া) একি ! রামবাণপীড়িত দশকণ্ঠ মরিল নাকি ?

(নেপথ্যে। হা বৎস লক্ষ্মণ ! তব নয়নকমলদ্বয়
একবার কর উন্মীলিত ;
দিবাকরকুলভাগ্য, রামের জীবন সহ
বুঝি আজ হ'ল অস্তমিত ;
হ'লে তুমি চিরসুপ্ত, হইবে অকালে লুপ্ত,
ঊর্ম্মিলার নয়ন অঞ্জন ;
ডাকিব কাহারে আর, অকূল এ পারাবার,
কে করিবে বিপদভঞ্জন।)

বিদ্যাধর। হায়! এ যে অনুজবৎসল রামের বিলাপবাক্য!

(নেপথ্যে। প্রভো! সমাশ্বস্ত হউন, সমাশ্বস্ত হউন!)

বিদ্যাধরী। একি, সুগ্রীব রামচন্দ্রকে সমাশ্বস্ত করিতেছেন না কি? তবে এখন কি বলিবেন?

বিদ্যাধর। শ্রবণ করা যা'ক, সুগ্রীবের সান্ত্বনা বাক্যে রাম কি বলেন।

(নেপথ্যে। সখে সুগ্রীব! আর কি সান্ত্বনা দিতেছ?—

পৌরজন, মুনিজন, সর্ব্বলোকমুখে,
"হে রামলক্ষ্মণ!" এই সুধাবাণী সুখে
শুনিত যে, সেই রাম হতভাগা এবে,
"হে রাম!" এ বিষবাণী কেমনে শুনিবে?

আরও—

হেন যেন নাহি ঘটে, কিন্তু যদি পুনঃ কঠিন এ রাম
রক্ষি নিজ প্রাণ, জীবিত ফিরিয়া যায় সে অযোধ্যাধাম;—
কনিষ্ঠা মাতারে নমি, দাঁড়াবে যখন বিষণ্ণবদনে,
বিফল নয়নে তিনি চাহিবেন পার্শ্বে, সহিব কেমনে?

বিদ্যাধর। আহা! করুণরসের মহার্ণব বর্ত্তমান। (চিন্তা করিয়া) ইহার প্রতীকারই বা কি? (চিন্তা করিয়া) অথবা প্রতীকারের কথাই বা কি? বিধিই বক্র।

বিদ্যাধরী। বক্রতর বলা উচিত। এই দেখ, এ একজন বানরই হইবে, লঙ্কেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া শৈলশিখরহস্তে রথের সম্মুখে ঘুরিতেছে।

বিদ্যাধর। (কর্ণদ্বয় আবরণ করিয়া) পাপ শান্ত হউক! অয়ি মূঢ়ে! এমন কথা বলিও না। উনি যে—

মহৌষধিপূর্ণ গন্ধমাদন আখ্যাত গিরি লয়ে বীর হনূমান,
আসিছেন ত্বরাকরি ওই, বাঁচাইতে শেলাহত লক্ষ্মণের প্রাণ।

(পুনরায় অবলোকন করিয়া সহর্ষে—)

মহা ঔষধির গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া,
সৌমিত্রির পদ্মনেত্র হ'ল উন্মীলিত ;
পুনরায় চক্রীকৃত চারু চাপ লয়ে,
রামের সকল কাম করেন পূরিত।

বিদ্যাধরী। একি ! পুনরায় রামের সহিত যুদ্ধবাসনায় নিশাচরেন্দ্রের ভুজমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল যে !

বিদ্যাধর। প্রিয়ে তবে সাবধানে নিরীক্ষণ কর। এটা বীরলক্ষ্মীর তুলারোহণ, যাহাকে রামরাবণের যুদ্ধ বলে।

বিদ্যাধরী। সকল বীরাগ্রণী রামচন্দ্র ও অনেকবীর-পরিভূত রাবণের মধ্যে বীরলক্ষ্মীর তুলারোহণ আবার কিরূপে হইবে ?

বিদ্যাধর। প্রিয়ে ! জান না কি ? দশকণ্ঠ বিনা,—

নাকনারী-কুচকুম্ভ-কুঙ্কুম-প্রলেপে,
কোন্ অসিবীর, স্পর্শ নাহি করি কায়,
মুছিতে সমর্থ ? কা'র করে চন্দ্রহাস,
স্বর্গকরিকুম্ভ ভেদি' গলিত মুক্তায়
হয়ে সমুজ্জ্বল অতি, করিল নিষ্প্রভ
ত্রিদশপতির শুভ্র যশঃ চন্দ্রহাস ?

আরও,—

কি কহিবে দশকণ্ঠে ! চমূরক্ষাতরে যেই,
নিজ বক্ষঃপীঠে রচিয়া কপাট সুবিশাল,
সহিছে কুলিশাঘাত শত, হাসি মুখে ওই,
উপেক্ষা করিয়া সুকঠোর তীক্ষ্ণ শরজাল ;

ব্যোম-সরোবরমাঝে, বাহুপদ্মবনে যারি,
হংস হ'ল কৈলাস পর্ব্বত, ইন্দুমৌলিধারী।

(নেপথ্যে।

যে ভুজ হেলায় চন্দ্রচূড়গিরি করেছিল উন্মূলন ;
ত্রৈলোক্যে যে ভুজ আপদ-সাগরে করেছিল নিমজ্জন।
লঙ্কার আতঙ্কহারী, বাসবরমণী-বন্দিকারী, চিরজয়ী,
সীতাকুচপরিরম্ভলুব্ধ রাবণের বাহু খেলে ওই !)

(পুনরায় নেপথ্যে।

যে ভুজ হেলায় চন্দ্রচূড়ধনু করেছিল উন্মূলন ;
ত্রৈলোক্যে যে ভুজ আপদে সদাই করেছে অভয় দান ;
লঙ্কার আতঙ্ককর, বাসবরমণী-ত্রাণকারী, চিরজয়ী,
সীতাকুচপরিরম্ভসুখভোগী রামবাহু খেলে ওই !)

বিদ্যাধর। নিশ্চয়ই এ রাক্ষস ও বানরগণের স্ব স্ব প্রভুর বর্ণনাসূচক উক্তি।

বিদ্যাধরী। রথস্থিত রাবণের সহিত ভূমিস্থিত রামের আবার কিরূপে যুদ্ধ হইবে ?

বিদ্যাধর। প্রিয়ে! দেখ, মাতলি ইন্দ্রের রথ আনিল, বিনয়াভিরাম রামও তদুপরি অধিষ্ঠিত হইলেন।

(নেপথ্যে। অহে !

খর ও মারীচ, বালি, পূর্ব্বেই যে পথ ধরি,
ইহলোক ত্যাগ করি করিল গমন ;
সুজনের অনুরাগে, তুমিও কি সেই বাগে,
চলিবার করিতেছ বাসনা পোষণ ?

বিদ্যাধর। এইবার শুনা যা'ক, রামের কথায় ব্যথিত রাবণ কি উত্তর দেয়।

(নেপথ্যে।

খর কদাকার, বালি ত বানর, মারীচ কুরঙ্গকায় ;
ইহাদের বধ সাধি কোন মতে, বড় দর্প দেখা যায় ;
এই দেখ শতসুরপুরকরী হেলায় নাশিল যেই,
দশানন-নামা পঞ্চমুখ আজি আগত সম্মুখে সেই।

অথবা,—

কালীকেশরীর কেশরসটার দৃপ্ত আস্ফালনে যাঁর,
যেন চামরের কোমল অনিলে, ঘর্ম্মবিন্দু অপহৃত ;
এই সেই জয়যুক্ত দশানন, পঞ্চানন-বৃত্ত যাঁর
কীর্ত্তিত হইয়া শুধু যশঃ দশদিকে হয় উন্মীলিত।

বিদ্যাধর। দেখ, দশাননের বচনে কুপিত লক্ষ্মণ যেন কি বলিতে যাইতেছেন বোধ হইতেছে।

(নেপথ্যে। তোমার পঞ্চাননতায় বা দশাননতায় কি হইবে? তুমি এক্ষণে—

হয়, ত্যজি অহঙ্কার বিভীষণ সম নত করি' শিরঃ,
রামের চরণ পদ্মে ভৃঙ্গ সম হ'য়ে স্বচ্ছন্দে বিহর ;
নতুবা, রে নিশাচর! কুম্ভকর্ণ সম কর্ণান্তে নমিত
চাপমুক্ত বাণানলে সদ্য হও দগ্ধ পতঙ্গের মত।)

বিদ্যাধরী। দেখ, দেখ, এদিকে শরান্ধকার বিস্তার করিয়া দশানন যেন সন্ধ্যার আকার ধারণ করিল।

বিদ্যাধর। সেই অন্ধকারই আবার এদিকে রামচন্দ্র নিজ শরময়ূখ-ধারায় নিবারিত করিয়া শশধরের মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। (পুনরায়

সকৌতুকে) অহো ! দিব্যাস্ত্র দ্বারা দিব্যাস্ত্র প্রতিহত করিয়া রাম ছিন্নচাপ রাবণকে কি বোধ হয় বলিতে যাইতেছেন।

(নেপথ্যে।

চাপ ছিন্ন হ'ল বলে ক্ষোভ নাহি কর ;
যুদ্ধহেতু অন্য অস্ত্র ইচ্ছামত ধর।)

বিদ্যাধরী। এখন রাবণ কি বলে শুন।

(নেপথ্যে।

শুনেছ রাবণবাহু-খণ্ডবনের
অধিবাসী ফণী আছে নব চন্দ্রহাস ;
নামসাম্য হেতু যেই অতি ক্রোধবশে,
কাড়ি নিল সুরবালামুখ-চন্দ্রহাস।

বিদ্যাধর। লীলায় চন্দ্রহাস দলিত করিয়া রামচন্দ্র রাবণকে এখ ব্যঙ্গসহকারে কি বলিতেছেন ?

(নেপথ্যে। অহো ! এখন যে লঙ্কেশ্বর খিন্ন হইতেছেন।)

বিদ্যাধরী। রাবণ কি বলিতে যাইতেছে।

(নেপথ্যে। কি ? লঙ্কেশ্বর এখনই কি খিন্ন হইতেছে ? অরে !—

দশভুজে দশদিক্ বিধ্বস্ত করিল ;
অপর যে দশভুজ, গিরিচূড়োপম,
নিশ্চেষ্ট থাকিয়া শুধু ভার সম হ'ল ;
কার সনে যুঝি ?—শশিমৌলি পূজ্য মম ;
নারায়ণ নিদ্রা যান সাগরের তলে ;—
এই ভাবি লঙ্কেশ্বর সদা খেদে জ্বলে।)

বিদ্যাধরী। এখন কেবল বচন মাত্র।

বিদ্যাধর। না, না। দেখ, দেখ, এখনও যে—

ধনু তরবারি আদি অস্ত্রচ্ছেদে অতি কুপিত হইয়া,
দশানন রঘুপতিশিরে, ছিন্ন মুণ্ডগুলি লয়ে নিজ,
একে একে, এক এক করে, এক কালে বলে নিক্ষেপিয়া,
অন্য অন্য করে, সফল করিছে তা'র বিংশতিটি ভুজ।

(পুনরায় সকৌতুকে—)

যেমনি যেমনি তীক্ষ্ণ বিশিখ কর্ত্তিত মুণ্ড রাবণের,
উঠিছে গগনে,—ভীতিপুলকের সহ বাসব-মানসে,—
তেমনি তেমনি কণ্ঠচ্ছেদক্রীড়ামত্ত মনে রাঘবের,
উঠিছে প্রমোদ উর্ম্মি পর পর যেন বর্দ্ধিত উল্লাসে।

বিদ্যাধরী। নিশাচররাজ কর্ত্তৃক বন্দীকৃতা সুরসুন্দরীগণের দর্শন কি অদ্যাপি দুর্লভই রহিল? উহার মুণ্ডগুলি যে পুনঃ পুনঃ বিকশিত হইতেছে।

বিদ্যাধর। দুঃখ করিও না। রাম এখনও রাবণের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন মাত্র। এখনও কুপিত হন নাই। (পুনরায় অবলোকন করিয়া) প্রিয়ে! দেখ, দেখ,—

হৃদিস্থিত মহেশের শিরশ্চন্দ্রকলা হ'তে প্রবাহিত
পীযূষের ধারা পানে যেন পুষ্ট রক্ষঃপতিশীর্ষচয়,—
রামের সায়কে ছিন্ন হইয়াও যাহা পুনর্বিকসিত,—
ধরে অপূরব কান্তি, যাহে দশদিক উদ্ভাসিত হয়।

(পুনরায় সকৌতুকে হাস্য করিয়া) উহার চিত্তবৃত্তি কি বিচিত্র!—

যখনি যখনি রাম শুধু শিরশ্ছেদে হইয়া ব্যাপৃত,
রাবণের বিশাল হৃদয় পীঠ নাহি করেন ব্যথিত;—

এই হৃদিমাঝে মম জনকনন্দিনী অধিষ্ঠিত,—
এই ভাবি, দশানন তখনি হরষে উল্লসিত।

(নেপথ্যে। অহে প্রিয় রাম!
রাশি রাশি শর লয়ে বৃথা কিবা খেলা
করিতেছ? রাখহ বচন;—
এক শরে পূর্ণ কর, মোদের বাসনা
আর তব যশে ত্রিভুবন।)

বিদ্যাধর। নিশ্চয় দেবতারা রামচন্দ্রকে ত্বরান্বিত করিতেছেন; ইহা শুনিয়া রাবণ এখন কি বলিবে?

(নেপথ্যে। রে রে আমার ভুজগণ!
হরশিরোলগ্ন এক সুধাংশুর কলা করিয়া মোচন,
দিক্‌পালগণের সর্ব্বমুকুটের মণি কররে গ্রহণ;
তাহাতে রচিত কাঞ্চী কটিতটে সীতা করুক ধারণ,
মধুর শিঞ্জিতে যার গীত হবে মম শৌর্য্য বিবরণ।)

বিদ্যাধর। (হাসিয়া) লঙ্কেশ্বর! তুমি সময়জ্ঞ বটে। কারণ ভুজগণকেই এই কার্য্যে নিযুক্ত করিলে। এক্ষণে ভুজমণ্ডলই তোমার পরিবারবর্গ। (অবলোকন করিয়া সাবেগে) একি! দশাননের বচনে রামচন্দ্র যেন একটু কুপিত হইয়াছেন দেখিতেছি যে!

(পুনরায় সহর্ষবিষাদে) হায়! দেখ,—
বিকসিতপুষ্পরাশিসমাকীর্ণ পরাগভূষিত,
ইন্দুমণিশিলাতল্পে চিরদিন সুখে যে শুইত;
সেই আজি হায়, রঘুনন্দনের ক্রোধবশে, হের,—
দশমুখ ভূমিতলে আছে পড়ে, ধুলায় ধূসর।

বিদ্যাধরী। তবে এখনি জনকনন্দিনী রামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইবেন ?

বিদ্যাধর। হাঁ।—

প্রবেশি' জনকসুতা জ্বলন্ত হুতাশে,—
শিখাচক্র যার দিগ্ দিগন্তে প্রকাশে,—
বাহির হইল ওই দ্বিগুণিতপ্রভা,
প্রাতে যথা সমুজ্জ্বল দিবাকর আভা।

বিদ্যাধরী। দেখ, দেখ, রামচন্দ্র এই অসমতল কুৎসিত রণভূমিতে অবতীর্ণ হইতেছেন।

বিদ্যাধর। তবে এস আমরা এই কর্ণামৃত পুলোমদুহিতার নিকট নিবেদন করি।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

(রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণের প্রবেশ)

রাম। অহো ! ভগবান অম্বরমণি অস্তাচলচূড়ায় উপনীত হইলেন যে !

লক্ষ্মণ। পশ্চিমসমুদ্রের বেলায়ও উপনীত হইলেন। এক্ষণে,—

চঞ্চলকুণ্ডলযুত উদ্দাম দিগ্‌গজগণ্ডে
অলিপুঞ্জ সমান আকার,
দিগন্তে প্রকাশে ওই মৃগনাভি সমকান্তি
গগন আবরি' অন্ধকার।

রাম। অহো ! নিশাচরচক্রানুকারী তিমিরনিকর বিস্তৃত হইল যে !

বিভীষণ। এদিকে আবার রামনারাচানুকারী হিমকরকিরণনিকরও প্রকাশিত হইল।

সুগ্রীব। তাহাই বটে। ওই যে—

ক্ষীরাব্ধির লহরীমালায় ফেনধবলিত,
চন্দ্রোপল'পরে শীকর আকারে বিগলিত,

প্রফুল্ল কুমুদ ক্রোড়ে স্বর্ণরেণুবর্ণ হরি,'
চকোরের চঞ্চুবনে ছিন্নাঙ্কুরশোভা ধরি,'
প্রিয়বিরহিতা রমণীর অঙ্গ করি চমকিত,
নানারূপে সুধাংশুর কর হল্ল বিকসিত।

বিভীষণ। এইরূপই বটে। এক্ষণে—

শঙ্করের অর্দ্ধতনুবদ্ধ পার্ব্বতীর
কুঙ্কুমাক্তকুচাকৃতি শশাঙ্ককলায়,
কমলিনী সমুন্নত করি' পদ্মকর,
নির্দ্দেশ করিছে যেন অঙ্গুলিলীলায়।

লক্ষ্মণ। (সকৌতুকে) এইরূপই বটে। অহো!—

শিতিকণ্ঠকণ্ঠোপম অন্ধকারচয়,
প্রতীচীর মুখ যেই করিল আশ্রয়;
দুগ্ধধারাসমুজ্জ্বল বিধুর বিভাস,
পূর্ব্বদিঙ্মুখের শোভা করিল প্রকাশ;
কোকচকোরের শোকোল্লাসে ম্লানোজ্জ্বল
দৃষ্টিপাতে, যেন বিশ্ব করে ঝলমল।

রাম। বৎস! তাহাই বটে। এক্ষণে,—

শীতাংশুর স্বচ্ছ আলবাল হ'তে সহসা উদ্গতা কৌমুদীলতার
নূতনপল্লবদত্ত তাম্রের বরণ ক্ষণকাল লভি' এই নভঃ;
চঞ্চলচকোরচঞ্চু আঘাতে খণ্ডিত অগ্রকাণ্ড হ'তে বিগলিত
ক্ষীরবিন্দুপাতে নিরন্তর হইয়া আপ্লুত, এবে হইল শ্বেতাভ।

(পুনরায় অবলোকনপূর্ব্বক সকৌতুকে—)

দেখ ওই উঠিতেছে বিরহিজনের দিনমণি;
শৃঙ্গারের দীক্ষামণি;

প্রকাণ্ড অনঙ্গভুজঙ্গের মস্তক ভূষণ মণি ;
চণ্ডীশের চূড়ামণি ;
তারার মৌক্তিকহারমাঝে উজ্জ্বল নায়কমণি ;
রতিকাঞ্চীমধ্যমণি ;
চকোরসভার চিরঅভিলষণীয় চিন্তামণি ;
মনোহর নিশামণি।

বিভীষণ। সখে সুগ্রীব ! দেখ,—
পুরন্দর দিগ্‌গহ্বর হ'তে সুপ্তোত্থিত সিংহ হিমকর,
ময়ূখনখরে ভেদি' তিমির করীর কুম্ভ, বিগলিত
মুক্তাচয় তারকা আকারে করিয়া বিকীর্ণ চারিদিকে,
প্রবেশিছে দর্পে গগনের সুবিস্তৃত কানন ভিতর।

সুগ্রীব। সখে বিভীষণ ! দেখ,—
দিগ্‌বধূরভালে চন্দন তমালপত্র ;
মদন রাজার শ্বেতচ্ছত্র ; দন্তপত্র
নভোলক্ষ্মীকর্ণে ; কেলিশ্বেতশতপত্র
রতি হস্তে ; রজনীর রৌপ্যসীধুপাত্র ;
এই সেই শশী বিরাজিছে, জগন্নেত্র।

রাম। (নিরীক্ষণ করিয়া—)
সুধাংশুবদনা প্রিয়া গগনলক্ষ্মীরে,
তিমির বিরহতাপে ব্যাকুলা নেহারি',
রজনী তারাশীকরে সিঞ্চি গাত্র তার,
চন্দ্রিকাচন্দন লেপি' করে সুরভিত।

(পুনরায় চিন্তা করিয়া স্বগত—)
ইন্দু ইন্দু বলি' ওই পয়োবিন্দুটীরে,
বার বার হেরে লোকে কোন্ দুরাশায় ?

কুরঙ্গনেত্রার এই সুশ্যামকোমল-

কপোল-শোভিত মুখ জিনিয়াছে তায়।

(পুনরায় সীতার প্রতি জনান্তিকে—)

তন্বঙ্গি! তোমার ওই লাবণ্য-বারিধি বদনের

কান্তি সুকোমল,

দুগ্ধসিন্ধুলহরীর বিন্দুমাত্র ইন্দু ওই,

কেমনে পাইবে বল ?

ক্ষণতরে তরঙ্গিত কর দুনয়ন ঊর্দ্ধদিকে,

ধরুক চন্দ্রমা,

প্রস্ফুটিত-নীল-নীরজ-কাননে ক্রীড়ারত

মরালের মধুরিমা।

সীতা। (লজ্জা অভিনয়। অবলোকন করিয়া সহর্ষে—)

মুকুলিত যার করে অরবিন্দ'

মানিনীর মানগজের মৃগেন্দ্র,

সেই ত্রিভুবন নয়ন আনন্দ,

রজনীর আনন-চন্দন-চন্দ্র।

রাম। সখে সুগ্রীব! দেখ, দেখ,—

নিশা যুবতীর কুচ লেপনের তরে চন্দনের তাল,

নভঃশ্রী-চামর, হরজটাবল্লরীর নবীন মুকুল,

কন্দর্প রাজার মণিগৃহ, পূর্ব্বাশার নাসামুক্তাফল,

শশী ওই বিশ্ব আবরিছে প্রসারিয়া কি কিরণজাল!

সুগ্রীব। রঘুনাথ! চন্দ্রমার কিরণজাল অমি পুনরুক্তিমাত্র বিবেচনা করিতেছি।

রাম। কেন ?

সুগ্রীব। এইজন্য যে,—

কর্পূর, কৈরব, কুন্দ, স্বর্ণদীকল্লোল,
কেতকী ও কামিনীর কটাক্ষ চঞ্চল,
শম্ভুশিরে কলঙ্কবিহীন হিমকর,
এ সকল শ্বেতবস্তু হ'তে শ্বেততর,
তোমার সুশুভ্রযশে সপ্তার্ণবা ধরা,
হইয়াছে ধবলিতা যেন একাকারা।

রাম। তুচ্ছ কথায় প্রয়োজন নাই।

বিভীষণ। প্রভো! সুগ্রীব যে বলিলেন ধরা ধবলতরা হইয়াছে তাহা তুচ্ছ কথাই বটে। ত্রিভুবন ধবলিত হইয়াছে বলা উচিত। এক্ষণে—

সমুন্নতঘনস্তনস্তবকচুম্বিতুম্বীফল
শোভিত মধুর বীণা ঝঙ্কারি অপ্সরী.
তোমারি গাহিছে যশঃ শুভ্র সুবিমল,
হরের কিরীটশশিকলাপ্রভাহারী।

রাম। অহে লঙ্কেশ্বর! আপনিও যে কিষ্কিন্ধ্যাপতির মতানুগত দেখিতেছি। (পুনরায় অবলোকন করিয়া সহর্ষে সুগ্রীবের প্রতি—)

রোষান্বিত রাত্রিরাবণের দৃপ্তভুজক্রীড়ার কৈলাস,
সপ্তলোকজয়োল্লাসে হৃষ্ট মদনের জয়শঙ্খ সম,
লোলাক্ষীর কপোল-লাবণ্যসাগরের ফেনপুঞ্জোপম,
দেখ চন্দ্র পশিছে গগনে বিরহিজনেরে দিয়া ত্রাস।

(নিরীক্ষণ করিয়া—)

অত্রি-নেত্র হতে জাত নিশাপতি. এই ভ্রম কোন জন,
অতিবিদ্যাপরিচয়পরাধীনমনা করেন পোষণ ;

স্থধার আধার এই শশী রতির সে বিম্বাধরস্রুত
স্থধাসিক্ত কামনেত্র হতে নিশ্চয় হয়েছে সমুদ্ভূত।

লক্ষ্মণ। আর্য্যে জানকি! দেখুন, দেখুন,—

কুমুদাদি কুসুমের আনন্দ উৎপাদি হিমকর,
লঙ্ঘিছে গগন, হনূমান যথা লঙ্ঘিল সাগর।

সীতা। ওগো স্থলক্ষণ লক্ষ্মণ! রঘুকুল-কুটুম্বের সন্তাপশমন চন্দন স্বরূপ সেই পবননন্দন এক্ষণে কোথায়?

লক্ষ্মণ। আর্য্যে! সে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক বন্ধুগণকে আনন্দিত করিবার জন্য অযোধ্যায় প্রেরিত হইয়াছে।

সীতা। তবে আমরা কেন বিলম্ব করিতেছি?

রাম। (বিভীষণের মুখাবলোকন)

বিভীষণ। (নির্গমন ও পুনঃ প্রবেশপূর্ব্বক) এই সেই পুষ্পক নামক বিমানরত্ন, ইহাতে আরোহণ করুন। (সকলের বিমানারোহণ অভিনয়)

রাম। (সকৌতুকে) অহো! এই কি সেই বিমানরত্ন যাহা ত্রিভুবনৈকবীর কুবেরানুজ কুবেরের নিকট হইতে আহরণ করিয়াছিলেন?

লক্ষ্মণ। (সক্রোধে) কিষ্কিন্ধ্যা ও মাহিষ্মতির নৃপতিদ্বয়ের সহিত লক্ষ্মীকে সমানভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াও তিনি ত্রিভুবনৈকবীর নামে অভিহিত হইলেন কেন?

রাম। (হাসিয়া) বৎস! তাহাই বটে।—

দশকণ্ঠ-কণ্ঠ যার কঠোর ভুজের যন্ত্রনিপীড়নে
নিঃশব্দতা লাভ করি' করিল ঘোষণা, চতুর্জ্জলধির
বেলাভূমে, কীর্ত্তি অতুলিত; সেই কপিকুলেশ্বর বালি,
কভু কি পারেন হ'তে বচন-বিষয়, কথাতীত বীর?

আরও,—

কোপদীপ্ত নিজ নেত্রদীপবহ্নিতেজে,
ভেদ করিলেও গাঢ়তম অন্ধকার,
দশানন যাঁর কারাগৃহে রুদ্ধ ছিল ;
সে হৈহয় পতিও কি বিষয় কথার ?

কিন্তু বৎস ! চিন্তা করিয়া দেখ,—

সহসা অসির ধারে ছিন্নশীর্ষ যাঁর কণ্ঠ আলবাল,
চূড়াসুধাকরে হর করি' নিপীড়িত সুধার নিঝরে
সিঞ্চি', নিজ 'দশখণ্ডমণ্ডন' উপাধি সার্থক মানিল ;
কেমনে বচনপথে আনিবে বলহ সে দশকন্ধরে ?

(নিরূপণ করিয়া—) অহো ! এই ত্রিকূটগিরিশিখরকেশরী দশকণ্ঠের লোকোত্তর চরিতের কথা কি বলিব ?—

যাঁহার দোর্দ্দণ্ডশায়ী চন্দ্রচূড়গিরি হইলে অমনি,—
সহসা বিগতভার অনন্তের সহস্র ফণার মণি,
ছটায় করিল দশদিক্ তরুণ-তপন-আভা-ময় ;—
হরের ত্রিনেত্র হতে রোষে নিঃসরিল তুল্য অর্চ্চিচয়।

লক্ষ্মণ। আর্য্য !—

অধুনা আমার চিত্তে হয় প্রতিভাত,
এই রথ মূর্ত্তিমান যেন মনোরথ ;
আরোহণ করি সুখে আসি কত দূর,
তথাপি শ্রমের লেশ না করে আতুর।

রাম। তাহাই বটে। কারণ,—

জলধি লঙ্ঘিয়া আর অতিক্রমি' দণ্ডক অটবী,
মেকলনন্দিনী আর কালিন্দীরে ফেলিয়া পশ্চাতে,

উপস্থিত এবে মোরা চিত্রকূট পর্ব্বতশিখরে,
শিখণ্ডি-শত-খণ্ডিত শাখিখণ্ড বিরাজে যাহাতে।

সীতা। (বক্রভাবে অবলোকন করিয়া) আহা, কলিন্দনন্দিনি! তুমি সত্যপ্রসাদা, তোমার প্রসাদে পুনরায় নিজ কুটুম্বের দর্শন পাইলাম।

রাম। অয়ি! এই সেই শ্বাপদবিরোধহীন ভগবান ভরদ্বাজের আশ্রমপদ।

লক্ষ্মণ। তাই বটে। এখানে—

জৃম্ভণ-বিবৃত-মুখ সিংহের কেশর,
কোন করি-শিশু করে করে আকর্ষণ;
কেহবা করিছে পান স্তন্য সিংহিনীর,
সিংহশিশু-পীতশেষ ঝরিছে যেমন।

আরও,—

ক্রীড়াশীল মানবশিশুর পদাঘাতে ক্ষণজাগরূক
শার্দ্দূলের নখাঙ্কুরে করিতেছে মৃগ কণ্ডুবনোদন;
চঞ্চলচন্দ্রকযুত শিখীর চঞ্চুতে ত্যজিয়া নির্ম্মোক,
পন্নগ করিছে পান সুপ্ত নকুলের নিঃশ্বাসপবন।

রাম। অহো! চক্রবাকরমণীর সংরম্ভসময় প্রভাতকাল উপস্থিত হইল যে! কারণ,—

কেতকধূলির মত ধুসরবরণ চন্দ্রের কিরণ,
জরাজীর্ণ এবে হ'ল পশ্চিমজলধিতীরে উপনীত;
বিকসিত পদ্মবনীদৃকৃপাতে আদৃত নবরবিকর,
মহাহর্ষে প্রসারিত হয়ে পূর্ব্বদিক্ করিল রঞ্জিত।

লক্ষ্মণ। (সকৌতুকে—)

নিশান্তে মিলিত কোকমিথুনে রচিয়া,
দিগঙ্গনাবক্ষে পীন-পয়োধরদ্বয়;

প্রকটিতে যৌবনের কান্তি মনোহর ;
সহসা আকর্ষি পদ্ম হ'তে ভৃঙ্গাবলী,—
দুর্দ্দৈবের লিপিসম, কমলিনীশোভা
করিলেন প্রসারিত দেব দিবাকর।

সুগ্রীব। বিভীষণ! দেখ, দেখ,—

নিশারাক্ষসীর ওই নির্ব্বাসনমন্ত্রের মান্ত্রিক,
সন্ধ্যাসুপ্ত পদ্মকাননের উদ্বোধনবৈতালিক,
বিকাসি-পঙ্কজ-গর্ত্ত হইতে উত্থিত ষট্‌পদের
ঝঙ্কারে ওঙ্কারোচ্চারী গুরুসম কিরণ সূর্য্যের।

বিভীষণ। এইরূপই বটে। তেমনি,—

দিবসলক্ষ্মীর আগমনে, পাদস্পর্শমাত্র যেন হ'ল
আকাশে অশোকতরুপরে, নবপুষ্পগুচ্ছ প্রস্ফুটিত ;
আশাকুরঙ্গাক্ষীশিরে দিয়া অবতংস যেন সমুজ্জ্বল,
তরুণতপনকরপুঞ্জ ওই দেখ হ'ল উদ্ভাসিত।

রাম। প্রিয়ে!

চক্রবাকরমণীরে আশ্বাস প্রদানি,
ঘনতমঃপয়োনিধিনিমগ্ন জগতে,
হস্ত অবলম্বদানে করি হৃষ্টান্তর ;
দৃঙ্‌মৃগনয়নাসহ আবির খেলায়
চতুর সতত, পদ্মবনলক্ষ্মীসহ
কেলিপরায়ণ, দেখ দীপ্তাংশুর কর।

(জনান্তিকে—)

রবি যবে নিজকরে অনুরাগভরে,
পদ্মিনীমুকুলগ্রন্থি শিথিলিত করে ;
প্রকাশিত অলিমালা মধুর গুঞ্জন,
কামিনীর মত হরে কামুকের মন।

সীতা। (হাস্য ও অবলোকন করিয়া) এই যে ইনি উদিত হইলেন,—

পূর্ব্বগিরি-পদ্মরাগমণি, উন্মীলিয়া স্নিগ্ধ ভুনয়ন,
কুঙ্কুমে করিয়া অঙ্গরাগ, নলিনীর হৃদয়রঞ্জন।

রাম। (প্রকাশ্যে) অয়ি জানকি! দেখ,—

তরলতরঙ্গভঙ্গ সহ প্রবাহিতা,
সুখক্রীড়ারতহংসমালাসুশোভিতা,
অদূরে জননী ওই সুরতরঙ্গিণী,
বিরাজিতা সুরনরমঙ্গলকারিণী।

সীতা। (সহর্ষে উক্ত শ্লোক পাঠ।)

রাম। (সহর্ষে) বৎস লক্ষ্মণ! অদূরে ওই রঘুকুল মঙ্গলাঙ্কুরের প্ররোহক্ষেত্রভূমির তরঙ্গিণী সরযূ দেখা যাইতেছে। আর সরযূর তরঙ্গশীকরে সুশীতলপরিসরা নগরীসীমন্তমণি অযোধ্যাও দেখা যাইতেছে।

লক্ষ্মণ। (সহর্ষে) ওই যে আপনাকে অভিষেক করিবার জন্য ভরতকে সঙ্গে লইয়া ভগবান অরুন্ধতীপতি আপনারই—

আগমন করেন প্রতীক্ষা, হে দিলীপকুলমগামণি!
মহাপ্রভাময়, সর্ব্বদিক্ সমুজ্জ্বল করেন আপনি।

অতএব আমরা পুষ্পক হইতে অবতরণ করি।

রাম। বৎস! এই খানেই প্রতীক্ষা কর, আমরা ততক্ষণ সকললোক-দর্শী পূর্ব্বদিঙ্মণ্ডন ভগবান চণ্ডাংশুকে প্রণাম করি। (অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া—)

পূর্ব্বাশার কুঙ্কুমতিলক,
পূর্ব্বাচলচূড়ার মাণিক,
ত্রিভুবন ভবনদীপন,
নমি দেব ত্রিলোকলোচন!

(নেপথ্যে। বৎস রামভদ্র!)

রাম। অহো! কি অদ্ভুত ব্যাপার!—
ভানুবিম্ব হ'তে কি এ বাণী, প্রভাসম হয়ে উদীরিত,
পদ্মসম মোদের মানস করিতেছে হর্ষবিকসিত।

(নেপথ্যে।

তব যশঃ দশদিকে হ'ক বিস্তারিত,
হে সুন্দরীনেত্রোৎপল-বিকাশী তপন!
সহস্র বৎসর কর কিরণ বর্ষণ;
আশীর্ব্বাদ করি, তব গুণকথামৃত,
সুরনর ভুজঙ্গের আনন্দ বর্দ্ধন,
করুক পীযূষে পূর্ণ এই ত্রিভুবন।)

রাম। অনুগৃহীত হইলাম।

(নেপথ্যে। আর কি আশীর্ব্বাদ করিব?)

সুগ্রীব। পিতঃ দিনকর! রামভদ্র এক্ষণে পূর্ণমনোরথ হইলেন। ইনি,—

নিজগুণে পেয়েছেন পরম উন্নতি;
পালন করিয়াছেন পিতার আদেশ;

সুগ্রীব ও বিভীষণে রাজশ্রী অর্পিয়া,
সংগ্রামে বধিয়া সুররিপু দশাননে,
যশের চরম সীমা করেছেন লাভ ;
হর্ষবিগলিত বাষ্পবিধৌতনয়নে,
হেরিছেন পুনরায় নিজবন্ধুজনে ;
অপূর্ণ রহিল আর কোন্ অভিলাষ ?

তথাপি এই হউক,—

আবাল-প্রবীণ সর্ব্ব দেহধারিমুখে, সরস্বতী হ'ন বিরাজিতা :
অভিন্ন হরি ও হর, এই বুদ্ধি সকলের চিতে হ'ক প্রতিষ্ঠিতা ;
শেষফণাঞ্চলে যথা, তথা সব সাধু সজ্জনের ভবনে নিয়ত,
লক্ষ্মী বাগ্দেবীর সহ, ত্যজিয়া বিদ্বেষ, থাকুন কৌতুকক্রীড়ারত।

রাম। তবে এস পুষ্পক হইতে অবতীর্ণ হইয়া গুরু, বন্ধুজন এবং পৌরজনকে আনন্দিত করি।

(সকলের পুষ্পক হইতে অবতরণ)

সাধুদের মুখে অবিরাম হর্ষভরে হ'ক উদীরিত,
ফুল্লনবমল্লীদামরম্য রামলীলাকথামৃত ;
যুবা যাহা কণ্ঠে ভরি' ভাবাবেশে হবে রোমাঞ্চিত,
কান্তা-পরিরম্ভ-সুখ তৃণতুল্য হবে বিবেচিত।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

সমাপ্ত

প্রিণ্টার—শ্রীঅম্বিকাচরণ বাগ

'মানসী প্রেস'

১১, হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা